অগ্নি-সাক্ষী

উপন্যাস।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

বেদান্ত-শাস্ত্রী।

সারস্বত লাইব্রেরী,

২৯৫।২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

জ্যৈষ্ঠ

১৩২৮

 [মূল্য ২৲ দুই টাকা।

শ্রীমতী

স্বাগত সজনি ;—অমল প্রভাতে আছ ত দেবীরূপে।

সারা জীবনের, আশ্রয় তব, মোদের স্নেহের স্তূপে

উত্তর সাধিকা কর্ম্মজীবনে, হইও তাহার ধর্ম্মে ;

পুরনারীগণ বাজায়ে শঙ্খ মঙ্গল বহি মর্ম্মে।

শ্বশুরে হও, সাম্রাজ্ঞী সখি, শাশুড়ী ননন্দ্‌গণে

রাখিও যতনে, দেবরে তব আপন করিয়া মনে।

দেবতার দয়া, আশীস্ মাগিয়া আহ্বানি বারে বার

এস কুললক্ষ্মী, এস চির-শান্তি, (আমার)

সোহাগ বীণার তার।

তো:

-সাক্ষী

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মা ও মেয়েয় কথোপকথন হইতেছিল। ঘরে আর কেহ ছিল না, বল অদূরে গতিবিহীন একটা আরসুল্যার প্রতি লক্ষ্য করিয়া শিকারো- ী পুষী, তাহার স্ফীত পুচ্ছ আস্ফালন করিতেছিল। কথায় কথায় য়ে রাখালদাসী বলিল,—"তা হউক বাপু; আমারও বয়স নেহাৎ হয় নি, প্রায় ত্রিশ বৎসর হোয়ে উঠল,—কলির ছেলে মা-বাপ বুড়ো ল, আর তাঁদের হাতে কিছু না থাকিলে প্রায় ত সেবা-ভক্তি করিতে খি না। গোড়া থেকে আপন রেখে কাজ করাই উচিত।"

মা। না, মা; ওকথা বলিস্ না—বিপিন আমার তেমন ছেলেই। মা বলিতে অজ্ঞান হয়। ও কি আমাদের অযত্ন করতে পারে!

মে। ছেলে অযত্ন করে না,—ছেলের বৌ বড় হ'য়ে যখন ারের সকল জিনিষে আমিত্বের ছাপ মারিয়া বসে,—শাশুড়ীর হাত াইয়া যখন সমস্ত জিনিষ তাহার করিয়া লয়, তখনই শাশুড়ীকে বড়

তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে থাকে। শাশুড়ী তখন নিজ সংসারের সমস্ত দ্রব্যে নিজ সত্ত্ব হারাইয়া কোন কোন স্থলে পরের বাড়ীর কুটুম্বিনীর ন্যায় —কোন কোন স্থলে দাসীর ন্যায় সংসারের কাজ করিয়া উদরে এক মুঠা অন্ন দিয়া থাকেন। তুমি বড় অভিমানিনী, কাহারও কথা সহ্য করিতে পার না; গোড়া থেকে সাবধান হইয়া চাললে, তখন মনস্তাপের আগুনে পুড়িয়া মরিতে হইবে না।

মা। দেখ মা, সাত নয় পাঁচ নয় দুটী মাত্র ছেলে। তা' বিনয়ের কথা এখন ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়—সে বার বৎসরের অবোধ বালক; বিপিন একটু মাথা ধরা হয়েছে, বিয়ে দিইছি—বৌ ঘরে এনেছি— এখন ত মা, ওদের খাইয়ে পরিয়ে মনের সাধ মিটাই, তারপরে অদৃষ্টে যা থাকে, তাই ঘটিবে।

মে। অদৃষ্টে যা ঘ'টবে তা আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্চি। ক্রমে ক্রমে তুমি সংসারের গৃহিণীপনা হইতে বিচ্যুত হইবে—বৌ সংসারের মালিক হইবে—নেহাৎ নিম্পরের মত—ডেকে আনা পাড়া-প্রতিবাসীর মত, বাহিরের কাজে খেটে-খুটে পেটে দুটো খেতে হবে।

মা। নারে, আমার বৌ তেমন নয়। আজ তিন বৎসর নিয়ে ত ঘর কচ্ছি, কোন দিন আমার কথা অমান্য করে নি। বুড়ো শ্বশুরের উপর প্রগাঢ় ভক্তি,—তবে একটু একগুঁয়ে, ওটা বয়সের দোষ।

মে। ভগবান্ করুন তোমার অনুমান সত্য হোক। কিন্তু কোথাও হয় নি, বা হবে না; তোমার জন্য যত না হোক, বাবার জন্য আমার বড় ভয় হয়, চিরদিন সংসারের খাটনি খেটে—অভাবের জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে পুড়ে, আমাদের প্রতিপালন করেছেন, আর তার উপর দু-এক খানা গহনা করেছেন, তা, যদি এখন বৌকে দিয়ে খালি হাতে সং বসে থাক, আর বৌ বা বিপিন যদি তোমাদের উপর ভক্তি-শ্রদ্ধা না করে

বুড়ো বয়সের ভাতটুকু মন্দটুকু খেতে না দেয়, তখন কি করিবে? আমি ত জানি, তোমাদের হাতে একটি পয়সাও নাই, ঐ কয়েকখানি গহনা মাত্র সম্বল, লোকে কথায় বলে—'সময়ের আভরণ, অসময়ের পেটভরণ।'

মা। তাও বুঝি মা; কিন্তু বৌটীর গায় একখানিও অলঙ্কার নাই, আর আমার বাক্সয় তোলা থাকিবে ইহাও ত বড় নিষ্ঠুরের কাজ, ওর বাপ দিতে চেয়ে দিল না, নেহাৎ ছোটলোকমি করিল,—তা ও কি করিবে। পাঁচ বৌ খাচ্ছে পরচে, ওরও ত সাধ হয়,—আর খালি গায় তাদের সঙ্গে মিশিতেও লজ্জা হয়, আমাদেরও দুর্ণামের কথা,—পাড়ার পাঁচ জন এতে আমাদের নিন্দাও করিতে পারে। অতএব ভেবে-চিন্তে আর কি করিব, যা ওদের ভাল বিবেচনা হয় তাই করিবে, আমার গহনাও ভারি—দশগাছা চুড়ী, দুটো তাগা, একছড়া নেকলেস্।

মে। তার দাম হাজার টাকা, ইহাই হাতে রাখতে যদি অসময়ে তোমাদের চলে যেত; যা ভাল বোঝ তাই কর মা। আমি তোমার পরঘরে মেয়ে;—তেমনি দেখে বিয়ে দিয়েছ, কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে নিজের দিনপাত চালাতে পারিনে, কখনো যে দু' পয়সা সাহায্য করিব সে আশা নাই।

মা। বালাই, আমার বিপিন ও বিনয় বেঁচে থাক; কারু সাহায্য করিতে হইবে না, ওরাই আমাদের অন্ধের যষ্টি। বুড়ো বুড়ীর দুটো পেটের ভাত বৈ ত নয়, তা ভিক্ষে করেও এনে দেবে।

মে। তা, ছোটটার ভাবনাই বা কৈ ভাবলে মা, অর্দ্ধেক তবে বড়রে দাও, আর অর্দ্ধেক ছোটর জন্য রাখ।

মা। যদি আমার যথেষ্ট থাকিত,—সে ব্যবস্থা করতে পারতাম। যা আছে একজনেরই আঁটে না; এ না দিলে একজনের গায় ভাল দেখায় না, মানুষের কাছে বাহির হইতে পারে না। এখন লোকে বলিবে—

শ্বশুর শাশুড়ীতে দেয় নাই, আর তখন বলিবে ভাসুরে দেয় নাই; আমাদের কাজ আমরা করি; তারপরে যা ওরা ভাল বুঝে তাই করিবে।

মেয়ে অত্যন্ত বিরক্ত হইল এবং যখন মাতাকে তাঁহার ভাষ্য-প্রতিজ্ঞা হইতে কিছুতেই টলাইতে পারিল না, তখন বলিল,—"তোমার যা মনে হয় তাই করিয়ো, আমার বুদ্ধিতে যাহা আসিল, বলিয়া খালাস হইলাম।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মাতা-পুত্রে কথা হইতেছিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; হেমন্ত-প্রকৃতির ঘুমন্ত পল্লীর প্রান্তর হইতে জলাভূমির গন্ধ আনিয়া ধীর সমীর গৃহে গৃহে বিলাইয়া বিলাইয়া মানবগণকে কফ কাসি, ও ম্যালেরিয়া রোগের অধীন করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছিল। আকাশের চাঁদ আপনার নির্ম্মলকরে পল্লীতল আলোকিত করিতে গিয়া আবিল হইয়া পড়িতেছিল। শ্যামা, কোকিল, পাপিয়া প্রভৃতি সাহিত্যের কৌলিন্য মর্য্যাদাশালী পক্ষিগণ কোথায় চলিয়া গিয়াছিল, কেহ তাহাদের সাড়া পাইত না, বা খোঁজ লইত না। সন্ধ্যা হইতেই বাঁশবাগানে পেচক ডাকিত, নদীতীরে আমিষাসী কুলো পাখী প্রাণপণে চীৎকার করিত, আর নদীর এপারে ওপারে চক্রবাক-চক্রবাকী, ডাহুক-ডাহুকী প্রভৃতি ডাকিয়া কৌলিন্যশালী পক্ষীগণের অভাব পূরণের ব্যর্থ চেষ্টা করিত।

মাতা বলিলেন, "তোর শ্বশুর কবে আস্‌বেন?"

পুত্র বিপিন বলিল,—"লিখেছেন ত আগামী মঙ্গলবারে।"

মাতা বাম হস্তের আঙুল নাড়াইয়া দাগ ভাঙ্গিয়া গণিয়া পড়িয়া ঠিক করিয়া বলিলেন,—"পাঁচদিন বাকী। তুই কি বলিস্—বৌমাকে কি পাঠিয়ে দিবি?"

বিপি। বেশ—পাঠান হবে কি না, তার আমি কি জানি, তোমাদের যা মত হয়, তাই কর; বাবার মত কি?

মা। তাঁর মত নাই। তিনি বলেন—অমন ধড়িবাজ লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা কোন প্রকারেই উচিত নয়। সামান্য গহনা, আর নগদ দুশো টাকা,—এও যখন দিব বলিয়া প্রতারণা করিয়া দিল না,—আমি তাহার কাছে জোর করি নাই—বরের বাপ যেমন করিয়া চাহিয়া লয় তেমন করিয়া চাহি নাই, দিতে হবে বলিয়া দাবী করি নাই। অধিকন্তু বলিয়াছিলাম, যাহা দিলে তোমার কোন কষ্ট হইবে না তাহাই তুমি স্বীকার কর এবং দিও। ওমা এ কি কাণ্ড, একি ছোটলোকমী, টাকাগুলি বিবাহের রাত্রে বা তার পরেও পরিশোধ করিল না, অধিকন্তু বিবাহের সময়ে যে কয়খানি সামান্য অলঙ্কার দিয়াছিল, দ্বিতীয়বারে তাহা খুলিয়া লইল। মুচি-মুদ্দফরাসেও এইরূপ ব্যবহার করিতে পারে না, সেইরূপ লোকের সহিত কুটম্বিতা করা আমার নিতান্ত ইচ্ছা-বিরুদ্ধ; প্রতারণা ও মিথ্যাকথার আমি সম্পূর্ণ বিরোধী।

বিপি। তোমার কি মত?

মা। ও কথার উপর ত আর কথা চলে না;—তবে আমি বলি, সে কাঁচা মেয়ে, তার অপরাধ কি! দুই একবার ঘুরে, দুইএক দিনের জন্য বাপ মাকে দেখে আসে। সব কথা মনে পড়ে বাবা,—যখন সবেমাত্র শ্বশুর ঘর করিতে আসিয়াছিলাম তখন বৈকালে মুক্ত ছাদের উপর গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিতাম,—আর ওপারে মেঘের কোলে উন্নত-শীর্ষ নারিকেল গাছের আগা—বাঁশগাছের ডগা—তার উপরে মণ্ডলাকারে পাখীগণকে উড়িয়া বেড়াইতে দেখিতাম, তখন মনে হইত, ঐ বুঝি আমাদের গ্রাম, ঐ আমাদের পুকুরের ধারের নারিকেল গাছ, ঐ বুঝি আমাদের রান্নাঘরের পিছনে বাঁশ গাছের আগা। মা, বড় বৌ, মেঝ

বৌ, ও বাড়ীর নতুন বৌ, কাকার ছোট মেয়ে হরিদাসী, সুরোর মা, ময়রা পিসি, এরা সব এতক্ষণ ঐ পুকুরে নামিয়া জলে গা ধুইতেছে—সাঁতার কাটিতেছে, জল লইয়া গৃহে ফিরিতেছে, কত গল্প করিতেছে—কি সুখেই ওরা আছে। ভাবিতে ভাবিতে চক্ষুর জলে বুক ভাসিয়া যাইত। এইরূপ সকাল-মধ্যাহ্ন সকল সময়েই প্রাণ ফাটিয়া যাইত। আহা,—ওদেরও এখন ত তাই। দু পাঁচবার আসা-যাওয়ায় ক্রমে সহ্য হইয়া যায়। আপন জনকে পর করিয়া, পরকে আপন ও চিরজীবনের সঙ্গী করিয়া লইতে একটু সময় লাগে বৈকি। শ্বশুরঘরের দ্রব্যাদিতে আপনার বলিয়া জ্ঞান হওয়া, আর বাপেরবাড়ীর জিনিষে অধিকার-বিচ্যুতি দর্শন করা,—আমার বিশ্বাস, এই মন বসার প্রধান কারণ।

বিপি। তুমি খুব বুদ্ধিমতী। তোমার মত বুদ্ধি মেয়ে মানুষের মধ্যে খুব কম লোকের আছে। কিন্তু বাবার যদি অমত হয়, তবে কোন প্রকারেই পাঠান হইবে না খোকার মত কি?

খোকা অর্থে দ্বাদশবর্ষীয় কিশোর বয়স্ক তাহার ছোট ভ্রাতা বিনয়। তাহাদের সংসারে বিনয়ের অভিমতে অনেক কাজ সম্পন্ন হইত,—খোকার ধৈর্য্য ও বুদ্ধি তাহাদের ধারণায় প্রশংসার্হ ছিল। মাতা বলিলেন—"এ সকল খুঁটিনাটি সাংসারিক ব্যাপারে সে কি বোঝে।"

বিপি। তবু তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে?

মা। করেছিলাম। সে বলিল, যথন বৌ-দিদির বোনের বিয়ে তখন অন্ততঃ বিয়ের কয়দিনের জন্যও পাঠান ভাল। দাদাও বিয়ের পর আর যান নাই—বড় সাধাসাধি, বড় কাঁদাকাঁদি করে,—যদি, তালুই মহাশয় নিজে নিতে আসেন, তবে দাদা যেন সঙ্গে করে নিয়ে যান—আবার সঙ্গে করে আসেন, কিন্তু এক কথা, উহার গায় একখানিও গহনা নাই, খালি গায় পাঠান যায় না।

বিপি। কে যে, আমাদের খোকাকে বলিয়াছিল—'ঠ্যাঙে ছোট ধাপে বড়' সে কথা সত্য। ওর বুদ্ধি-শুদ্ধি বেশ পাকা মানুষের মত, তাকে জিজ্ঞাসা করলে না কেন,—যখন তোদের নাই, তখন দিবি কোথা থেকে ?

মা। তাও ক'রেছিলাম। সে বলে,—তোমার যা আছে পরিয়ে দিও'।

"তোমাদের যা ভাল বিবেচনা হয় কর"—এই বলিয়া বিপিন চলিয়া গেল। মাতা বুঝিলেন, বিপিন বিনয়ের কথাতেই সন্তোষ লাভ করিয়াছে। কিন্তু আমি এখন কি করি বাস্তবিক পুঁজির মধ্যে ঐ দুখানা অলঙ্কার, আমরা দুটী মানুষ ক্রমেই বুড়ো হইতেছি,—রোগ বালাই এখন পদে পদে; খাওয়া-দাওয়া তাউত-তাগাদা এখন একটু ভাল হওয়া চাই। আজ যদি গহনা কখানা হাতছাড়া করি, আর তখন যদি না দেয়, বৌতে সেবা-ভক্তি না করে,—কোথায় দাঁড়াব। আবার এখন যদি না দেই, তবে আমার প্রাণইবা কি বলে; আর ছেলে-বৌই বা কি বলে; পাড়ার পাঁচজনেই বা কি বলে।

মাতা অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। অনেক দিক্‌দর্শনের আলোচনা করিলেন, তারপর মনে মনে স্থির করিলেন—বিপিনের ম্লান মুখ, বৌটির মনে মনে দুঃখ; আমার বাক্সে গহনা তোলা থাকিতে সহ্য করা যাবে না। আমি দেব—আমার কাজ আমি করিব, তারপরে ওদের হাতে। বিপিন আমার তেমন ছেলে নয়,—বাপ-মা বলিতে অজ্ঞান হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শৈবালদল-সমাচ্ছন্ন আম্র-পনস-বেণব-শাল্মলী-বেতস-বন-বেষ্টিত ক্ষুদ্র কায়া অল্পতোয়া মাহেশ্বরী নদীর দক্ষিণতীরে সাহাজাদপুর নামক পল্লী।

সাহাজাদপুর নিতান্ত ক্ষুদ্র পল্লী নহে, তিন চারিশত ঘর লোকের বসতি। হাট, বাজার, পোষ্টআফিস, মাইনর স্কুল প্রভৃতি অল্পাধিক সকলই আছে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, গোপ, নাপিত, কুম্ভকার ও মুসলমান প্রভৃতি প্রায় সকল জাতিই আছে। এই গ্রামে তারক চৌধুরীর বাস। পৈতৃক ভূমি সম্পত্তি তাঁহার কিছুই নাই, কয়েকঘর যজমান উপজীবিকা মাত্র। পুত্র বিপিন, বিনয় ও কন্যা রাখালদাসী এবং স্ত্রী ও নিজে সংসারের এই পাঁচটী লোক ছিল মাত্র। যাজন-ক্রিয়া দ্বারা যাহা আয় হইত, ইহাদিগকে লইয়া বেশ শান্তিতে ও সুখসচ্ছলতায় দিনপাত করিয়াছিলেন। বিপিন ও বিনয় এক্ষণে যজমানের কাজ করিতেছে, কর্ত্তা পঞ্চাশ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ করিয়া এবং হঠাৎ কোন এক অজানা ব্যাধির করাল কবলে আক্রান্ত হওয়া এক্ষণে আর কোন কাজ কর্ম্মই করিতে পারেন না। বাড়ীর অদূরে একটুখানি জমার জমি ছিল। বার্দ্ধক্যের ক্ষীণবলে যতদূর সম্ভব—নিজে নিজেই সেই জমির উপর একটি কলাবাগান ও শাক-সবজী প্রস্তুত করিতেন। দিবসের অধিকাংশ

সময় সেইস্থানে অবস্থান ও ঐ সকল কর্ম্ম করিয়া শান্তিলাভ করিতেন। বিপিন কোন অধ্যাপকের ভবনে বৎসর দুই কাটাইয়া ও শাস্ত্রঅধ্যয়নের চিহ্নস্বরূপ মস্তকে মহারাষ্ট্রীয় দেশীয় একশিখা ও দাড়ি গোঁপ কামাইয়া পৌরহিত্যের দাবী লইয়া বাড়ী ফিরিয়াছিলেন এবং ব্যবস্থা-সমুদ্র, ব্যবস্থার্ণব প্রভৃতি বটতলার প্রকাশিত স্মৃতির সংগৃহীত পুস্তক হইতে কতকগুলি বচন মুখস্থ করিয়া স্মার্ত্ত পণ্ডিতের অভিমান লইয়া ফিরিতেন। বিনয় গ্রাম্য মাইনর স্কুলে মাইনর পর্য্যন্ত পড়িয়া একজামিনে পাশ করিয়াছিল। অর্থাভাবে অন্যত্র যাইয়া আর পড়ার সুযোগ করিতে না পারিয়া, জ্যেষ্ঠের সহিত মিশিয়া সেও যজমানের কাজ করিতেছিল, কিন্তু সে সে কাজ তখনও ভাল করিয়া শিখিতে পারে নাই।

এই স্থানে বলিয়া রাখা ভাল, পূর্ব্ব দুইটী পরিচ্ছেদ ও বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের কথা প্রায় পাঁচ বৎসরের তফাৎ। তখনকার বিপিন পিতার অধীন বড় ছেলে;—আর এখনকার বিপিন সংসারের কর্ত্তা, উপার্জ্জনক্ষম ও সকলের অন্নদাতা। তখনকার বিনয় বাড়ীর খোকা ও সকলের সোহাগ-আদরে প্রতিপালিত; আর এখনকার বিনয় জ্যেষ্ঠের দাসবৎ আজ্ঞাবহ; ভ্রাতৃবধূর দাসবৎ উপেক্ষিত। কেন না, তাঁহার বিবেচনায় তাহার স্বামী উপার্জ্জন করে, আর সে বসিয়া বসিয়া খায়। সংসারের যিনি কর্ত্তা ছিলেন—তিনি অবসরগ্রস্ত; কৃষ্ণাষ্টমীর ক্ষীণ চন্দ্রের ন্যায় অস্তগমনোন্মুখ। যিনি গৃহিণী ছিলেন, তিনি এখন বধূর নিকট প্রতিবেশিনীর ন্যায় বিবেচিতা। কিন্তু কর্ত্তা যেরূপ সরিয়া পড়িয়াছেন—গৃহিণী তাহা পারেন নাই, বা তাহাতে স্বীকৃতা নহেন। তিনি তখনও সংসারের সমুদয় দ্রব্য তাঁহার স্বামীর উপার্জ্জিত বলিয়া আমিত্বের অঞ্চলাগ্রে রাখিতে চাহেন এবং পুত্র বিপিন বিনয় তাঁহার এবং বিপিনের

শিশু পুত্র পুঁটেও তাঁহার। কাজেই সংসারের কর্ত্রীর দাবী ছাড়িতে পারেন নাই। আর পুত্রবধূ তাঁহার বিপরীত মত মনে মনে পোষণ করিতেন, তিনি ভাবিতেন,—আর তুমি কেন, বিগত সালের পঞ্জিকার ন্যায় তুমি এখন বস্তার কাগজের মধ্যে পড়িয়া থাক; আমি নূতন পঞ্জিকা হইয়া আসিয়াছি; আমি কাজ করি, এখন সকলই আমার। আমার স্বামী রোজগার করে, তোমরা খাও; অতএব তোমরা সকলেই আমার অধীন থাকিবে। সে যাহা রোজগার করিয়া আনিবে, তাহাতে তুমি হাত দিবার কে? যখন তোমার স্বামী আনিত, তখন কি আমাকে কর্ত্রীত্ব করিতে দিয়াছ? যজমানবাড়ীর পয়সাগুলি আপন অঞ্চলাগ্রে বাঁধিয়া, পুটলি খুলিয়া ধামার চাল চিড়ে তুলিয়া লইয়াছ, সন্দেশ বাতাসা তিলেমোদক খুলিয়া লইয়া আমার হাতে তাহার একটি দিয়া বিদায় করিয়াছ এবং অপরগুলি যদৃচ্ছা ব্যবহার করিয়াছ, আমাকে কি তখন মুখের কথা শুধাইয়াছ?—কখনও না। কিন্তু এখনও তুমি তাহাই করিবে, তুমি ইচ্ছা করিলেও আমি দিব কেন?

শাশুড়ী-বধূতে ইহাই লইয়া মনোমালিন্য ঘটিয়া উঠিয়াছে। কেবল সেই ক্ষুদ্র সংসারে যে এই আগুন জ্বলিয়াছে, তাহা নহে। বাঙলার প্রতি সংসারে আজকাল প্রায় এই আগুন জ্বলিতে দেখা যাইতেছে, এই আগুনেই বাঙালীর সংসার প্রতপ্ত হইয়া শান্তির শীতলতা হারাইয়া ফেলিতেছে। ত্রিশ বৎসরের আগেকার কথা যাঁহারা অবগত আছেন—তাঁহারা জানেন, বাঙালীর সংসারে এ আগুন ছিল না, সংসারও অল্প দিবসের মধ্যে দেখিতে দেখিতে এমন শান্তিহারা হইত না; যাহার যেমন আয়, যাহার যেমন সংসার—সে তাহাই লইয়া সুখশান্তিতে পুরুষানুক্রমিক বসবাস করিত; এই অশান্তির আগুনের ম্যাচবক্স—এই কলহ-কিচকিচির

নারদেরঢেঁকী সহসা কোথা হইতে আবির্ভূত হইল, তাহা অনুমান করাও নিতান্ত কঠিন নহে।

আগে সাত হইতে দশবৎসরের বালিকার বিবাহ হইত এবং বধূরূপে শ্বশুরবাড়ী সমানীতা হইয়া শাশুড়ীর স্নেহ-অঞ্চল-তলে বড় হইত ও বুদ্ধি-জ্ঞানের বিকাশ পাইত। শাশুড়ী আপনার কন্যার মত শিক্ষা-দীক্ষা দিয়া বধূ বানাইয়া লইতেন; শাশুড়ী-বধূতে কন্যা ও মাতার স্নেহ ও ভক্তি সঞ্চারিত হইয়া যাইত। কাজেই আমরণ কাল পর্য্যন্ত শাশুড়ী মাতৃ-পদবী ও আপন কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিয়া সংসারে বাস করিতে পারিতেন, আর বধূ মাতৃত্বের ভক্তি দিয়া সেবা করিয়া শাশুড়ীর আমরণ কাল পর্য্যন্ত তাঁহার অধীনে থাকিয়া সুখী হইত, শাশুড়ীর মৃত্যুর পরও বঙ্গবধূর ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে শোনা গিয়াছে—আর কি আমার শাশুড়ী আছেন যে, পর্ব্বতের অন্তরালে থাকিয়া সুখ-শান্তিতে দিন কাটাইব? আর এখন হইয়াছে, যুবতী-বিবাহ। বিবাহের পূর্ব্বেই—পিত্রালয় হইতেই শ্বশুর বাড়ী গিয়া কি করিতে হইবে, কেমন করিয়া সে সংসারটীকে দখল করিবেন, তাহা স্থির করিয়া লয়েন। বিবাহ-বাসরেই স্বামীকে আমিত্বের অভিষেক-জলে স্নান করাইয়া লয়েন। শ্বশুরালয়ে আসিয়া যে কয়দিন শ্বশুরের রোজগার থাকে, সে কয়দিন কোনরূপে একটু আধটু বশীভূত থাকেন বটে, তার পরে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইতে চেষ্টা করেন। যদি শ্বশুরের আর্থিক অবস্থা ভাল হয়, তবে স্বামীর পিতা মাতা যা একটুকু খোঁজ-খবর লয়েন;—আর স্বামী যদি দূরদেশে থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন করেন, তবে সেই সঙ্গে চলিয়া যান। ফল কথা, ভালবাসা বা ভক্তির দ্বারা শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করিবার ইচ্ছা আদৌ থাকে না এবং শাশুড়ীরও কন্যার ন্যায় স্নেহ-করুণা বসে না, কাজেই আমিত্ব হারাইবার আশঙ্কায় উভয়ের মধ্যে ব্যবধানের বাঁধ পড়িয়া যায় এবং বিবাদ উপস্থিত হয়।

সে দিন সন্ধ্যার সময় যখন কুলবেড়িয়া হইতে যাজক ক্রিয়া-লব্ধ পেঁড়ও বোঝা বিনয়ের মাথায় চাপাইয়া দিয়া এবং নিজেও কতকগুলি দ্রব্যসম্ভার মাথায় এবং হাতে করিয়া লইয়া বিপিন আসিয়া তাহাদের দক্ষিণ-দুয়ারি বড় ঘরের দাবায় উঠিল, তখন বধূ রন্ধনগৃহে রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছিল, এবং মাতা প্রাঙ্গণে বসিয়া নবোদিত চন্দ্রকিরণ সাহায্যে নারিকেল পত্র চাঁচিয়া ফেলিয়া তাহার মধ্যস্থলের কাটিটি লইয়া খেঙরার কাটি প্রস্তুত করিতেছিলেন। কর্ম্মশ্রান্ত ক্লান্ত দেহে স্নেহের সন্তান দুইটী গৃহাগত হইল দেখিয়া গৃহিনী হাতের কাজ ফেলিয়া, তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ডাকিয়া বলিলেন,—“বৌমা, আমার বিপিন বিনয় বাড়ী আসিয়াছে, তুমি ওদের হাত মুখ ধুইবার জল দিয়া যাও; গামছা দু'খানা কোথায়; ঠিক করিয়া দিয়া যাও; আমি এগুলা তুলি।” বধূ সেখান হইতে উত্তর করিলেন, “আমি এখন পারব না, আমার উনান জ্বলিয়াছে, ভাত চড়াইব।”

গৃহিনী বিরক্তিস্বরে বলিলেন,—“কৈ মা তোমার উনান জ্বলিয়াছে? আমি কথা বলিলেই তোমার একটা না একটা ছুতনা আসে, এই ত দেখিলাম উনান কেবল ধুঁয়াইতেছে মাত্র। রোজই শিখাইয়া থাকি ওদের বাড়ী আস্‌বার আগে জল, গামছা এ সকল ঠিক করে রেখো।”

অতি বিরক্তিস্বরে রান্নাঘরের দাবা হইতে পুত্রবধূ উত্তর করিল,— “আমি আর দাসীবাঁদীর কাজ করিয়া দেহ পাত করিতে পারিব না, কখন আমি কি করিব—এতক্ষণ ছেলেটা আবদার ধরেছিল, একটু তাকে নিবার লোক নেই। আমি পারি কত দূর, আমার শরীরে আর সয় না মা।”

গৃ। হাঁ গা, সে কি কথা! সারা দুপুরবেলা সে আমার কাছেই ছিল। বিকালে সে কলাবাগানে তার ঠাকুরদার কাছে গিয়েছে,—সে আবার কখন তোমাকে বিরক্ত করিল? এই সকল বলিতে বলিতে

গৃহিণী সমানীত জিনিষগুলির পোটলি খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন। শ্রান্ত ক্লান্ত বিনয় বুঝিল, ভ্রাতৃ-বধূতে ও মাতায় কলহ উপস্থিত হয়। সে বলিল,—"থামো তোমরা, আমি জল আনিতেছি এবং গামছা ও খড়ম প্রভৃতি খুঁজিয়া লইতেছি।"

বিনয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল এবং কূয়া হইতে এক ঘড়া জল তুলিয়া আনিয়া দাদার খড়মের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু কোথাও মিলাইতে পারে না, যখন বহু অনুসন্ধানেও তাহা খুঁজিয়া পাইল না, তখন ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বৌ দিদি, দাদার খড়ম কোথায়?"

বৌদিদি তেমনি বিরক্তিস্বরে বলিলেন,—"ঘর দুয়ার আছে খুঁজিয়া দেখ, আমি ত আর রান্নাহাড়ির মধ্যে লুকাইয়া রাখি নাই।"

আরও খানিক অনুসন্ধানে না পাইয়া বিনয় মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, —"তুমি জান মা, কোথায়?"

মাতা বলিলেন,—"না বাবা, আমি জানিলে কি তোমাকে এত কষ্ট দিতাম।"

বিনয় আরও অনুসন্ধান করিল। অনেকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া যখন কিছুতেই মিলাইতে পারিল না, তখন ব্যর্থ অনুসন্ধানের বেদনা লইয়া বিনয় ফিরিয়া আসিল। ভ্রাতার নিকটস্থ হইলে বিরক্তি-তাড়নার ক্ষুব্ধস্বরে বিপিন জিজ্ঞাসা করিল,—"পেলে?"

নিতান্ত দোষীর ন্যায় বিনীতস্বরে বিনয় বলিল,—"না।"

ক্রোধোত্তেজনার গম্ভীর স্বরে বিপিন বলিলেন,—"তুমি তা পাও কবে? কোন কাজেই না ব্যতীত হাঁ আমি শুনি নাই, এলাম সারাদিন খেটে খুটে, যাতায়াতে ছয়ক্রোশ রাস্তা হেঁটে—এখন একটু জল আছে ত গামছা নেই, গামছা আছে ত খড়ম নেই।"

বিনয় কোন কথা কহিল না, কেবল ব্যর্থ পরিশ্রমের বেদনাভরা বক্ষ

হইতে একটু অবরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস বহিয়া আসিয়া তাহার মাতার চরণ স্পর্শ করিল।

স্নেহ-করুণাময় মাতৃহৃদয় সে উষ্ণ শ্বাসে দ্রবীভূত হইল, চক্ষু কোণে দুই বিন্দু জল জমিয়া ঝরিয়া গেল, কিন্তু কেহ তাহা দেখিতে পাইল না। গলা ঝাড়িয়া বৃদ্ধা বলিলেন,—"বাবা, ওর উপর বকিস না। ছেলেবেলায় যেমন সোহাগ আদরে ওকে মানুষ করেছিলাম—এখন তেমনিই খোয়ার পাচ্চে।"

ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বিপিন বলিল,—"আমি ওকে খোয়ার দিচ্চি! তোমার আদুরে গোপাল তুমি আচলে বেঁধে রাখ, আদর দিয়ে দিয়েই ওর মাথা খেয়েচ, আকাট মূর্খ সব কাজেই সমান দৌড়, আবার জেঠামী ষোল আনা।"

এবার বৃদ্ধা মাতাও রাগিলেন, তিনিও কিঞ্চিৎ উত্তেজনাস্বরে বলিলেন,—"উচিত কথা বলতে গেলে বাবা ওর উপায় নাই, তুমিও যেমন খেটে এলে ও হতভাগাও তাই এলো। তুমি যাতায়াতে যে রাস্তা হাটিলে ও-য়োত তাই।"

বিপিন। বেশ, আর যেন কোথাও আমার সঙ্গে না যায়, তোমাদের তিনটিকে যেমন বসিয়ে খাওয়াচ্চি, উনিও তাই খান—আমি শালা খাটতে এসেছি খাটি।

মা। দেখ বাবা; বুড়ো এখনও বেঁচে আছে, এখনি তুই এমনি তস্ তস্ করে বলছিস্, এর পরে যে ভাগ্যে কি আছে, তা বুঝতে পারি না।

বিপি। বেঁচে থেকে সবাই সব করছে, শালার গাধার খাটুনির ভাগ কেউ নেয় না।

মা। হ্যারে বললি কি,—সারাজীবন খেটে খেটে তোদের মানুষ

করে এখন বুড়ো হয়েছে—রোগ ধরেছে ;—চোখে ভাল দেখতে পায় না, চলে ফিরে বেড়াতে পারে না, এ অবস্থাতেও তোর হাঁটা খাটার ভাগ দিতে চাস্। যা পারে বাড়ী ব'সে তাও করতে ছাড়ে না, শাক, বেগুণ, কলা, মূলো এ সকল শরীর খাটিয়ে প্রস্তুত করছে, পাট কেটে যা দুয়ার সারার—গরু বাছুর বাঁধার দড়ি তৈয়ার ক'রে দিচ্চে, আর এ বুড়ো বয়সে কি করতে বলিস বাবা, আমি এক জন—তা' আমি বসে খাই না। সেই ভোরে উঠে আর রাত্রি শোবার সময় পর্য্যন্ত দুই হাতে হাঁচড়াই; তবে রান্না বান্না এখন আর ভাল করতে পারি না, চখে দেখতে পাই না; আর আমাদের সেকেলে রান্না তোদের মুখে ভালও লাগে না, যেদিন আমি রাঁধি, সেদিন তোর, বৌমার কোন তরকারিই মনের মত হয় না।

"ও, তা বুঝি গো তা সব বুঝি, এখন আমায় ক্ষমা কর; বলবার যো নেই যে সারাদিন পরিশ্রমের পর ঘরে এলাম। আর বিশ্রামের একটু অবসর না দিয়েই আমার সাত পুরুষের খবর নিয়ে বসলে, তোমার জ্বালাতেই আমার বাড়ী ছাড়তে হবে।"

অতিশয় উচ্চস্বরে এই কথা বলিয়া বিপিনচন্দ্র লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ততোধিক চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বাড়ীর আর সব মরেছে নাকি! এ ঘরে একবার আসা যাচ্চে না।"

এই কথা বলিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন, অতি নিকটবর্ত্তী রন্ধন-গৃহে বসিয়া বধূ তখন অন্ন চাপাইয়া ঝোলের বাটনা বাটিবার উদ্যোগ করিয়া লইতেছিলেন, স্বামীর চীৎকার-আহ্বানে তাহা ফেলিয়া যে গৃহে স্বামী ও শাশুড়ীতে ঐরূপ বচসা হইতেছিল, সেই গৃহে আগমন করিলেন এবং উঠিবার সময় দাবায় রক্ষিত শাশুড়ী কর্ত্তৃক সুরক্ষিত মিষ্টান্ন ও চাউলগুলি বিভিন্ন থাকা সত্ত্বেও গমনকালে চরণাঘাতে এক করিয়া ফেলিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন।

বৃদ্ধা হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন এবং করুণোত্তেজিত স্বরে বলিলেন,—"করিলে কি বৌ মা, একটু দেখে শুনে হাঁটতে হয়।"

বৌমা কোন কথা কহিলেন না,—কেবল বিড় বিড় করিয়া কতকগুলি অস্পষ্ট ধ্বনি করিলেন মাত্র।

গৃহমধ্য হইতে জ্যেষ্ঠ পুত্র বিপিন বলিলেন,—"দোষ হোল ওর। পথের ধারে—দুয়ারের গোড়ায় সাজিয়ে নিয়ে বসে থাকলে; আর তাড়াতাড়ি আস্‌তে পায়ের আঘাতে ছড়িয়ে গেল,—দোষ কার?"

মাতা। দোষ আমার। আমি যদি গোড়ায় এসে এ ছাইতে হাত না দিতাম, আর মুটে ছোড়া এসে নামিয়ে দিয়ে এ ঘরে না দাঁড়িয়ে চলে যেত,—এত কথা হত না। আর আস্‌ছি না বাবা, আর কোনদিন তোমার আনা জিনিষে হাত দেব না বাবা। আমার সকল সাধ, সকল আশা—বুড়োর ছয়রাতের সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে। জানি,—বুঝি; তবু থাকতে পারি না—এস বৌমা, তুমি তোল আমি চলিলাম।

এই বলিয়া মাতা যখন অভিমানে, ক্রোধে ও ক্ষোভে একান্ত অধীর হইয়া উঠিয়া গমনোদ্যতা হইলেন, তখন গৃহ মধ্যাবস্থিত বিপিনচন্দ্র লম্ফ দিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলেন এবং ক্রোধোত্তেজিত স্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"বটে! আমার এত পরিশ্রমের, এত অক্লান্ত খাটুনির পুরস্কার এই! দিচ্ছি সব চুকিয়ে দিচ্ছি।"

এই কথা বলিতে বলিতে বিপিনচন্দ্র মাতা কর্ত্তৃক গোছান দ্রব্যগুলি সমস্ত এক করিয়া ফেলিলেন। তারপরে সেগুলি একটা পাত্রে লইয়া গিয়া প্রাঙ্গণে গাভীর যাব খাইবার পাত্রে ঢালিয়া দিলেন। নব-প্রসূতা মঙ্গলা গাভী যাব খাইয়া তখন তৎপার্শ্বে শয়ন করিয়া উর্দ্ধমুখে মুদিত নয়নে রোমন্থন করিতেছিল, সহসা আহার পাত্রে আহার্য্য পতিত হইবার শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করায় সে নয়ন মেলিয়া চাহিল, এবং ধীরে ধীরে

উঠিয়া দাঁড়াইয়া পাত্র মধ্যে মুখ সংলগ্ন করিল, দেখিল সুন্দর আহার দ্রব্য;—চাউল, পক্ক রম্ভা কাঠালের কোষ, আর্দ্র মটর ও তিলে মোদক। সে তখন ধীরে ধীরে সেগুলির সৎকারে মনঃসংযোগ করিল।

পুত্রের ব্যবহার দর্শনে মাতা অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন, কি বলিতে যাইতেছিলেন, ছোট পুত্র বিনয় কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া অপর গৃহে চলিয়া গেল। সে গৃহে বৃদ্ধ আপনার তখন পায়ের বাতের বেদনায় অত্যন্ত কষ্ট অনুভব এবং নিজের বেদনা নিজে টিপিয়া শান্তির চেষ্টা করিতেছিলেন, ঘরের এককোণে একটা কেরাসিনের ডিবা জ্বলিয়া জ্বলিয়া বাতাসে কাঁপিতেছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

--০০-০-

গৃহ মধ্যে উপস্থিত হইয়া মাতার হাত ছাড়িয়া দিয়া পিতার সান্ধ্য-শয্যা একটা মোটা মাদুরের পার্শ্বে বসিয়া বিনয় মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, পাটা কি বড় কামড়াইতেছে ?"

বৃদ্ধ। হাঁ বাবা, বড় কামড়াইতেছে, আজ একাদশী কি না ; বাতের বেদনা বাড়ার দিন। বকাবকি হচ্ছিল কেন রে ?

"ওসব নানা খুটিনাটির কথা ;—সব আমি বুঝতেও পারি না"—এই কথা বলিয়া পিতাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই পিতৃ চরণের বাত আক্রান্ত ফোলা ও ব্যথিত স্থান বিনয় ধীরে ধীরে টিপিতে লাগিল, এবং টিপিতে টিপিতে বলিল,—"অনেকে বলে, বৃদ্ধ বয়সে বাত বেদনা আফিং খেলে ভাল হয়। না সারিলেও অন্ততঃ কামড়ানীর সময় শান্তি পাওয়া যায়।"

বৃদ্ধ। আমিও শুনেছি এবং জানি ; কিন্তু আফিং আমায় কে দেবে, তার দুধই বা পাব কোথায়।

গৃহিণী তখন ক্ষোভে—দুঃখে—অভিমানের আগুনে দগ্ধ হইতেছিলেন এবং শয্যার দক্ষিণ দিকে বসিয়া দেওয়ালে হেলান দিয়া নীরবে সময় কাটাইতেছিলেন, পিতা ও পুত্রের কথার উত্তরে এই সময় বড় করুণার্ত্ত স্বরে বলিলেন, "সে পথ আমি মেরেছিরে ;—সে পথ আমি মেরেছি।

তখন আমার রাখাল দাসী, আমাকে পৈ পৈ বুঝিয়েছে—দশটা প্রমাণ দেখিয়ে বুঝিয়েছে, কিন্তু আমি হতভাগি তাহা শুনি নাই,—তখন বুঝি নাই যে, আমার কলিজা ছেঁড়া বিপিন এমন পর হবে। আমার আদরের বৌমা—অনুগত বৌমা মা, এমন শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। আর আমি সর্ব্বস্ব তাদের দিয়ে পথের ভিখারী হব, বুড়ো সারাজন্মে পরিশ্রম করে যা সঞ্চয় করেছিল, তা বৌমার আর ছেলের হাতে সঁপে দিয়ে এখন একটু ওষুধ পথ্যের জন্যে এত কষ্ট পাবে।”

বিনয়ের চক্ষু দিয়া জল ঝরিয়া পিতার চরণে পড়িল।

সে চক্ষুর জল যেন অগ্নিময়, পিতৃচরণে তাহা অত্যন্ত তপ্ত বলিয়া জ্ঞান হইল, তিনি একটু উঠিয়া বসিয়া,—একটু পা সরাইয়া লইয়া পিতৃ-স্নেহের করুণোদ্বেলিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“বিনয়, তুই কি কাঁদছিস্ ?”

বিনয়। কৈ, না।

বৃদ্ধ। আমার পায়ে জল লাগিল কোথা হইতে ?

বিনয়। আমার চক্ষের জলই বোধ হয় ঝরিয়া পড়িয়াছে।

বৃদ্ধ। নীরব চক্ষুর জল ঝরাই নীরব ক্রন্দনের মহা হাহাকার। বুঝিতেছি বাবা, সব—শুনিতেছি, ও সব, জানিতেও পারিতেছি; কিন্তু আর আমার উপায় নাই। ভগবান আমায় মেরেছেন,—আমি বৃদ্ধ বটে, কিন্তু আমার বয়সের লোক এখনও বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতেছে। আমার কাজে পরিশ্রম ছিল না, বাঁধাবাঁধি কয়েক ঘর যজমানের বাড়ী যাইতে পারিলেই—একটু ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিলেই আমার ভাত থায় কে! এখনও আমার যজমানেরা আমাকে ভৃগু বশিষ্ঠের ন্যায় সমাদর করিয়া থাকে। “আচ্ছা তুই কি পূজা দশকর্ম্ম ও শ্রাদ্ধপদ্ধতির কিছুই শিখিতে পারিস্ নাই ?”

বিনয় কথা কহিল না। পিতা ধমক দিলেন, বিনয় তথাপি উত্তর করিল না। বৃদ্ধ বিরক্তি স্বরে বলিলেন,—"কথায় উত্তর দিচ্ছিস্ না যে?"

বিনয়। ও এমন কঠিন কাজ কি যে, শিখ্তে 'তাল-তেঁতুল' লাগে। গোটাকতক মন্ত্র আবৃত্তি করা, আর কিসের পর কি করতে হয় তাই জানা। যে রকম পুঁথি আজকাল বেরিয়েছে, তা দেখে সকলেই ও কাজ করতে পারে। বিশেষতঃ এখনকার দিনে পুরোহিত কাজ কর্ম্ম জানে কি না,—করিতেছে কি না, সে সকল বড় কেউ খোঁজ লয় না। যে যত শীঘ্র সমাধা করিয়া উঠিতে পারে, সে তত ভাল পুরুত।

বৃদ্ধ। যজমান আমার, তোর দাদার নয়,—তোরও নয়, আমি যাকে-দেব সেই পাবে। আমি গাড়ী করে তোকে সঙ্গে নিয়ে যজমানের বাড়ী বাড়ী গিয়ে বলে দিয়ে আস্‌ব, বিপিন আমায় খেতে দেয় না বিনয় দেবে। সকলেই ইহাকে দিয়া কাজ করিবে, আমার কথা না শুনিবে কে?

বিনয়। তা কি হয় বাবা;—হাজার হোক্ উনি দাদা। একটু রাগি বেশী, কি করা যাবে।

মাতা যে জ্যেষ্ঠ পুত্র কর্ত্তৃক তত অপমানিত ও তাড়িত হইয়া আসিয়াছিলেন, স্বামীর কথায় তথাপি তাঁহার প্রাণ চমকাইয়া উঠিল; বিপিন আমার পৈতৃক যজমান ও পিতৃকরুণায় বঞ্চিত হইবে। বাৎসল্যের করুণ-বেদনা রসে পূর্ব্ব ভাব সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, অবনত মুখ উন্নত করিয়া বলিলেন, "ঐ শোন একথানা।"

যে গৃহে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, সেই গৃহ তলের প্রাঙ্গণেই পাতকুয়া। জল তুলিবার ছল করিয়া আসিয়া বড় বধূ অনেকক্ষণ আড়ি পাতিয়া সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, যখন জানিলেন, সে কথা শেষ হইয়া গেল এবং তাহাদের মধ্যে অপর কথা উঠিল। তখন তিনি স্বামীর কাছে গিয়া সবিস্তারে সালঙ্কারে সকল কথাই বলিয়া দিলেন, কেবল বিনয়ের কথা

কিঞ্চিৎ রূপান্তর করিয়া বলিয়াছিলেন, অর্থাৎ বিনয়ও যে যজমানগুলি লইবার জন্য চেষ্টিত, তাহা প্রকারান্তরে বুঝাইয়া দিলেন। বিপিন সমস্ত শুনিল, কিছু বিচলিতও হইল, বাস্তবিক তাহার পিতা যদি এমন করেন, তবে তাহার উপায়! সে জানিত, তাহার পিতার উপর যজমানদের যথেষ্ট ভক্তি আছে। কিন্তু স্ত্রীর নিকট বলা চলে না, যে এমন হইলে আমাদের বিপদ হইতে পারে, তিনি যে পিতৃ সাহায্যের কোন ধার ধারেন, পিতৃ করুণা লইয়া কোন কাজ করিয়া থাকেন, একথা তাঁহার স্ত্রী জানিবে কেন। হায় বাঙ্গালী যুবক! গুরুজনের গৌরব রক্ষা করাইযে আত্মমর্য্যাদার বিকাশ ও প্রকাশক, এ জ্ঞান তোমাদের বিদুরিত হইয়া তোমরা পিতামাতার নিকটে আপনি রোজগার করিয়া তুলিয়া দিয়', প্রয়োজন কালে বালকের ন্যায় চাহিয়া লইতে তাহাতে যে কি আনন্দ, সে রসাস্বাদে বঞ্চিত হইয়াছ। তোমাদের পিতা পিতামহ যত উচ্চ পদ লাভ করিয়াছেন, বড় লোকই হইয়াছেন, তাঁহারা পথে হউক সভামধ্যে হউক বা যেখানেই হউক গুরু পুরোহিতের সহিত সাক্ষাৎ হইলে উঠিয়া দাঁড়াইতেন এবং প্রণাম করিতেন। কিন্তু তোমরা তাহা কর না; ভাব, তোমাদের লোকে ছোট বলিবে, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। প্রস্তরের অগ্নি স্ফুলিঙ্গ লোহাঘাতে বাহির করিয়া দগ্ধ শোলার উপরে ফেলিলে তাহা যেমন বিস্তৃতি লাভ করে, তোমাদের এ সকল কাজে যশ গৌরব সেইরূপই বিস্তার হয়। স্ত্রীর নিকটে নিজ ক্ষমতার একটা প্রকাণ্ড বজেট উপস্থিত করিয়া দিয়া বিপিন তখন হাত পা মুখ ধুইলেন এবং যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া পাড়ায় বাহির হইলেন এবং পিতৃ অকরুণার কঠিন পরামর্শের বিরুদ্ধে কি প্রকারে আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারিবেন তাহার চিন্তা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—০○০-

গ্রামে গিরীন্দ্র নাথ রায়ের বাস। নিজ গ্রামের মধ্যে এবং আশে পাশে অনেক গুলি গ্রাম লইয়া তাঁহার বিপুল প্রসার। মামলা মোকদ্দমা করিতে, কুটীল পরামর্শ দিতে, হাঁটাহাঁটি করিতে এবং সাধারণের মান, ইজ্জত রক্ষা করিতে তিনি অদ্বিতীয়; তাঁহার আর্থিক অবস্থা কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভাল নহে, সাধারণে জানিত, তাঁহার আইন জ্ঞান, তাঁহার নৈতিক জ্ঞান, তাহার সামাজিক জ্ঞান, তাঁহার হৃদয়-বন্তায় আর ধরিতেছে না। নদীতে বন্যার জলের মত কূল ছাপাইয়া অকূলে ধাবিত হইতেছে। যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী, তাঁহারা দেখিতেন, পেঁপে গাছের মত তিনি চির অন্তঃসার শূন্য। বিপিন চন্দ্র আত্ম চিন্তায় অভিভূত হইয়া যখন গিরীন্দ্র নাথের চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি নগদ তিন আনা মূল্যের একখানি কাচের চসমা চক্ষুতে লাগাইয়া বাম পার্শ্বাবস্থিত লণ্ঠন মধ্যের আলোক তলে একখানি ক্ষুদ্র পঞ্জিকা ও একখানি লম্বা কাগজে মিলাইয়া কি দেখিতেছিলেন, অদূরে দুইজন চাষা লোক বসিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছিল।

বিপিন চন্দ্র উপস্থিত হইয়া তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে গিয়া উপবেশন

করিলেন, গিরীন্দ্র নাথ তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া চসমাবৃত চক্ষুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিগো, ভায়া ; সব ভালত ?"

বিপিন। হাঁ ভাল, আমি একটা যুক্তির জন্য তোমার কাছে এসেছি।

গিরীন্দ্র। একটু বস ভায়া, এই দুটী লোক অনেক্ষণ বসে আছে, এদের কাজ সেরে বিদেয় করে দিয়েই তোমার কথা শুনছি, ভগবান আমাকে ঐ কাজেই পাঠিয়েছেন,—করে যাই। কোন লাভ নাই, কাজে পুরস্কার নাই,—কেন করি, তাও বুঝি না, লোকে ছাড়ে না,—তাই করি, মনে হয়, মানুষত আরও আছে, লোকে তাদের কাছে যায় না কেন ? আমার কাছে আসে কেন ? এতেই বুঝিতে হবে ভগবানের ইচ্ছাই এরূপ।

বিপিন। ভাল গিরীন দা, সত্যই কি তুমি ভগবান মান ? যদি মান, তবে তুমি করিয়াছ বলিয়া আনন্দ লাভ কর কেন ? তুমি চুরি কর, তবে ভগবানকে দোষী না করিয়া পুলিশ তোমাকে ধরিয়া লইয়া যায় কেন,—অতএব আমি বুঝি ও সব কিছুই না—ভূয়ের জিনিষ যেমন সার, মাটীতে ও সময়ের হাওয়ার গুণে উৎপন্ন ফসল প্রদান করে, জীব জগতও তাহাই।

গিরীন্দ্র। তা বৈকি ভায়া,—তা বৈকি, তুমি পণ্ডিত মানুষ, ও সব ভালই বোঝ। তবে ও গুলো যে, কিছু নয় তা নিশ্চয়, সার্থপর বামুনের চলাচলের একটা উপায়ের পথ মাত্র।

তার পরে পাঁজীর আরও কয়েকখানি পাতা উলটাইয়া পালটাইয়া অনতিদূরস্থ কৃষক দুইজনের দিকে চাহিয়া গিরীন্দ্রনাথ বলিলেন,—"নবীন ঘোষ, তোমার মোকদ্দমার দিন সাতই বৈশাখ মঙ্গল বার।"

নবীন। কি যে হবে, দাঠাকুর ; অনেক লোকেত অনেক কথা কচ্চে, তা দাঠাকুর শুনে ভয় হয়। ধড়ে পরাণ থাকে না, বাড়ুয্যে ঠাকুর সোজা লোক নয়, ফাগুনে এড়ের মতন বড় এক গুয়ে, যার উপর লেগে

যায়, তার ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে ছেড়ে দেয়, যে তার কথা না শোনে ধান খেয়ে না দেয়, তার সর্ব্বনাশ করে।

গিরীন্দ্র। তুমিও নেহাৎ কম লোকের কাছে আসনি, তা মনে রেখ, এসব মোকদ্দমা জান, এসব ফুয়ে উড়ে যায়, কোন ভয় নেই কোন ভয় নেই, এক চিটে ধান না দিতে হলেইত হো'লো, এখন যাও।

"গরীব আমি কতকগুলি কাচ্চ বাচ্চা লিয়ে বাড়ুযো মশয়ের গোলার ধান খেয়ে, কোন রকমে দিন চালাচ্ছিলাম, হঠাৎ কি মাথায় পাপ ঢুকল, তিনি একটু দুধ চাইলেন, আমি দিলাম না, তাইতে তিনি আমায় গালা গালি দিইছিলেন আমিও সেই রাগে আর আপনার সাহসে ধান দেয়া বন্ধ করে দিলাম। বজ্জাৎ বামুনে হঠাৎ আমার নামে নালিস দিয়েছে, ভাল কথা, এদিন ক টাকা লাগবে দাঠাকুর?"

গিরীন্দ্র। গোটা পাঁচেক টাকা হাতে করে নিয়ে যাস্।

নবীন। টাকা মিলানই যে বড় কঠিন হয়ে উঠল। একটা গাই, আর দুটো নাঙলা দামড়া আছে, গাইডে না বেচতে পারলে, আর মোকদ্দমা চালাতী পারচি নে; পোয়াটেক পোয়াটেক, দুধ হচ্ছিল তাই বেচে হাটটা ঘাটটা করছিলাম, তা বুঝি ফুরিয়ে যায়। কেউ কেউ বল্‌ছে কি দাঠাকুর, গাইডে বাড়ুযো মহাশয়ের দিয়ে মিট মাট কর। গাইডে দিলেই দেনা পত্র সব চুকে যায়, মহাজন মানুষির সঙ্গে গোলযোগ ভাল নয়। আবার খাতিটাতি হবে।

কিঞ্চিৎ বিরক্তিস্বরে পল্লীর দাদাঠাকুর—পল্লীর বাস্ত ঘুঘু—পল্লীর সর্ব্বনাশকারী গিরীন্দ্র নাথ বলিল,—"তবে তাই কর। এবার দুধ চেয়েছিল দাও নাই, নালিশ দিয়ে গাইটা নিল, আর একবার ছেলেটা চাকর রাখতে চাইবে, না দিলে বৌটা দিয়ে রক্ষা করিও। আমার কি নইলে চাষা বলবে কেন।

নবীন। না দাদা ঠাকুর; আমি মিটাব না, গাই বেচেই মোকদ্দমা

ক'রব। কিন্তু তুমি ভরসা দা ঠাকুর ;—দেখ যেন শেষ ডিগ্রি মেরে, আমার জোতের গরু দুটো নিয়ে না যায়।

গিরীন্দ্র। ওরে, হাঁ৷ হাঁ৷, সে অনেক দূরের কথা ; শর্ম্মারামের যুক্তির উপর ডিক্রি করে, এমন মোকদ্দমাবাজ কোন শালা এদেশে দেখি না।

সরল হৃদয় নবীন ঘোষ আশ্বস্ত হইল এবং দাঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া যাইতেছিল ; দাঠাকুর বলিলেন,—"বালকের দুধ টুক আমায় দিয়ে যাস, বুঝলে নবীন ঘোষ!"

নবীন ঘোষ ফিরিয়া বলিল,—"আজ্ঞে কাল হাটবার বেচে একটু লবণ আনতাম, পরশু আপনাকে দিলে হয় না?"

গিরীন্দ্র। এইত তোমাদের দোষ ; আমার দরকার কাল, তুমি দেবে পরশু, আমি তোমাদের জন্যে এত খেটে মরি—আমার স্বার্থ কি? কিছু না। শুধু তোমাদের প্রতি সকলে অত্যাচার করে, তাই রক্ষা করা। কিন্তু আমার প্রয়োজনীয় জিনিষ,—তোমার বাড়ী যদি থাকে, আমি পয়সা দিতে নারাজ নই, তাও দেবে না? না হয় নগদ পয়সাই নিয়ো।

নবীন ঘোষ অগত্যা তখন বিনা মূল্যেই দুগ্ধ দানে স্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেল। পথে যাইতে তাহার মনে হইল, একাজ কি ভাল করিতেছি ; যিনি আমার অন্নদাতা মহাজন, তাঁহাকে একদিন দুগ্ধ দিতে স্বীকৃত হই নাই আর এই মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার পর দশদিন দাঠাকুরকে দুধ দিলাম। আবার এখন গাইটা দিয়া মহাজন মিটাইব, তাও করিলাম না, বেচিয়া মোকদ্দমা চালাইব। জানি না ভবিষ্যতে অদৃষ্টে কি ঘটিবে, দা ঠাকুর যা বলিল,—তাও মিথ্যা নয় ;—রক্ত মাংসের শরীর, মহাজনেরও ত জেদ হইবা কেন? ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল।

এদিকে গিরীন্দ্র নাথ চক্ষুর চশমা বায়ু-প্রকম্পিত-আলোক তলে পঞ্জিকার উপর নামাইয়া দক্ষিণ হস্তে চক্ষু দুইটী ডলিয়া ফেলিয়া বিপিন

চন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তারপর, ভায়া কি মনে করে?"

বিপিন চন্দ্র কথা না কহিতেই অদূরস্থিত ক্ষেপা পাড়ুই বলিয়া উঠিল,—"আমার একটা সৎক'য়ে দাও দাঠাকুর, আমি চলে যাই, অনেকক্ষণ এসে বসে আছি। জালে যাব, দুটো একটা চাঁদা চিংড়ে যদি পাই, কাল হাটবার আছে, ছা পো নিয়ে বড় কষ্ট হয়েছে মাছ মেলে না।"

তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া গিরীন্দ্র নাথ বলিলেন,—"তোর কি বল?"

ক্ষে। আমার কাকাত তার দেনার দায়ে আমাদের জমার অংশ সমেত মহাজনকে নেকিয়ে দিয়েছেন, তা আমরা কি কিছু পাব না? আমরা ত আর দেনা করে খাইনি? কাকা বলেন, যখন আমরা এক অন্নে ছিলাম, তখনকার দেনা; কাজেই সাবেক জমা বেচে নিয়েছে।

গি। তোদের নামে এমন জারি হয়েছিল?

ক্ষে। না।

গি। তবে তোদের অংশ ডিক্রি হবে কেমন করে?

ক্ষে। শুনছি নাকি, জমাও তার নামে দেনার হিসাবও তার নামে;

গি। তাই কি সত্যি?

ক্ষে। না, আমাদের নামেও দাখলে আছে।

গি। দাখলে পত্র এনেছিস?

ক্ষে। না।

গি। তবে সেই দাখলে পত্র নিয়ে কাল আসিস্? তবে শুধু মুখের কথা শুনে এ সকল কথার উত্তর চলে না তোর কাকাকে?

ক্ষে। রাখাল, তুমি তাকে চেনত দাঠাকুর?

গি। ওঃ সেত ভাল মানুষ, প্রায়ই মাছটা আসটা দিয়ে যায়।

ক্ষে। এজ্ঞে কত্তা দাঠাকুর, তা আমরাই কি দেব না, এতদিন আসা যাওয়া চেনা শুনা ছিল না, দেইনি।

গি। যা; কালকে সকালে কাগজ পত্র, আর চারটী মাছ নিয়ে আসিস্।

ক্ষে। আজ্ঞে ভাল মাছতো মেলে না, সামান্য দুটো চাঁদা চিংড়ি পাই। জলার জল আর একটু কমে গেলে শোলটা মাগুরটা পাবো।

গি। আনিস, আনিস; চাঁদা চিংড়িই আনিস। আমরা খাই না বটে, মেয়েরা ঝাল তেল করে খায়।

সে প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল এই সময় চারি পাঁচজন লোক কথা কহিতে কহিতে তাহার বাড়ীর দিকে আসিতেছিল, গর্ব্ব ও অথচ বিরক্তির ভান দেখাইয়া গিরীন্দ্রনাথ বলিলেন,—"পারিনা আর ভায়া; দেশের লোকের কাজ আমার সঙ্গে, এমন নিস্বার্থ ভাবে কাজ করা আর পোষায় না। দশ খানা গ্রামের কাজের মীমাংসা একা আমার করতে হয়, আমর যে সংসার আছে—খরচা পত্র আছে, একথা কেও ভাবেনা চব্বিশ ঘণ্টা ওদের কাজ নিয়ে থাকতে হয়, ভাবি কি ভায়া? মানুষ ত সবাই, আর কাহারও কাছে যায় না কেন? আমার কাছে আসে কেন? আমার যতদূর সাধ্য এদের উপকার করিব।

বি। ভাল কথা; পাঁচ জনের উপকার করিলে ভগবান আপনার মঙ্গল করিবেন।

যাহারা আসিতেছিল, ততক্ষণে তাঁহার পঁহুছিল, সকলেই মুসলমান, সকলেরই বাড়ী সেই গ্রাম হইতে একমাইল দূরে কালু পোল এবং সাহাজদাপুর সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত। যাহারা আসিল, তাহারা সকলেই সেলাম করিল।

"ব'স" এই কথা বলিয়া গিরীন্দ্রনাথ বিপিনচন্দ্রের দিকে চাহিলেন এবং তাহার সহিত যেমন কথা কহিতেছিলেন তাহাই করিতে লাগিলেন। তাহারা গিরিন্দ্রনাথের চণ্ডিমণ্ডপে সর্ব্বদার জন্য রক্ষিত তাল পত্র রচিত এক এক খানি আসন গ্রহণ করিল।

গি। তোমার কি বল?

বি। আমার কথা কি জান গিরীনদা, আমার সংসার শান্তিহীন হয়ে উঠেছে, আমি সারাদিন খেটে খুটে আসব, যজমানের কাজ করা বড় পরিশ্রম। উপবাস দিতে হয়, চারিপাঁচ ক্রোশ নিত্য পর্য্যটন করিতে হয়? শাস্ত্রের বিধিবাবস্থা দিতে হয়, আবার মাথায় মোট টেনে আনতে হয়। কিন্তু তত পরিশ্রমের উপরে আবার বাড়ীর চব্বিশ ঘণ্টা দন্ত কিচ্‌-কিচ্‌, বাপ মা আমার উপর রেগেই আছেন, আর সেই এক মাগী—সেই বা করে কি, দাস নাই দাসী নাই—সূর্য্য না উঠতে শয্যাত্যাগ করবে আর রাত দুপুর পর্য্যন্ত অবিশ্রাম কাজ করবে, রাঁধবে, বাড়বে, একটী ছেলে হয়েছে, তাকে প্রতি পালন করবে, যায় কোন দিকে, আমার মা বুড়ো হওয়ায় অজুহাত দিয়া শুধু বসিয়া থাকিবেন, আর চব্বিশ ঘণ্টা ছোট ছেলের সঙ্গে বিড় বিড় ছিড় ছিড় করে পরামর্শ করবেন, বাবা বুড়ো হয়েছেন, পীড়িতও বটেন—তাঁর সেবা নয় তোমরা একটু কর; তাও হবে না, আমরা দুটি প্রাণী আর পারি কত, তারপরে এখন বাবার কানভঙ্গচি দিয়ে দিয়ে যে কাণ্ড করে তুলেছেন, তাতে আমাকে এদেশ ছেড়ে স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে চিরদিনের মত চলে যেতে হয়। মা শত্রু, ছোট ভাই শত্রু সর্ব্বদা লাগানি ভানিতে এখন বাবাও শত্রু হোয়ে উঠেছেন, আমি তোমার শরণাগত!—তুমি যদি ভিটেয় রাখ গিরীনদা? নতুবা ভিটে ছেড়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে।

গি। তোমার বাপ তোমার কি করতে পারেন? এমন নয় যে

তোমাদের পৈতৃক সম্পত্তি কিছু আছে,—তাই থেকে তোমাকে বঞ্চিত করে তোমার অনিষ্ট করবেন।

বিপি। আমাকে যজমান বাড়ী যাইতে দিবেন না। ছোট ছেলেকে লইয়া যজমানের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া নাকি বলিয়া দিয়া আসবেন, আমি তাহাকে খাইতে পরিতে দিই না। তাহার ছোট ছেলে দেবে, ছোট ছেলেকে দিয়া সম্পূর্ণ কাজ না করাইলে, পীড়িত তিনি--বৃদ্ধ তিনি—অচল তিনি, তাঁহার আহার চলিবে না।

গি। যজমানরা তোমার মত পণ্ডিত ত্যাগ করে, তোমার ভাইয়ের মত পুরুত দিয়ে কাজ করাবে? ও ছোঁড়াটা অক্ষম ও বিষম ধড়িবাজ। আমি যে হাকিম মানুষ তা আমাকেও বড় গ্রাহ্য করে না।

বিপি। আহা গিরীন দা;—এখনকার দিন কাল কি, পুরুত হলেই হ'ল, মুড়ি মিছরির একদর।

গি। আচ্ছা যাতে ওর গতিরোধ হয় তার পরামর্শ বলে দেব। এ ভাঁড়ারে সব যুক্তিই আছে।

বিপি। সেই জন্যই ত এসেছি গিরীন দা; তুমি ভিন্ন আর আমার কেউ নেই, যা করতে হবে আমাকে তাই বলে দাও।

গি। আমি যা বলে দেব সেইমত কাজ করিও, তারপরে দেখবে তোমার বাপ ছেড়ে তোমার ঠাকুরদা গেলেও আর বিনয়কে দিয়ে কেউ পূজো করাবে না।

বিপি। কথাটা কি গিরীন দা?

গি। কাল সকালে এস বলে দেব, নির্ঘাত—নির্ঘাত, জান, যা বলে দেব একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র।

বিপিনচন্দ্র উঠিতেছিলেন, গিরীন্দ্রনাথ বলিলেন, "বস বস, এরা কিজন্য

এসেছে শোন,—ভাল কথা, তোমার বাড়ী পুরোগঙ্গা রাঙাপেড়ে শাড়ী আছে? ওত তোমরা খুব পাও এবং শুন্‌তে পাই বেচে থাক'—বাড়ীর মধ্যে নাকি ব্রত আছে, লাগবে, কাল যখন সকালে আসবে, ভায়া—তখন একখানা হাতে করে এস, আমি নগদ দাম দেব অমনি চাচ্ছি না।"

বিপি। যদি থাকে, তবে তোমাকে আর দাম দিতে হবে না, আমি কাল সকালে হাতে করে লয়ে আসব।

গি। যদি থাকে নয় ভায়া, শাড়ী হোক ধুতি হোক; পাড় যাহা হয় হোক—পুরোগঙ্গা হওয়া চাই, আন্‌তেই হবে। দাম নাও না নাও, একই কথা। একখানা দেনো গামছা ঐ সঙ্গে এনো, বুঝলে।

"আচ্ছা" বলিয়া বিপিনচন্দ্র উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

-০-○-০-
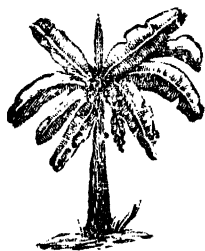
যে কয়েকজন মুসমলান প্রজা আসিয়াছিল, তাহারা তাহাদের চাষ আবাদের একটা জলা ভূমি লইয়া, জমিদারের সঙ্গে ভারি বিবাদের সম্ভাবনা ও তাহা হইতে আইনত তাহাদিগকে রক্ষা করিবার প্রার্থনায় প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়িতের প্রবল প্রতাপান্বিত হাকিমের নিকট আগমন করিয়াছিল।

এতক্ষণে সে সমুদয় বর্ণনা করিল, যদিও হাকিম শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র নাথের সে কার্য্যে অৰ্দ্ধ পয়সার ক্ষমতাও ছিল না, তথাপিও কিন্তু তিনিই যে সকল কার্য্যের তদারক ও মীমাংসা করিবার একমাত্র ক্ষমতা প্রাপ্ত রাজকীয় কর্ম্মচারী একথা বলিয়া দিতে ভুলিলেন না এবং সাহেব আসিলে এসকল কথা তাহাকে বলিয়া বরং একটু অনুরোধ করিয়া যাহাতে তাহাদের আর কোন প্রকার বেগ পাইতে না হয় এবং জমিদারেরও বিনা বাক্যব্যয়ে ছাড়িয়া দিতে হয়, তাহার ব্যবস্থা তিনি করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। এবং সেজন্য তিনি তাহাদের নিকট একটি পয়সাও লইবেন না, কোথাও লয়েনও না তবে একটি কাজ করিতে হইবে, সাহেবের খাওয়ার জন্য একটি ছোট রকম খাসি যেন কাল পরশুই পাঠাইয়া দেয়, কারণ কবে কোন সময় সাহেব 'ছুপ'

করিয়া আসিয়া পড়িবে, তাহার স্থিরতা নাই এবং তখন কিছু তাহাদের বাড়ী হইতে ছাগল আনাইয়া খানা দেওয়া চলিবে না, তবে একথা যে, সাহেবকে গোস্ত খাওয়াইতে পারিলে, তাহাদের জলা ভূঁই তাহাদেরই থাকিবে; সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। পীর—পয়গম্বর মানতের গোস্ত পাইবার আশায় রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন, মামলা মোকদ্দমায় জয়লাভ করান এবং সকল দিকেই মঙ্গল করিয়া থাকেন। তাহাদের ঘরে ছাগল না থাকিলেও চাঁদা তুলিয়া পাঁচ টাকার একটা ছাগল পরশ্ব নাগাইদ সন্ধ্যায় পাঠাইয়া দিবে, স্বীকৃত হইল। কিন্তু কোন সাহেব কি জন্য কবে তাহার ভগ্ন চণ্ডীমণ্ডপে সমাগত হইয়া ছেঁড়া মাদুরের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া সরায় করিয়া খাসির মাংস খাইবে, তাহার কোন অনুসন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য মনে করিল না। কেননা হাকিম হুকুমদিগকে অধিক বিরক্ত করিতে নাই।

তাহারা সেলাম করিয়া যখন প্রাঙ্গণে নামিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে রহমতপুরের চৌকিদার অটলবেহারী দাস আসিয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া দাদাঠাকুরকে প্রণাম করিল, গিরীন্দ্রনাথ তাহাকে দেখিয়া যেন চমকাইয়া উঠিলেন, নিজ কর্ম্মবোঝা আর বহন করিতে পারেন না—কোম্পানীর সাহেবেরা তাহাকে ব্যতীত আর উপযুক্ত লোকও পায় না, তাই যত বিশ্বের কাজ তাহার ঘাড়ে চাপাইতেছেন—ইত্যাকার ভাবসূচক কতকগুলি অস্পষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিয়া গর্ব্বিত অথচ গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—কিরে খুন টুন হয়েছে নাকি? সর্ব্বনাশ তাহা হইলে কিন্তু সাহেবের কাছে তক্তা তক্তা কাগজ লিখিয়া পাঠান, এই রাত্রিতে তদন্ত করা; দোষী ধরা—আমার বড় কষ্ট হবে।

চৌকিদার প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং প্রণাম করিবার কালে পরিত্যক্ত তাহার দীর্ঘ যষ্টি গাছটীও আলোকগর্ভ ভগ্ন লণ্ঠনটী

পুনরপি গ্রহণ ও ধারণ পূর্ব্বক বলিল,—"বাবু; আজ সন্ধ্যাবেলা হাতী শুড়োর মার মাঠেতে ফড়কা গাছের গোড়ায় ভুষোচরণ বাগদীকে লতায় বনিয়েছে।"

অবিকম্পিতকণ্ঠে এই এত্তেলা দিয়া অটল দাস বাবাজী প্রেসিডেণ্ট বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বাবু কিন্তু অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়াও ঘটনাটী কি, তাহা স্থির করিতে বা অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। মুসলমান প্রজা কয় জন ব্যাপার জানিবার জন্য প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারাও বুঝিল না এবং তাহাদের নিকট অল্প জ্ঞানী বিবেচিত হইবার আশঙ্কায় বাবুও পুনঃ পুনঃ তাহাকে শুধাইতে পারিলেন না, তখন চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, দারোগার কাছে পাঠাইয়া দেই তিনি আসিয়া যাহা হয় করুন। কেবল অনেক কষ্টে চৌকিদারের মৃদু মুখে হাঁ। হুঁতে এই অবগত হইলেন, যে অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে, চৌকিদার যেমন বলিল, ঠিক সেই রকম লিখিয়া থানায় পাঠাইলেন, চৌকিদার যখন থানায় গিয়া পহুছিল, তখন যেন থানা বাড়ী সুষুপ্তির কোলে ঝিমাইতেছিল এবং সেখানকার সমুদয় লোক নিদ্রায় শায়িত ছিল।

রাত্রি বড় অধিক ছিল না;—নিশাবসানসূচক তারাটী জাগিয়া আকাশ গাত্র হইতে উজ্জল জ্যোতি দান করিতেছিল। চৌকিদার অটল দাস কাহাকেও জাগ্রত না পাইয়া ডাকিতে সাহস করিল না। তখন সে মস্তকের পাগড়ী খুলিয়া থানা চত্বরস্থ বকুলতলায় শয়ন করিল; এবং ঘুমাইয়া পড়িল। যখন সে জাগিল, তখন দেখিল, অনেকক্ষণ প্রভাত হইয়া গিয়াছে, নবোদিতসূর্য্যকর আসিয়া পৃথিবীতে পতিত হইয়া ঘাসের উপরকার শিশির শুকাইয়া দিতেছে। দারোগা বাবু কেবল থানা ঘরের বারেণ্ডায় আসিয়া উপবেশন করিয়াছেন, সে উঠিয়া তাড়াতাড়ি মাথার পাকড়ী মাথায় বাঁধিয়া দারোগা বাবুর নিকট চলিয়া গেল এবং প্রেসিডেণ্ট বাবুর এত্তেলা

দারোগা বাবুর হাতে দিয়া সেলাম করিল। দারোগা বাবু এত্তেলা পড়িয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না তখন চৌকিদারের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোর বাড়ী কোথায় ?"

অ। আজ্ঞে হুজুর, আমার আশ্রম বরুই বেড়িয়ায়।

দা। হয়েছে কি বল্ ?

অ। আজ্ঞে ঐ কাগচেইত লেখা আছে।

দা। এ ছাই আমি বুঝিতে পারিলাম না।

অ। আজ্ঞে কাল সন্ধ্যে হয় হয়, এমনি সময় হাতী শুঁড়োর মার মাঠেতে ফেড়কা গাছের গোড়ায় ভূষো বাগদাকে লতায় বনিয়েছে।

দারোগা বাবু তাহার এক বর্ণও না বুঝিতে পারিয়া রাইটারকে ডাক দিলেন। রাইটার আসিয়া এজেহারের আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন, তিনিও কিছু বুঝিলেন না। তবে তিনি অবগত ছিলেন, এই চৌকিদার মহাপ্রভু ছয়মাস অগ্রে অনন্তকাওরা ছিল, তারপরে এক মুচিনীর গোপীর প্রেমে আবদ্ধ হইয়া তাহার সহিত কর্ত্তা ভজার নবধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং তদবধি অনন্ত কাওরা স্থলে অটল দাস হইয়া গিয়াছে, আর তাহার বাস ভূমি কুল বেড়িয়া বরুই বেড়িয়া বলিয়া থাকে কেন না, কূল বলিলেই পাঠার কথা মনে হয়, পাঠা কূল পাতা অধিক ভক্ষণ করে—যাহাতে কাটা, ছেড়া, রক্ত, কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতি নাম আছে, কদাচ সে রূপ কথাও সে ব্যবহার করে না এবং সর্ব্বদা সাধুভাষা ব্যবহার করিতে গিয়া অর্থ না জানায় অন্যান্য বড় বড় কথা ওস্থলে অবতারণা করিয়া দেয়, রাইটার সে কথা দারোগা বাবুকে বুঝাইয়া বলিয়া দিলেন।

দারোগা এ থানায় নূতন আসিয়াছেন তিনি রাইটারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এর মহলের নিকটে হাতি শুড়োর মা বলিয়া কোন গ্রাম আছে না কি ?"

রাইটার অনেক ভাবিয়া হঠাৎ আবিষ্কারের উৎফুল্ল স্বরে বলিলেন,—"ওঃ ওর মহ্যলের পাশেই দুর্গাপুর নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লী আছে, বোধ হয় ওদের গ্রাম আর সেই গ্রামের মাঝটাকে দুর্গপুরের মাট বলে ও ব্যাটা কর্ত্তা-ভজার দলে মিশেছে, দুর্গা নাম মুখে আনে না, তাই হাতা শুড়োর মার মাঠে বলছে;— কেমনরে?

চৌকিদার প্রভু মৃদু হাসিয়া বলিল,—"আপনি ঠিক ধরেছেন,—আমি ঘোষপাড়ার মৃত নিয়েচি কিনা, তাই ওসব কথা মুখ দিয়ে বলতে পারিনে।

দারোগা বুঝিলেন অপর কথা গুলিও ঐরূপ রূপকাছন্ন অতএব ঘা কতক না দিলে আর আসল কথা বলিবে না, তখন তিনি লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া পিঠে পাছায় জানুতে সজোরে অনেক গুলি সবুট পদাঘাত করিলেন। প্রহারের চোটে সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—ওগো আমি বলছি আমায় ছাড়িয়া দিন, আমার আর ও মুতে কাজ নাই।

দা। বল শালা! দুর্গোপুরের মাঠে কি হয়েছিল?

অ। বেলতলায় কালী বাগদীকে সাপে কেটেছে।

দা। কাটা কারে বলে শালা? কামড়েছে?

অ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

দা। রক্ত পড়েছে?

অ। আজ্ঞে হ্যাঁ; যেখানে কামড়েছে সেখান দিয়ে পোড়েছে;

দা। সে মোরে গিয়েছে!

অ। হ্যাঁ।

দারগা বাবু কি চিন্তা করিলেন।

তারপরে চৌকীদারের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুই নিজে দেখেছিস্?"

অ। না হুজুর, ও জিনিষটা আমাদের দেখতে নেই।

দা। কোন জিনিষটারে শালা, রক্ত?

অ। এখন দেখব হুজুর এখন দেখব। আগে দেখতাম হাতে করে কত শূওর মেরেছি, কত শেয়াল মেরেছি, তবে এই কয়মাস ঘোষ পাড়ার ডালিম তলার ফুল মাটী মাথায় দিয়ে পর্য্যন্ত ও সকল নাম মুখেও আনিনে।

দা। যা তুই লাস রক্ষা করগে যা, দেখিস্ সাবধান যেন লাস কোন রকমে খারাপ না হয়, আমি এখুনি দুটো ভাত খেয়ে ঘটনাস্থলে যাচ্চি।

চৌকিদার সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

-০⊂০———

ঘটনা স্থলে পঁহুছিতে দারোগা বাবুর বেলা প্রায় অবসান হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি যখন উপস্থিত হইলেন, তখন সেখানে দূরে অদূরে গাছতলায়, অনেক গুলি ভদ্রলোক এবং অপরাপর লোক উপস্থিত ছিল।

দারোগা বাবু উপস্থিত হইবা মাত্র, গিরীন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন এবং অদূরে একটা আম্রবৃক্ষ তলে দারগাকে ডাকিয়া লইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—"দারোগা বাবু, আপনি নূতন আসিয়াছেন, আপনার সঙ্গে এখনও আমার কোন কাজ কর্ম্ম করা হয় নাই, আপনার পূর্ব্বে যাঁহারা আসিয়াছেন, সকলেই আমার হাত দিয়া দশ টাকা করিয়া লইয়াছেন। চাকুরী করিতে আসা ধর্ম্ম করিতে আসা নয়, আপনি তদন্ত কার্য্যের শেষ করিয়া আমি এই যে ফর্দ দিতেছি, এই লোকগুলিকে আসামী করিয়া থানায় চালান দিবার হুকুম দিয়া চলিয়া যান। আমি কাল সকালবেলা যাহা পারি পাঠাইয়া দিব। দারোগা একবার বিস্মিত নয়নে গিরীন্দ্র-নাথের মুখের দিকে চাহিলেন, তারপরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"উঁহার মুখ দিয়া কি রক্ত বাহির হইয়াছে?

গি। না না, সে সকল কিছু না।

দা। তবে সাক্ষীর মধ্যে দুই একজনে ও কথা কোথায় পাইল?

গি। আপনি আসিবার আগেই আমি ঘটনা স্থলে আসিয়া বলিয়া দিয়াছিলাম। নতুবা যে, কাজ হয় না। বলিলাম যে, কিছু পয়সার ত দরকার। চাকুরী করিতে আসিয়াছেন,—আমরাও প্রত্যাশী।

দারোগা তখন লাস উঠাইয়া লইয়া যাইবার আদেশ দিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতেই কালী বাগদীর বাড়ী।

তাহার মাতা ও স্ত্রী শোকে কাতর মুখরিত করুণ-ক্রন্দনে তখন দিগন্ত কালিমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল এবং পাড়ায় অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষ সেখানে যুটিয়া তাহাদিগকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতেছিল, সে আর্ত্তস্বরে দারোগার প্রাণেও ব্যথা লাগিল—দুই একজনে জিজ্ঞাসা করিল,—দারোগা বাবু লাস কি এখন জ্বালাইতে পারি? পচিয়া গন্ধ হইয়া গিয়াছে।

দারোগা মনে মনে কি চিন্তা করিলেন, তারপর তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বসুদের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া উপবেশন করিলেন এবং যাহারা সাক্ষ্য দিয়াছিল, তাহাদিগকে পুনরায় ডাকাইলেন। কিন্তু গিরীন্দ্র বাবুকে ডাকাইলেন না, সাক্ষীদিগকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন যে, —দেখ, মিথ্যা বলিয়া তোমাদেরই প্রতিবাসী বা গ্রামস্থ কয়েকজন লোককে বিপন্ন করা কর্ত্তব্য নয়; আমি বিশেষরূপেই জানিতে পারিয়াছি, মৃত ব্যক্তির মুখ ভিন্ন অন্য কোন স্থান দিয়া রক্ত বাহির হয় নাই, সর্প দংশন স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে আঘাতের চিহ্নমাত্র খুঁজিয়া পাইলাম না, আমার বিশ্বাস নিশ্চয় উহার সর্পদংশন হইয়াছে, তোমরা কেন মিথ্যা কথা বলিয়া আমাকে ভ্রান্তির পথে লইতেছ এবং তোমরাই বা মহাপাতকের সঞ্চয় ও কতকগুলি লোককে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছ?—"তাহারা মৌন হইয়া রহিল, দারোগা ধমক দিয়া বলিলেন,— আমি মিথ্যা তদন্ত করিব না, সত্য আবিষ্কারে সময় লাগে না। তোমরা

যে মিথ্যা বলিয়াছ, ইহা আমি জানিতে পারিয়াছি, অতএব মিথ্যা সাক্ষী দিবার যে শাস্তি তাহা তোমাদের পাইতে হইবে।”

যাহারা সাক্ষী দিয়াছিল, তাহারা বিচলিত হইল। বলিল,—“দোহাই ধর্ম্মাবতার,—আমরা গরীব লোক, দাদাঠাকুর যা আমাদের শিখাইয়া দেন, তা না বলিলে অন্যান্য দারোগাবাবুরা চটিয়া যান, গালাগালি দেন, মারিতেও উদ্যত হন, কাজেই বলিয়া থাকি এবারও বলিয়াছি।”

দারোগা মনে মনে ভাবিলেন কি ভয়ানক প্রকৃতির লোক। প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়িত কত পুলিশ কর্ম্মচারীকেই অর্থের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া এই সকল দরিদ্র গ্রামে কত নিপীড়নই করিতেছে। অকারণ কত অর্থই আদায় করিতেছে—কাকে বা বিপদেই ফেলিতেছে, কে বলিতে পারে। তিনি তখন শবদেহ জ্বালাইবার আদেশ দিয়া থানায় চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনার তিনমাস পরের কথা সেদিনও সন্ধ্যার সময় গিরীন্দ্রনাথের চণ্ডীমণ্ডপে যথারীতি অনেক লোক যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেই সময় বিপিনচন্দ্র উপস্থিত হইলেন এবং গিরীন্দ্রনাথের বামপার্শ্বে মাদুরের উপর উপবেশন করিয়া কিঞ্চিৎ আনন্দ অথচ গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—গিরীনদার এখন শোনবার অবসর আছে কি? আমার গোটাকতক কথা বলিবার আছে বলে যাব।

গি। ভগবান্ কি আমাকে অবকাশ দিয়েছেনরে ভাই! কি কথা আছে বল।

বি। তোমার কথা মত, আমি সব যজমানের কাছে এমন কি মেয়ে মদ্দের কাছে সব বলেছি, এমনভাবে বলেছি, যে না বলিলে নয় তাই বলেছি। শুনে সকলেই চমকে উঠেছে, ভায়াকেও আর সঙ্গে করে কোথাও নিয়ে যাই নাই, বাড়ীর লোক ভাবছেন, সেইদিন প্রতিজ্ঞা করেছি, বলেই তাকে নিয়ে যাচ্ছি না। যজমানরা ভাবছে, এই দোষের জন্যই নিয়ে

হাচ্ছিনে, মাঝখানে মাঠাক্রুণতো ঐ নিয়ে ভারি ঝগড়া আরম্ভ করেছিলেন, শুন্‌ছি কাল নাকি কর্ত্তা ছোট ছেলেকে নিয়ে যজমান বাড়ী যাবেন।

গি। সে গুড়ে বালি ভায়া, সে গুড়ে বালি—সে গুড়ে বালি, গিরীন্দ্রনাথের অকাটা যুক্তিবলে, কাজ করিলে জিত নিশ্চয়। কর্ত্তাই যান—গিন্নিই যান, বিষণ্ণ মুখে ফিরে আস্‌তে হবে।

প্রফুল্লমুখে সে স্থানে আর একটুখানি বসিয়া বিপিনচন্দ্র উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

———o-○-o———

প্রত্যূষে একখানা ছইঘেরা গরুর গাড়ী আসিয়া যখন বিপিনচন্দ্রদের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন বিনয় রন্ধনের জন্য একখান শুখনো বাঁশ চেলা করিতেছিল, সে কার্য্য তাহাকেই করিতে হইত, পিতার সঙ্গে গ্রামান্তরে যাইবে এবং ফিরিয়া আসিতে রন্ধনের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে, কাজেই তাহা সমাধা করিয়া না রাখিয়া গেলে, আসিয়া ভাত পাইবে না।

গাড়ী দেখিয়া তাড়াতাড়ি সমগ্র বাঁশখানি কাটিয়া চেলা করিয়া রাখিয়া কুঠার স্কন্ধে লইয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল এবং রান্নাঘরের দাবায় কুঠারখানি নামাইয়া পরিধেয় বস্ত্রভাগে ললাট মুখ ও বক্ষঃস্থলের ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া বড় বধূকে বলিল,—"বৌদিদি; আমি বাবার সঙ্গে একটু গ্রামান্তরে যাব, আসিতে যদি বেলা হয়, কাঠগুলো করে রেখে গেলাম— তাড়াতাড়িতে বাড়ীর মধ্যে আনিতে পারিলাম না, দাদা আসিলে আনাইয়া লইও।"

বধূ তখন কেবল উঠিয়া আসিয়া রান্নাঘরে উনানের পাঁস তুলিতে-ছিলেন, কর্কশ গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"তা আন্‌বে না—তার ঘাড় আন্‌বে চোর দায়ে ধরা পড়েছে,—একবার রোজগার কর্ব্বে, হাট

বাজার করে আন্‌বে, সংসারের আছে নেই খুঁজবে, আবার কাঠ কুড়িয়ে এনে দেবে।”

বিনয় সে কথার কোন উত্তর করিল না, অপর গৃহের দাবায় তাহার মাতা একখানা অর্দ্ধময়লা কাপড় ও একখানা মোটা চাদর লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, বিনয় তথায় উপস্থিত হইয়া, মাতৃহস্তপ্রদত্ত কাপড়খানি লইয়া তাড়াতাড়ি পরিধান করিল এবং চাদরখানি দ্বারা গাত্র আবৃত করিয়া মাতৃচরণে প্রণাম করিল, তারপরে পিতার হাত ধরিয়া লইয়া ধীরে ধীরে গরুর গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। এই কয়েক পদ যাইতেই তাহার পিতার বাতব্যথিত বাম পদের হাঁটুতে বড় বেদনা করিতে লাগিল, বিনয় পিতার মুখে সে কথা শুনিতে পাইয়া, পাখানি নিজের ক্রোড়দেশে তুলিয়া লইল ও ধীরে ধীরে টিপিতে লাগিল এবং গাড়োয়ান গাড়ী তুলিয়া বলদ ছাড়িয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিয়া গেল।

গ্রামের একক্রোশ দূরে নসীপুরের মুখুয্যে বাবুরা মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক, কয়েক ঘর জ্ঞাতি ও আত্মীয় লইয়া তাঁহাদের একটী পাড়া; সে পাড়ার নাম কাজেই মুখুয্যেপাড়া। মুখুয্যেপাড়ার মধ্যে মথুর মুখুয্যেই প্রধান। গাড়ী গিয়া তাঁহারাই দরজার নিকট দাঁড়াইল, গাড়োয়ান গরু সরাইয়া লইলে বিনয় নামিয়া পিতার হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইল। বৃদ্ধ বাম হস্তে পুত্রের দক্ষিণ স্কন্ধ ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে একগাছি যষ্টিতে ভর দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গিয়া চণ্ডীমণ্ডপে উঠিল, তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাড়াতাড়ি আসিয়া প্রণাম করিল। একজন একখানা কম্বল পাতিয়া দিল, বৃদ্ধ তাহাতে উপবেশন করিলেন। বিনয় পিতার বামদিকে কম্বলের এককোণে বসিল। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর পরস্পর অন্যান্য কথোপকথন হইল। তারপরে মথুরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—“বহুদিন পরে পদধূলি পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। কিন্তু হঠাৎ কষ্ট স্বীকার

করিয়া আসিবার কারণ এখনও বুঝিতে পারি নাই, শুনিবার জন্য বড় ইচ্ছা হইতেছে ?"

বৃ। পুরুষানুক্রমিক যজমান পুরোহিত সম্বন্ধ, আমিও প্রাণপণে সে সম্বন্ধ যতদিন পারিয়াছি, ততদিন বজায় রাখিয়া আসিয়াছি, এখন বার্দ্ধক্যজনিত জরা আসিয়া দেহ আশ্রয় করিয়াছে, উঠিয়া দাঁড়াইলে পড়িয়া যাই, ইন্দ্রিয়গ্রাম নিস্তেজ—কার্য্যকরনে অক্ষম। ছেলে দুইটি। তার বড়টী অত্যন্ত স্ত্রীর বাধ্য ; বউমাটী নিতান্ত মুখরা, এই বৃদ্ধ বয়সে আহারাদির কষ্ট পাইতেছি। ছোট ছেলেটীকে আগে সঙ্গে করিয়া আনিতেন, জানি না কেন এখন আর তাহা করেন না। কিন্তু তিনি রোজগার করিয়া আমাদিগকে খাইতে দেন, এজন্য বধুমাতা আমাদিগকে প্রাঙ্গণের আবর্জ্জনার ন্যায় দলিত ও দূর করিতে চেষ্টিত। তাইতে আমি আমার ভক্তিমান যজমানগণের দুয়ারে দুয়ারে জানাইতে আসিয়াছি, আমার এই ছোট ছেলেটীকে দিয়া কাজ করাইলে, আমি সুখী হই এবং জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো একরূপ শান্তিতে কাটাইতে পারি। উদরান্নের অন্য কোনরূপ সংস্থান থাকিলে তোমাদিগকে অনুরোধ করিতে আসিতাম না।

মথুরানাথ কিয়ৎক্ষণ দম ধরিয়া থাকিলেন। তারপরে বলিলেন,— "আপনার বড় ছেলেটী এসব কাজ জানেন ভাল, আচার আহ্নিক ও বেশ। ইহার পেটে দুই চারিটা ইংরেজি পদ ঢুকিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহারও জুটিয়াছে, কাজেই পৌরোহিত্য কাজ করা আর ওর পোষাবে না। ফার্ষ্ট বুক হইতে যে মুরগী কুঁড়ে ঘরের চালে উঠল, সে ক্রমে ক্রমে নামিয়া আসিয়া রান্নাঘরে তারপরে পেটে ঢুকিয়া পড়ে। আপনার ছোট ছেলেটী সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলে।

আপনার বড় ছেলেটি যাহাতে আপনার সহিত ঐরূপ ব্যবহার না করেন, আমরা তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিব, তবে তিনি সদাশিব

লোক,—পূর্ব্ব হইতেই এসব কথা জানাইয়াছেন, আপনার ছোট ছেলের কার্য্যে বাধা দেন, তাড়না করেন, সেইজন্য আপনারা তাহার উপর বিরক্ত ও সেবা-গ্রহণে অস্বীকৃত।”

কথা শুনিয়া বৃদ্ধের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, গম্ভীর ও উত্তেজিত স্বরে বলিলেন,—“আমার কুলাঙ্গার পুত্র এই নিরীহ নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ছোটপুত্রটীর জীবনপটে কলঙ্ক কালিমা লেপন করিয়া দিয়া, আপনার স্বার্থ বজায় করিতেছে; আর কোথাও যাইব না;—সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। তোমাদের পিতা, পিতামহগণ যাঁহারা একদিন মাত্র কাজ করিয়া কথা কহিয়া মানবের চরিত্র, বিদ্যাবত্তা ও সত্যবাদিত্ব ও মিথ্যাবাদিত্ব স্থির করিয়া লইতে পারিতেন—তাঁহারা নাই, এখন শুধু তিলকে বিদ্যার পরিচয়—মালা কুথলিতে ধার্ম্মিকের চিহ্ন, আর বাড়ীতে মুড়ি-চালভাজা খাইয়া যজমান শিষ্যের বাড়ীতে মিঠাই মিহিদানাতে হাঁ হাঁ করিয়া উঠা, বাড়ীতে অসদাচারিণী অজ্ঞাত অজ্ঞাত কুলশীলা 'উড়িয়া-ঝি'র জল বাটনা ব্যতীত যাহাদের উনানে হাঁড়ী চড়ে না, জল না দিলে তৃষ্ণা নিবারণ হয় না, যজমান বাড়ী আসিয়া কায়স্থ ভাণ্ডারী রতন স্নান করিয়া শুদ্ধ কাপড় পরিয়া জল আনিয়া দিলেও যিনি পান করেন না, তিনি নিষ্ঠাবান। এখন পুরোহিত গুরু ইহাদের পণ্ডিত হইলে চলে না—যোগী হইলে চলে না—সাধক হইলে চলে না,—স্তাবক বিদূষক নট ও পরিবেশক এবং পরিচারক হওয়ার প্রয়োজন।

তারপরে কলঙ্ক রাহুগ্রস্ত চাঁদের মত ম্লানমুখ ছোটপুত্রকে বলিলেন,—“চল বাবা বাড়ী যাই, ভগবান তোর শরীর ভাল রাখুন, দশ দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া আনিস্, তাই খাব, মিথ্যা কথার কঠিন কীলকে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র,—তোর দাদা; এ সকল দ্বার চিরদিনের মত রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।’

বিনয় কোন কথা কহিল না, নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে পিতার হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, মথুর বাবু প্রভৃতি সকলেই বৃদ্ধকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন,—"আমাদের দোষ লইবেন না। এ সকল কাজ উপরোধ অনুরোধে চলে না, অনাচারী লোক দ্বারা কার্য্য করাইলে ফল পাওয়া দূরের কথা, আরও অনিষ্ট হইয়া থাকে।"

"আমার অদৃষ্ট"—কেবল এইটুকু বলিয়া পিতা পুত্রে গাড়ীতে উঠিলেন এবং আর কোন স্থানে যাওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না, তাহারা বুঝিতে পারিলেন, বিপিনচন্দ্র যজমান মাত্রদেরই দুয়ারে দুয়ারে বিনয়ের পান, আহার, আচার প্রভৃতিতে কলঙ্কের গাঢ় কালিমা ঢালিয়া দিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

"ইস, বাপ মা বলে মানুষ মরবে নাকি,—খেতে হয় খাবেন না রোচে খাবেন না, প্রাণপাত পরিশ্রম করে উপোষ তাপষ করে—পাঁচ দুয়ারে থেকে পাঁচ মুঠো এনে দুঃখীর ভাত সুখ করে খাব; ওমা! অমন কাঁটা কেন আর জন্মের কত লোকের মুখের ভাত কেড়ে নিইচি, কত লোককে কাঁটার বিছানায় শুইয়ে রেখেছি, এ জন্মে তারই ভোগ ভুগছি, লোকের কি আর শ্বশুর-শাশুড়ী থাকে না, না বুড়ো বাপ মা থাকে না। সকলেই কাজ করে ভাত খায়, এখন বসে থাকা মানুষ একজনের বুকের রক্ত চুষে খাবে, আর কেবল তারই দোষ, তারই গালাগালি নিজেরা দুজনে, খাবেন আর আদরের গোপাল ছোট ছেলে সেও কোন কাজ করবে না, যজমানরা তাকে দিয়ে করাবে না—তা ও মানুষটা কি করবে, যাও না কেন অন্য দেশে চলে যাও, দু'পয়সা রোজগার করে আন, লেখা পড়া না জান, কোন কলে গিয়ে গতর খাটিয়ে আন, আমরা চাই না। তোমার না বড় মাতৃভক্তি পিতৃভক্তি, তাদের খাওয়াও—ক্ষ তাতে নাই।"

পাড়ার পদ্ম পিসির নিকট এই কথা বলিতে বলিতে উপার্জ্জনক্ষম স্বামীর স্ত্রী যখন গর্ব্বের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পোড়াইতেছিলেন, সেই সময় এক

কলসী ইক্ষু গুড় মস্তকে লইয়া হাঁপাইতে হাপাইতে বিনয় তথায় উপস্থিত হইল এবং ক্লান্ত করুণ স্বরে ডাকিয়া বলিল,—"বৌদিদি ; বাহির হইয়া ধরত।"

বৌদিদি সে কথা কানে তুলিলেন না।

বিন। একটু শীঘ্র এস বৌদিদি ; বেঁড়েটা সড়িয়া গিয়াছে, টাল সামলাইতে পারিতেছি না। পঁচিশসের গুড় সেই তিন ক্রোশ দূর রূপদে থেকে মাথায় করেছি আর একদম চলে আসছি।

পাড়ার পদ্মপিসি ব্যথিত হইলেন। স্নেহ-করুণ-স্বরে বলিলেন, "ধর বৌমা একটু শীঘ্র বাহির হইয়া ধর। তা বাবা পথে একটু একটু নামিয়ে জিরিয়ে জিরিয়ে আসিলেই সুবিধা হইত।"

বৌ। ঐ দেখ ;—সব কাজেই মর্দ্দানী জানান, ওত আর কেউ করে না, তবু আর এক জনের রোজগারের পয়সার গুড় কেবল গিয়ে একটু আনা।

বিন। আগে ধরগো তারপর সব কথা বলছি, ঘাড় টলছে মাথায় আর রাখতে পারছি না, পড়িলে ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। পথে লোক পাই নাই, নামাইব বা তুলিয়া লইব কি প্রকারে? পঁচিশ সের জিনিষ বিশেষ কলসীতে করা, তুলিয়া না দিলে মাথায় লওয়া দুর্ঘট—বড্ড ভারিগো নামাও।

বৌ। আমার পেটে না সব লাগে, তাই তোমায় অত ভারি টানতে হয়, এনো না তুমি আর,—যদি পয়সা যোটে তবে কুকুরের কাণে বেঁধে জিনিষ আনা যায়।

পদ্ম পিসি চটিয়া উঠিল। বলিল,—"তুমি কেমন ভাল মানুষের মেয়ে গা। বেচারা এল তিন ক্রোশ রাস্তা পঁচিশ সের এক বোঝা মাথায় করে, আর তুমি শুধু বকছ। রোজগারের কথা কি উঠল বৌমা,

যা আন্‌লে নামিয়ে নাও, সবাই জানে—সবাই দেখে, বড় ছেলে রোজগার করে, কিন্তু এদিকের খাটুনি বিনয় ত কম খাটে না।

বৌ। তোমরা ত মা ঐ কথাই ব'লে থাক, এদিকের খাটুনি খাটলে যদি পেটের ভাত হোত' তবে আর লোকে ভাবত' না।

পদ্ম পিসি উঠিয়া গিয়া বিনয়ের মস্তক হইতে গুড় নামাইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু বার্দ্ধক্যের ক্ষীণবল-কম্পিত হস্ত দ্বারা তাহাতে সমর্থ না হইয়া, ব্যথিত বেদনার রুক্ষ স্বরে কিঞ্চিৎ উচ্চ গলায় বলিলেন,—"সে পোড়ারমুখ মাগী কোথায় গেলেন, তাঁর যে পুত্রহত্যা উপস্থিত, এসে নামিয়ে নিন, বাছা বাঁচুক; আহা-হা মল' যে।"

বিপন্ন-বৎসা গাভীর ন্যায় বিনয়ের মাতা ছুটিয়া আসিলেন এবং গুড় নামাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু পারিলেন না। তখন পদ্ম পিসি ও বিনয়ের মা, উভয়ে ধরিয়া, অনেক কষ্টে গুড় নামাইলেন। অতিশ্রমের রুদ্ধ ঘর্ম্ম চোখ কান মুখ দিয়া ঝরিতে লাগিল এবং তাহাতে বিনয় আরও অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া সেই স্থানেই বসিয়া পড়িল। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠিল, কাজেই সমস্ত মুখখানায় কালী ঢালিয়া দিল।

তাহা দেখিয়া পদ্ম পিসি বিনয়ের মাতার গাত্রে ঠেলা দিয়া বলিলেন,—"দেখছিস্ কি? তোর ছেলে যে যায়;—সর্দ্দি গর্ম্মি হয়েছে। শীগ্‌গীর পাখা আর এক ঘটী জল আন।"

পুত্রের অবস্থা দর্শন করিয়া বিনয়ের মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া গিয়া পাখা ও জল লইয়া আসিলেন; তখনই একজন তাহার মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিতে ও একজনে হাওয়া করিতে লাগিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরেই [illegible] কিঞ্চিৎ শান্তি বোধ হইল এবং অতিশ্রান্তিজনিত অবরুদ্ধপ্রায় [illegible] দীর্ঘাকারে ফেলিয়া দিয়া বিনয় বলিল,—"থাক্' আর না।" তা[illegible] [illegible]রতুই ঘাড় নাড়িয়া, স্খলিত বেঁড়োর কাপড়ে মাথার ও মুখের

ঘাম জল মুছিয়া ফেলিয়া, যে গৃহে তাহার পিতা ছিলেন, ধীরপদক্ষেপে তথায় চলিয়া গেল। মাতা ও পদ্ম পিসি আরও ধীরে ধীরে তাহার অনুগমন করিলেন।

বৃদ্ধ গৃহের মাঝখানে একটা মাদুরের উপর বসিয়া, বৃদ্ধকালের অবলম্বন —ইহপরকালের আশা-ভরসা, একমাত্র ইষ্টদেবতার চরণ চিন্তা করিতেছিলেন। নৈদাঘী সন্ধ্যায় পুষ্পোদ্যান ভ্রমণকালে হঠাৎ আকাশে কয়েক খণ্ড মেঘোদয়ের ন্যায় তথায় ঐ মানবত্রয়ের আবির্ভাব হইল; বৃদ্ধ তাহাতে বিরক্ত বা অনুরক্ত বিশেষ কিছুই হইলেন না; চাহিয়া দেখিয়া, সর্ব্বাগ্রে পদ্ম পিসিকে বলিলেন,—"অনেকদিন যে আসিস্ নি বোন।"

একটু ভ্রুকুটী করিয়া পদ্ম ঠাকুরাণী বলিলেন,—"ঢের ঢের দেখেছি দাদা, এমন বৌ আর দেখি নাই,—ছোঁড়াটা মরে গা,—কিছুতেই গুড় খানা নামিয়ে নিল না!"

বৃদ্ধ ঘটনা বুঝিতে না পারিয়া যখন পদ্মর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তখন তিনি সমস্ত বিবরণ বুঝাইয়া দিলেন। তচ্ছ্রবণে বৃদ্ধ দুঃখিতস্বরে বলিলেন,—"সকলই আমার অদৃষ্ট বোন্,—সকলই আমার অদৃষ্ট। কিন্তু ছোট ছোঁড়ার যে কি হবে, কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিনা; দেখিতেছি, আমার বৃদ্ধজীবনের অপরাপর কষ্ট-অশান্তির মধ্যে ঐ আর এক অশান্তি।"

প। বালাই, বেটা ছেলে, উহার ভাবনা কি?

বৃ। জানি তা;—ওর ভাব্না নাই। নিজের পেট নিজে চালাইতে না পারে, এমন মানুষ নাই; এমন কি, এ গ্রাম ত্যাগ করিয়া অদৃষ্টান্বেষণে বাহির হইয়া অন্যত্র ঘুরিয়া দেখিলে, হয়ত উহার জীবনে আত শুভ ও উন্নত অবস্থা আসিতে পারে। আমরা উহার কাল হইয়াছি,—আমাদিগের জন্য উহার এক পা নড়িবারও উপায় নাই; কিন্তু এবাড়ীতে গাধার খাটুনি খাটিয়া শরীরের রক্ত জল করিয়া তবু একটু শান্তি পাইতেছে না, উহার

কষ্ট দেখিয়া বোন্ এক এক বার মনে হয়, উহার হাত ধরিয়া এবাড়ী ছাড়িয়া—এ গ্রাম ছাড়িয়া—অন্যত্র চলিয়া যাই।

প। কি বলি দাদা ঠাকুর, তোমাকে বুঝাইবার কিছু নাই; তবে অমন বৌ-ছেলে মানুষের যেন না হয়,—ছিঃ!

ব্যাঘ্র যেমন মেষপালের মধ্যে লম্ফ দিয়া আসিয়া পড়ে, বৃদ্ধের জ্যেষ্ঠপুত্র বিপিনচন্দ্র এই সময় তদ্বৎ আসিয়া দর্শন দিলেন এবং অতিশয় ক্রোধ-বিস্ফারিত-নয়নে পদ্ম পিসির মুখের দিকে চাহিয়া কর্কশ অথচ গম্ভীর কণ্ঠে দৃঢ় স্বরে বলিলেন,—"তুমি 'ন্যাড়া ঘরের মুড়ো গিন্নি, অযাচিত-ভাবে আসিয়া ঝগড়া বাধাইয়া দিয়া যাওয়া কেন? আর ঐ মানুষটাকে বিনা অপরাধে দশ কথা শুনাইয়াই বা দিয়া যাও কেন?"

প। বেশ বাবা,—বেশ; তোমার বৌ বুঝি এই লাগিয়ে দিয়েছে? শুভক্ষণে তোমার বাবা বৌ ঘরে এনেছিল; কিন্তু তুমি যে এতদূর বৌ-পাগলা তা আগে বুঝি নি; আমি তোমার বৌকে কি বলেছি, আর লাগানি ভাঙ্গানীই বা কি করেছি, তবে বিনয়ের অবস্থা দেখিলে পাষাণেরও বুক ফেটে যায়,—তাই বলেছি, এখনও বল্‌ছি—যে জিজ্ঞাসা করিবে, তাকেই বল্‌ব, বিপিনের বৌ রক্ত-চামড়ার গড়া নয়, পাষাণে গড়া! ছোট ছোঁড়ার যে অবস্থা হয়েছিল, বড় শত্রু ও তাহা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে না।

বিপি। বলি, শুন পদ্ম পিসি; তুমি ঝগড়া বাধাতে এস না,—পাড়া-গেঁয়ে নিষ্কর্ম্মা মাগীগুলো, আর খেঁকি কুকুরগুলো সমান; এরা ঝগড়া বাধাতেই আছে।

প। বিপিন, তোমার বড় বাড়াবাড়ি হয়েছে—আমি তোমার ভাত-কাপড়ের ভুক্তো বুড়ো বাপ মা নই বা মুখ চাওয়া ছোট ভাইটিও নই। আমাকে অমন তস্‌নস্ করে বল্‌লে, আমিই যে ছেড়ে যাব, তা নয়। লোকে খারাপ কাজ করে না কেন? পাঁচজনে নিন্দে করে ব'লে।

যখন, তোমার বৌ আমার সাম্‌নে অমন কাজ ক'রতে পেরেছে, আমি যে তা ব'ল্‌তে পার্‌ব না, এমন কথা কি আছে! আর তুমি এত তালেবর লোকই বা কি? যখন তোমার একা বাড়ী হবে—বুড়ো বুড়ী ম'রে যাবে, বিনয় চ'লে যাবে, তখন আমি কেন? শেয়াল কুকুরও এবাড়ীতে আসবে না। বিপিন, বাবা সাবধান হোয়ো—'ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে; আমার বয়স ঢের হয়েছে,—তোমার মত বৌ-পাগলা মানুষও ঢের দেখেছি,—আর তাদের শেষ অবস্থাও দেখেছি।

বিপি। দেখে থাক বেশ করেছ, কিন্তু ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ো না, আমার সংসারটা তোমরাই পাঁচজনে 'লাগানি ভাঙ্‌নির' আগুন জ্বেলে ছারে খারে দিবার যোগাড় করে নিয়েছ।

পদ্ম পিসিও নিতান্ত কম পাত্রী নহেন; বিপিনচন্দ্রের কথার উপর আপনার কথা ক্রমেই উচ্চাঙ্গে তুলিলেন; ক্রমে উভয়ের মধ্যে আষাঢ়ের বাদলার দিনের নিমিঝিমি বৃষ্টির মত বেশ একটু ঝগড়া হইয়া গেল। থামিতে বলিতে গিয়া বিপিনের মাতা উভয়ের নিকটেই বেশ দুকথা শুনিতে পাইলেন। কিন্তু তিনি চিরকালই বড় ভাল মানুষ,—ঝগড়া করা—কাহারও তাড়নার ভর্ৎসনার প্রতিবাদ করা,—কার্য্যের সমালোচনায় উত্তর দেওয়া,—এ সকল তাঁহার স্বভাবের বিরুদ্ধ; এখন ত নিত্য নিত্য এসব তাঁহাকে হজম করিয়া তবে বৃদ্ধ স্বামী, কিশোর পুত্র ও নিজের উদরের এক মুঠা অন্নের সংস্থান করিতে হইতেছে।

আরও কিয়ৎক্ষণ পরে—আরও কিছু বাক্য-বাণ বর্ষণ ও কাটাকাটির পরে সমকক্ষ যোদ্ধার মত, জয়-পরাজয়-শূন্য দ্বৈরথ যোদ্ধার মত পদ্ম পিসি ও বিপিনচন্দ্র সে বাটী হইতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু পদ্ম পিসি জিতিলেন বাহিরে গিয়া। পথে যাইতে যাইতে দুই চক্ষে যাহাকে দেখিলেন, তাহারই নিকটে বিপিন ও বিপিনচন্দ্রের স্ত্রীর

দুর্ব্যবহারের কথা বাঙলা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতার মত মূল কথা একটু ও নিজের আবশ্যক মত অনেক বড় কথা সংযোগ করিয়া, বলিতে বলিতে গৃহে চলিয়া গেলেন।

ইহার ফলে এই হইল যে, সেদিন সন্ধ্যায় পরচর্চ্চার ও পর-কুৎসা আলোচনার নিত্য সুখ-উপলব্ধি পল্লীর মানব-মানবীর উপাদান সংগ্রহ হইয়া গেল। আমরা এ সংবাদ সবিশেষ রাখি যে, সেদিন সন্ধ্যায় সে পল্লীর গুড়ুক-ধূমাবদ্ধ চণ্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধ-মহলে, আলস্যপরায়ণ নিষ্কর্ম্মা যুবক-সমাজের অবস্থান স্থান বেণের দোকানে, কর্ম্মকারের কারখানায় এবং অন্দরে রমণীগণের মধ্যে খুব আলোচনা চলিয়াছিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

গ্রাম হইতে দেড় ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক কৃষক-পল্লীতে একটি পাঠশালা ছিল। পাঠশালায় প্রায় চল্লিশজন কৃষক-বালক লেখাপড়া শিখিত। লোয়ার প্রাইমারি স্কুল বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল; কিন্তু ততদূর পর্য্যন্ত শিক্ষা প্রায় কোন কৃষক-তনয়ের ভাগ্যে ঘটিত না;—কেহ বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ, কেহ বা দ্বিতীয় ভাগ পড়িয়া এবং জোর তেরিজ জমাখরচ পর্য্যন্ত অঙ্ক শিক্ষা করিয়া স্কুল পরিত্যাগ করিত। কচিৎ দুই চারিজন মণ্ডল-প্রধানের পুত্র আরও একটু অগ্রসর হইত; স্কুলের যিনি পণ্ডিত, তিনি নগদ টাকা বড় পাইতেন না। প্রতিমাসে 'চেষ্টা চরিত্র' করিয়া এক টাকা হইতে দেড় টাকা পর্য্যন্ত ছাত্র-দত্ত বেতন সংগ্রহ করিতে পারিতেন। আর ধানের সময় ধান, গুড়ের সময় গুড়, রবিশস্তের সময় ছোলা, মটর, যব, গম, মুগ, কড়াই প্রভৃতি এবং বিলের মৎস্য, চাষের তরকারি, তামাক প্রভৃতি পাওনা ছিল;—সারা বৎসরে যাহা পাইতেন, তাহাতে তিন চারিজন লোকের সংবৎসর কাটিয়া যাইতে পারিত।

যে কোন রকমে বৃদ্ধ বহুকাল হইতে সেখানকার শিক্ষকতা করিয়া আসিতেছিলেন; সহসা তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় বিনয় সেখানকার মণ্ডল-প্রধানদিগের নিকটে গিয়া সেই পদের প্রার্থী হইল; তাহারাও উপযুক্ত জ্ঞানে তাহাকে নিযুক্ত করিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

খরস্রোতে ভাসমান তৃণগুচ্ছ সহসা কোন বাঁধের আশ্রয় পাইলে, যেমন বিশ্রামের অবসর-সাফল্য ঘটে, তেমনি সংসারের দুঃখ-তাড়না অবজ্ঞা ও চিন্তাস্রোতে ভাসমান বৈফল্যের বিদীর্ণহৃদয় বিনয় আপাততঃ এই চাকুরী ও আয়ের আশ্রয় পাইয়া চিন্তা-কুঞ্চিত কালিমা-ক্লিষ্ট আননে প্রসন্নতার একটু দীপ্ত রেখা ফলাইয়া লইয়া, সন্ধ্যার পরে যখন বাড়ী আসিল, তখন তাহার দাদাও কোন্ দূর গ্রাম হইতে কাহার বাপের সাম্বৎসরিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করাইয়া নগদ চারি আনা পয়সা, একখণ্ড থানের গামছা, এবং গামছায় বাঁধা সের দুই আতপ তণ্ডুল, কয়েকখানি বাতাসা, কয়েক খণ্ড কাঁচা ও কয়েক খণ্ড পাকা কলা এবং কয়েকটি পান সুপারি ঝুলাইয়া লইয়া বাড়ী ফিরিলেন; উভয় ভ্রাতায় সাক্ষাৎ হইল তাঁহাদেরই বহির্ব্বাটীর সীমার মধ্যে। সাক্ষাৎ মাত্র বিনয় অগ্রজের নিকট চাকুরীর কথা সমস্ত নিবেদন করিল; বিপিন সেকথা শুনিয়া হৃষ্ট হইলেন; কেন না, এরূপ সাহায্য পাইলে তাঁহার সংসারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। বিপিন বহুদিন পরে ভ্রাতাকে ভ্রাতৃ-স্নেহের একটু স্নেহরসে অভিষিক্ত করিয়া বলিলেন,—"ভাইরে, অভাবের জ্বালা বড় জ্বালা; অভাবেই মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়; সংসারের অভাবের জ্বালায় আমি কখন্ কাহাকে কি বলি, তাহার কিছুই স্থির রাখিতে পারি না; মাগীও এই জ্বালায় অত মুখরা হইয়া পড়ে। এখন ভগবান্ যদি কৃপা করেন,—তোর চাকরীটুকু স্থায়ী হয়, আমাদের অভাব অনেকটা কমিয়া যাইতে পারিবে। সামান্য কয়ঘর যজমান লইয়া দুই ভাই খাটিয়া মরিলে আর কি হইতে পারিত।"

তারপরে দুই ভ্রাতায় বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং যে গৃহে তাহাদের বৃদ্ধ পিতামাতা সন্ধ্যার ক্ষুদ্র মৃন্ময় আলোক-তলে বসিয়া 'মরিয়া মানুষ কোথায় যায়', তাহারই পৌরাণিক কাহিনী লইয়া আলোচনা

করিতেছিলেন, তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। বহুকাল পরে যজমান বাড়ীর পুঁটলী লইয়া বড় পুত্রকে আজ হঠাৎ তাঁহাদের নিকট আগমন করিতে দেখিয়া বৃদ্ধ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শুধু কেবল তাহাই নহে, পুঁটলিটি মাতার নিকট রাখিয়া বিপিন পিতার অতি সন্নিহিত হইল, এবং একটু উৎফুল্লস্বরে পিতাকে বিনয়ের চাকুরীর সংবাদ শুনাইয়া আপনাদের সংসারের ভাবী উন্নতি ও শান্তি বুঝাইতে চেষ্টা করিল। বিনয়ের চাকুরীর কথা এবং তাহার উপরে বিপিনের ভাব-পরিবর্ত্তন ও শান্তি-সংস্থাপনের আশা পাইয়া, মাতার স্নেহকরুণাদ্রহৃদয় আরও বিগলিত হইল; বাষ্পাবরুদ্ধ স্বরে তিনি বলিলেন,—"বাবা, আজ যে আনন্দ আমার হ'য়েছে, তা' ব'লে কি জানাব। তোমরা দুটি ভাইয়ে এমনি মিলেমিশে, এমনি শান্তি-সুখে কাল কাটাও, ইহাই আমাদের বুড়ো-বুড়ীর আন্তরিক ইচ্ছা। আমাদের দুজনকে এক বেলা যা'দুটি দেবে, আমরা তাতেই সুখী হবো।"

বিপিন মাতাকে সে বিষয়ে আপাততঃ নিশ্চিন্ত হইবার ভরসা দিয়া, যখন উঠিয়া যে গৃহে তিনি সস্ত্রীক অবস্থান করেন, তথায় যাইবার উদ্যোগ করিলেন, তখন তাঁহার মাতা বলিলেন,—"পুঁটলিটি নিয়ে যা, বাবা।"

বিপি। থাক্ না এখানে।

মাতা। বৌমার ঘরে নিয়ে যাও, আমি এখানে কোথায় রাখিব, কি করিব।

তখন বিপিনচন্দ্র সেটি তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। বিনয় আসিয়াই পিতার তামাক সাজিতে বসিয়া গিয়াছিল, এতক্ষণে তাহার সে কর্ম্ম সমাধা হইল; পিতার হস্তে হুঁকা দিয়া সে হস্তক্ষালন করিল এবং জামার পকেট হইতে একটি সুপক্ক বৃহৎ পেয়ারা বাহির করিয়া পিতৃ-চরণ সমীপে রাখিয়া দিয়া, বস্ত্রাদি পরিত্যাগ জন্য একটু দূরে চলিয়া গেল। এদিকে প্রাঙ্গণে, পাতকুয়ার সন্নিকটে শ্যেন পক্ষিণীর ন্যায় বঙ্কিম গ্রীবায় বিপিনের

স্ত্রী দাঁড়াইয়া আজিকার সন্ধ্যার এই নব অভিনয় ও স্বামীর অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতেছিলেন।

বিপিনচন্দ্র যখন পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেলেন, তখন বিপিনের স্ত্রী সদ্য-উত্তোলিত বামহস্তস্থিত ঘটী হইতে কিঞ্চিৎ কূপোদক দক্ষিণ হস্তে ঢালিয়া লইয়া, চোখেমুখে দিতে দিতে বিপিনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেলেন এবং দাবায় উঠিয়া জলপূর্ণ ঘটীটা স্বামীর হস্তপদ প্রক্ষালনার্থ নামাইয়া রাখিয়া, গামছায় নিজের মুখ মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি গো ; হলো কি,—আজ অত খুসি কেন ?"

বিপিনচন্দ্র হাতের পুঁটলী স্ত্রীর নিকট নামাইয়া দিয়া, কাঁধের চাদর আলনায় ফেলিয়া, দাবায় বসিয়া হাত পা ধুইতে ধুইতে স্ত্রীর কথার উত্তরে বলিলেন,—"বিনয়ের একটু কাজ হয়েছে।"

বি—স্ত্রী। সে ত শুন্‌লাম—চাকরির বহর ভারি। চাষার ছেলেকে 'তিল, দিন' পড়ান,—ভালুই।

বিপি। যেমন তেমন কাজ হো'ক, কিছু কিছু ঘরে এলেই বাঁচি।

বি—স্ত্রী। বেশী দিন আস্‌বে না,—চাষার ঘোট বেশী দিন থাকে না। দুই এক মাস পরেই পাঠশালা ভেঙে যাবে—চাকরীও ফুরা'বে।

বিপি। না কুশোখালির পাঠশালাটা বহুকাল থেকে আছে।

বি—স্ত্রী। থাকে ভালুই। ভাইতে মাছ আনবে, গুড় আন্‌বে, তরি-তরকারী আনবে, চাল ডা'ল টাকাকড়ি সব এনে দেবে, আর তুমি বসে বসে খেয়ো।

বিপি। কেন তুমি খাবে না ?

বি—স্ত্রী। ওমা, তা' আবার খাবো না। সদরে খাবো, মফস্বলে—

খাব, খেয়ে খেয়ে পেট ফুলে মরে যাব। আপাততঃ এলে এক গাঁ থেকে ;—হাত মুখ ধোও, একটু গুড় জল খাও,—আর পিণ্ডি চটকান চা'ল ডা'ল যা এনে থাক, তাই গুটিক যেমন সেদ্ধ করে থাকি, তাই করি, আপাততঃ কয়েক দিন খেয়ে জীবনধারণ কর, তারপরে ভায়ের রোজগার খেয়ো।

বিপিনচন্দ্র ততক্ষণ হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া, একখানা ছিন্ন কুশাসন টানিয়া লইয়া তদুপরি সন্ধ্যার জপ করিতে বসিলেন এবং ভ্রাতাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"বিনয় ; জল খেয়ে যা।"

অনেক দিন পরে, এই আহ্বান-বাণী শুনিতে পাইয়া, মাতা পুলকিত হইলেন,—বিনয় হৃষ্ট হইল ; কিন্তু বৃদ্ধ পিতা সন্তুষ্ট হইলেন না, কেমন একটু দুঃখের কশাঘাতে বার্দ্ধক্যের হতাশের হৃদয়,—আরও হতাশ্বাসে পূর্ণ হইল ; বিনয় উঠিয়া গেল। বৃদ্ধ সেই শ্বাসটুকু মাটীতে ফেলিয়া, অনুতাপ-নম্রস্বরে বলিলেন,—"হা পয়সা! তোমাকে অনেক রোজগার করিয়াছি, কিন্তু রাখি নাই। তখন বুঝি নাই যে, তোমার বিনিময়ে সব মিলে—তোমার অভাবে সব যায়।"

বিনয় দাদার পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিল ; বিপিনের স্ত্রী একটু গুড় ও একঘটী জল বিনয়ের সম্মুখে নামাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মুড়ি খাবে ঠাকুরপো ? কিন্তু ভাত এখুনি রেঁধে দেব।"

বিন। না, তবে আর মুড়ি খাব না।

গৃহ হইতে বিপিনের স্ত্রী কতকগুলি কাঁটালের বীচি ও একখানি বঁটী আনিয়া সেইস্থানে বসিলেন, বীচিগুলির মধ্য স্থল চিরিয়া ফেলিতে লাগিলেন ও বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাকি ভাল চাকরী হয়েছে ঠাকুর পো!"

কর্ত্তিত বীচি কাছে টানিয়া লইয়া বিনয় ছাড়াইয়া তাহার দক্ষিণ

পার্শ্বে রাখিতে লাগিল ও বৌদিদির কথার উত্তর দিতে লাগিল। বলিল,—"ভাল চাকরী কোথায় দেখছ বৌদিদি; তবে একদম বসে আছি, যা কিছু হয়। একা দাদার দ্বারা এতগুলি লোকের খাওয়া পরা—চালান অসম্ভব। রোজগার ত' সেই কয় ঘর যজমানের কাজ।"

বি—স্ত্রী। এতদিন একথা বুঝলে ত' বাঁচতাম। দাদা! আমি ঐ ব'লেই ত তোমাদের কাছে দুশ্‌মন হয়েছি। এতদিনে যদি জ্ঞান হয়ে থাকে, ভালুই; তোমায় পাঠশালায় কখন যেতে হবে?

বিন। সে ব'লে এসেছি, যে সময় উভয় পক্ষের সুবিধা হয়। তাদের মধ্যে অনেকের মত, দশটা চারটা। সবই' চাষার ছেলে,— ভোরে উঠে গরু পালে দেওয়া, মাঠে ভাত দিয়ে আসা। প্রভৃতি কাজের সাহায্য ক'রে তারপরে স্নান ও আহার করিয়া তবে পাঠশালায় আসে, আবার বৈকালে বাড়ীর কাজকর্ম্ম করিতে পারে। আমারও তাতে অসুবিধা নাই, বাড়ী থেকে খেয়ে গেলাম, আবার সন্ধ্যার সময় বাড়ী এসে খেলাম। সেখানে দুপুরে থাকিতে হইলে, রাঁধিয়া খাইতে হয়। ঐ খাবার জন্যে প্রতি ছাত্রের নিকট মাসিক 'সিধে' পাওয়া যায়, তাহাতে গড়পড়তায় মাসে এক মণ চা'ল, সের পাঁচছয় ডা'ল, কিছু তরি-তরকারী ও কিছু মাছ এবং দুধ ও পয়সা পাওয়া যায়, সেখানে খেলে সেগুলি বাড়ী আসবে না, খরচ হয়ে যাবে।

বিপিনের স্ত্রী কথা কহিতে না কহিতে বিপিনচন্দ্র বলিলেন,—"দরকার কি, বাড়ী থেকেই খেয়ে যাস্; ও সব বাড়ী নিয়ে আসিস্, বুঝলি।"

বিনয়ের বৌদিদি বলিলেন,—"তুমি রেঁধে দিও। রোজ-রোজ অত সকালে ঠিক সময় মত সংসারের কাজ-কর্ম্ম সেরে রেঁধে দেওয়া আমার দ্বারা পোষাবে না।"

বিপি। তা' হবে হবে। যেদিন নেহাৎ তুমি না পারবে, মা দেবেন।

বি—স্ত্রী। হঁ্যা, তিনি একটু নড়ে ব'সলে আর ভাবনা কি ছিল।

বিনয় বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নের বক্র দৃষ্টিতে জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে চাহিল। সে চাহনির অর্থ বুঝি কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে বলিয়া দিল,—মাকে ত' কখন বসিয়া থাকিতে দেখি না; অষ্টপ্রহরই সংসারের কার্য্যে ঘুরিয়া বেড়ান। তবে রান্না বান্না করেন না; সে অধিকার হইতে বৌদিদি তাঁহাকে বিচ্যুত করিয়া দিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে—তাঁহাকে বলিলে এখনও তিনি নিত্য রাঁধিয়া অনেক লোককে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইতে পারেন।

সে নীরব ভাষার মর্ম্মবেদনা, সে মূককাহিনীর নিবেদন বিপিন চন্দ্র বুঝিলেন কি না, বলা যায় না। কারণ, সে বিষয়ে তিনি কোন কথাই কহিলেন না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—০০০—

পনর দিন কাজ করার পর একদিন সন্ধ্যা হইবার কিছু পূর্ব্বে একজন ভারী দিয়া স্কন্ধে একখানা বাঁকের দুইদিকে দুইটী ভার চাপাইয়া বিনয় তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিল। একদিকের ভারে প্রায় একমণ চাউল বস্তায় বোঝাই করা; এবং অপরদিকের ভারে একখানি চাঙারিতে করা দাউল আলু গুড় প্রভৃতি,—সেখানিরও ওজন প্রায় একমণ। ভারী ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে বিনয়ের সঙ্গে যখন আসিয়া সেই গুলি উঠানে নামাইল, তখন বিপিনচন্দ্র সেখানে বসিয়া গরুর খড় কাটিতেছিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন,—ওতে কি রে?"

আনন্দ-মধুর স্বরে বিনয় উত্তরে বলিল,—"এই মাসের সিধে আদায় হয়েছে।"

তার পরে সে তাড়াতাড়ি গৃহে উঠিয়া গিয়া গোটা তিনেক পাত্র লইয়া ফিরিয়া আসিল এবং চাঙারির জিনিষগুলি তাহাতে তুলিয়া লইল,—বড় ধামাটিতে চাউল ঢালিয়া লইল,—চাউলে ধামা পরিপূর্ণ হইয়া গেল। শূন্য চাঙারি ও বস্তা ঝাড়িয়া লইয়া ভারী চলিয়া যাইতেছিল, বিনয় তাহার হাতে চারিটি পয়সা দিয়া বলিয়া দিল,—"খাবার কিনে খাস।"

বিপিন চন্দ্র উঠিয়া আসিয়া ভ্রাতার উপার্জ্জিত জিনিযগুলি দেখিয়া বড়ই হৃষ্ট হইলেন। আনন্দোৎফুল্ল স্বরে মাতাকে ডাক দিলেন; মাতা বাহিরে আসিয়া যখন সেগুলি দেখিলেন, তখন বুঝি তাঁহার মনে হইল, সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের সুখ—এই যে মানবের অদৃষ্টচক্র ঘুরিয়া থাকে—আমরা বুড়ো-বুড়ি আমাদের যৌবন ও প্রৌঢ় কালের সুখের দশার পরে, বার্দ্ধক্যের যে দুঃখের দশা আসিয়াছিল, বুঝি সে চাকা ঘুরিয়া আবার সুখের দশা আসিল। বিপিনের স্ত্রী একা বিপিনের রোজগার বলিয়া আমাদিগকে যে অবমাননা ও অবজ্ঞা করিত, এখন আর তাহা পারিবে না; এবং আরও মনে মনে এই মতলব এঁটিয়া লইলেন,—যে তখন অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া—রাখালদাসীর কথা না শুনিয়া গহনাটুকু আসটুকু যা আমার ছিল, সমস্ত বৌমাকে ছাড়িয়া দিয়া বড় বিপদে পড়িয়াছি; বিনয়কে খুব করিয়া বলিয়া দেবো যে, সে যা রোজগার করিবে, তা' থেকে মাসে মাসে অন্ততঃ আটগণ্ডা পয়সাও আমাকে এনে দেয়। আমি ক্রমে ক্রমে পুঁজি করিব, আবার যখন বড় অভাবে পড়িব, বুড়োকে তাই খাওয়াতে পারব।

বিনয় বড় আনন্দে বৌদিদিকে ডাক দিল, এবং সেগুলা ঘরে তুলিয়া লইতে বলিল। বৌঠাকুরাণী একটু বক্র-ব্যঙ্গস্বরে উত্তর করিলেন,—"আমি আর কি ক'রতে যাব, তোমরা দুই ভাই আছ, মা আছেন তুলে নাও। এমন কোন জিনিষ নয় যে, সিন্দুক-বাক্সে রাখতে হবে।"

বিনয় কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইল,—মাতা বুঝিলেন, বিনয়ের উপার্জ্জনে বধূমাতা সন্তুষ্ট নহেন। বিপিনচন্দ্রও সে উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না। হাজার হউক, ভ্রাতৃস্নেহের একটু করুণ ধারা সে হৃদয়ে তখনও বালি ঢাকা জলের মত অবস্থান করিতেছিল; তিনি বলিলেন,—"চল, আমরাই তুলে নিচ্ছি।"

তখন দুই ভাইতে জিনিষগুলি তুলিয়া ঘরে লইল, তারপরে বিনয় হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া পিতার নিকটে গমন করিল এবং আর আর সকলে নিজ নিজ কার্য্য করিতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় আহারে বসিয়া বিনয় বলিল,—"বৌদিদি মাছের মুড়োটা দাদাকে দাও।"

আড়াই সের ওজনে একটা রোহিত মৎস্য সিধের সঙ্গে আসিয়াছিল। বধূ উত্তর করিলেন,—"সেটা নাই।"

বিন। কেন, কি হ'লো?

বি—স্ত্রী। বিড়ালে নিয়ে গিয়েছে।

বিন। আহা, মস্ত মুড়োটা।

বি—স্ত্রী। নিজের আনা জিনিষ সকলেই মস্ত দেখে গো; মস্ত দেখে! তা কি ক'রবো, একা মানুষ আর পারি না, তা আমি নয় মাছ না খাব

বিন। আমি কি আর তাই ব'লছি বৌ দিদি; বিশ্বাসেরা পুকুরে মাছ মারছিল, তাদের দুটো ছেলে পড়ে কি না—অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চেয়ে এনেছিলাম; মাছটার দাম বাজার দরে আড়াই টাকা; গরীব আমরা—এক সঙ্গে একটা আস্ত মাছ কিনে খাওয়া আমাদের পক্ষে একান্ত অসম্ভব না হইলেও অনুচিত এবং দুর্ঘট। দাদা মাছ ভালবাসেন, মুড়োটা খেতেন—তাই ব'লছিলাম। আমার আনা কি না, বা তুমি খেয়োনা, সে কথাত আমি ব'লছি না।

বি—স্ত্রী। ওগো, আর লাথি মেরোনা গো, আর লাথি মেরো না! যা একবার হোয়ে গিয়েছে, তার আর কি ক'রবো, যা আছে তুমি খাও, তোমার দাদা খান, তোমার মা খান,—আমি যদি খাই, মরাবাপের হাড় খাই।

বিনয় করুণনয়নে তাহার দাদার মুখের দিকে চাহিল, আর কোন কথা কহিল না। তাহার দাদাও স্ত্রীর উপর বিরক্ত হইল; কেবল আজ বলিয়া নহে, ধীরে ধীরে—ক্রমে ক্রমে তিনি তাহার স্ত্রীকে একটু একটু বুঝিতে পারিতেছিল; তবে প্রমদা-মদিরা পানে ভূত-জগৎ যেমন বিভোর, বিপিনও তদ্রূপ বিভোর ছিল। নেশাটা যখন একটু কমিত, তখন স্ত্রীর একটু দোষ দেখিতে পাইত।

বিপিন বলিল,—"তা ছাই, অত রাগই বা কেন, মাছটা এনেছে বুকে ক'রে মুড়োটা খাইয়ে ফেল্‌লে।"

বি—স্ত্রী। ওমা, আমি না বিড়াল ডেকে এনে, আসন পেতে বসিয়ে, তোমাদের মুড়ো খাইয়ে দিয়েছি।

তাহাদের বৃদ্ধ মাতা, পুত্র দুইটির আহার দেখিবার জন্য আনন্দিত হইয়া রান্নাঘরে আসিতেছিলেন। যখন তিনি দাওয়া পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া ছিলেন, মৎস্য-মুণ্ড অপহরণের সংবাদ তখনই প্রথম ঘোষিত হয়; সে সময় তিনি ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইলে, কোন দিকের কথা কোনদিকে যাইবে আশঙ্কায় সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া থাকেন; কিন্তু যখন বুঝিলেন, তিনি না উপস্থিত হইলেও ফল একরূপই ফলিয়া উঠিল,—তখন আর নীরব থাকার ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। উপরে উঠিয়া গিয়া, আহারনিরত বড় পুত্রের পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন,—"বৌমা; তুমি এখন গিন্নিবান্নি হয়েছ—কথায় কথায় অত রাগলে চ'লবে কেন?"

অতি ক্রুদ্ধা আহতা আতুরে মার্জ্জারীর ন্যায় দাঁত মুখ বাহির করিয়া বৌমা বলিলেন,—"এবাড়ীতে বিচার নেই; উনিও এলেন আমাকে দশ কথা শুনাতে। থাক্‌ল তোমাদের রান্নাবান্না, আমি চ'ললাম।" বধূ-ঠাকুরাণী চলিয়া যাইতেছিলেন, শাশুড়ী অনেক স্তব স্তুতি করিয়া হাত ধরিয়া পার্শ্বে বসাইলেন। বিপিন বলিল,—"কৈ ছাই, মাছ দিতে হয়

দাও, না হয় উঠে যাই। ভাত কোলে ক'রে ব'সে এতক্ষণ থাকা আর পোষায় না।”

বিপিনের স্ত্রী কথাও কহিলেন না, উঠিলেনও না। বিপিন বলিলেন,— “তুমিই দাও না মা!”

মা। উনি রেঁধেছেন বেড়েছেন উনিই দিবেন। যাও মা; তুমি রাগ কর্‌লে কি চলে?

বধূ তথাপি অচল ও নির্ব্বাক। বিপিন বলিলেন,—“তুমি যাও না মা আর কতক্ষণ ব'সে থা'ক্‌ব?”

তখন মাতা উঠিয়া, গৃহমধ্যে গমন করিলেন। একখানি ক্ষুদ্র কটাহে মৎস্যের ঝোল রাঁধা ছিল এবং পার্শ্বে একটা বড় বাটীতে কি ঢাকা ছিল; বুড়ী ঢাকা পাত্র উন্মোচন করিয়া দেখিলেন, মৎস্য মুণ্ডটি অক্ষত দেহে কয়েকখানি কোলের মৎস্য পার্শ্বে লইয়া তন্মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছে। তিনি দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন এবং ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন; বিপিনকে বুঝাইবার জন্য সে অবস্থা চাপিয়া যাওয়া উচিত মনে করিলেন না। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—“ওগো, তোরা ঝগড়া করিস্ না; মুড়ো আছে আছে, বৌমা একটু ভুলো কি না,—বাটীতে ঢেকে রেখে— কড়াইতে না পেয়ে,—ভেবেছেন বিড়ালে নিয়ে গিয়েছে।”

বিপিনের স্ত্রী শাশুড়ী ঘরে যাওয়া পর্য্যন্ত ঘন ঘন সে দিকে চাহিতেছিলেন। যখন দেখিলেন, তাঁহার ঢাকা পাত্র উন্মোচিত হইল, তখন তিনি গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—কিন্তু গৃহমধ্যে গমন করিতে না করিতেই মৎস্য মুণ্ডের বাটী লইয়া বিপিনের মাতা বাহিরে আগমন করিলেন এবং পুত্রদ্বয়ের মাঝখানে নামাইলেন।

বিপিন দেখিয়া অবাক্! জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কোথায় ছিল?”

মা। কড়ার পাশেই।

বিপিন। তবে যে বলিলে খুঁজিয়া না পাইয়া?

মা। যাক্, বাবা ও ছাড়া আর কি বলি?

ক্রুরা সর্পীর পুচ্ছে পদাঘাত করিলে সে যেমন উচ্চ মস্তকে গর্জ্জন করিয়া উঠে, তেমনই ভাবে গর্জ্জন করিয়া বিপিনের স্ত্রী বলিলেন,—"তবে আমি খাব ব'লে লুকিয়ে রেখেছিলাম! আমি চোর—আমি ডাকাত;—আমি তোমাদের সব খাই। বেশ; এ কলঙ্কে গলায় দড়ি দিয়ে মরাই আমার উচিত। যমও আমায় নেবে না।"

এই বলিয়া তিনি নামিয়া যাইতেছিলেন। বিনয়ের আনীত চাউলের ধামা ও বাটীতে করা তৈল, ডাইল, তরকারী প্রভৃতির চাঙারী দুইটি তুলিয়া তখনও ঘরে লওয়া হয় নাই,—তখনও তাহারা সেই সন্ধ্যা হইতে যেখানে বিপিন ও বিনয় তুলিয়া দাবার পার্শ্বে সিঁড়ির কাছে বসাইয়া রাখিয়াছিল, সেইখানেই অবস্থান করিতেছিল। বিপিনের স্ত্রীর ক্রোধোত্তেজিত চক্ষুর দৃষ্টি সেই ধামার উপর পড়িল। তিনি যাইতে যাইতে চাঙারির কাছে গিয়া বসিয়া পড়িয়া দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া—উগো মরিছি গো,—মাগো; তুমি ম'রে স্বগ্যে গিয়েছ—ডেকে নাও গো; আর যাতনা সইতে পারি না গো! এই বলিয়া মুহূর্ত্ত দুই নাকি সুরে কাঁদিয়া লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং যত আপদ বালাই এনে পথের ধারে রাখে, এই বলিয়াই চাউলের ধামার গাত্রে এক ভীম পদাঘাত করিলেন। চেতনাশূন্য চাউল-গর্ভ ধামা, অলক্তক-রাগরঞ্জিত সুন্দরী যুবতীর চরণাঘাত বড় তৃপ্তিজনক বা সুখের বলিয়া জ্ঞান করিল না। পার্শ্বস্থিত চাঙারিটিকে সে আঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্যই বুঝি বুকে করিয়া ঠেলিয়া লইয়া সরিয়া গিয়া পথ প্রদান করিতেছিল; কিন্তু সেদিকে আর স্থান ছিল না। তাহারা গিয়া একেবারে প্রাঙ্গণে উপুর হইয়া পড়িল। তখন চাউলে ডাইলে গুড়ে

সব মিশিয়া গেল। বিপিন লাফাইয়া উঠিল। দাদার আহার হইল না, কাজেই বিনয়ও উঠিল, বধূ নামিয়া চলিয়া গেলেন। মাতা অগ্রগামী হইয়া যখন সেই মূল্যবান্ দ্রব্যগুলির দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া দুঃখ ও বিনয়ের ভাগ্যের উপর নানাপ্রকার দোষারোপ করিতে লাগিলেন,—তখন পুত্রদ্বয়ও তাঁহার নিকটে গমন করিল। এদিকে দুইটা দেশী কুকুর পার্শ্বের সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া গৃহের দিকে লক্ষ্য করিতেছিল; অবসর বুঝিয়া তাহারা একটা ঘরের মধ্যে যাইয়া অন্ন ও মৎস্যের ঝোল প্রভৃতি আহ্লাদের সহিত ভোজনে ব্যাপৃত হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

যখন বাহিরে বিপিনচন্দ্রের কুকুরের উপর দৃষ্টি পড়িল, তখন তিনি দুঃখিত-হৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন,—"বেশ হ'য়েছে,—কুকুরে সব খেয়ে গেল!"

তারপর পার্শ্বস্থিত একগাছা যষ্টি লইয়া যেমন তিনি সেই কুকুরটাকে তাড়াইয়া গিয়াছেন, অমনি গৃহ মধ্য হইতে মুখ চাটিতে চাটিতে আর একটা কুকুর ঝাঁপাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। বিপিনচন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন,—হাঁড়ির ভাত, কড়াইয়ের মাছের ঝোল, কতক খাইয়া, কতক ফেলিয়া, কতক ছড়াইয়া কুকুর-প্রবর বাহির হইয়া গেলেন। তখন বিপিনচন্দ্র "আমার মরণ হলেই "বাঁচি" এই কথা বলিয়া অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে বিশেষ বিরক্তির সহিত তথা হইতে চলিয়া গেলেন। মাতা, বধূ ও বিনয় সকলেই সে অবস্থা দেখিল। মাতা ও পুত্র চলিয়া গেল; রহিলেন মাত্র বিপিনের স্ত্রী।

রন্ধন-গৃহের দেওয়ালে হেলান দিয়া বিপিনের স্ত্রী সেখানে একা বসিয়া রহিলেন। দুই তিনটা বিড়াল জুটিয়া ছড়ান মৎস্য খণ্ডগুলি অবাধে ভোজন করিতে লাগিল। যে কেরাসিনের ডিবাটি সন্ধ্যা হইতে জ্বলিয়া জ্বলিয়া বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া এ পর্য্যন্ত আলোক

দানে গৃহের অন্ধকার বিদূরিত করিতেছিল, সে এতক্ষণে তৈলাভাবে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। সমস্ত গৃহ, সমস্ত দাবা, সমস্ত প্রাঙ্গণ, সমস্ত দিক্ অন্ধকার; সেদিন কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি, তখনও চন্দ্র দেবের উদয় হইবার সাড়াটি পাওয়া যায় নাই; তারকাপুঞ্জ নীলাম্বর-তলে উঠিয়া বসিয়া আপন আপন ক্ষুদ্র কিরণটুকু দ্বারা চাঁদের অভাব ঘুচাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল। নদীর ওপার হইতে বিরহ-বিধুরা চক্রবাকীর করুণার্ত্ত স্বর আসিয়া মানব ও মানবীর কর্ণে ঝঙ্কার করিতেছিল।

পুরাণ পাঠে জানা যায়, আদিকালে দেবদানবে সংমিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন করিয়াছিল; এই সমুদ্র মন্থন ফলে সুধাও উঠিয়াছিল, কালকূটও উঠিয়াছিল। মনে হয়, মানব মানবীর হৃদয়-সমুদ্রে সর্ব্বদা দেবাসুরের সমুদ্র-মন্থন সংঘটিত হয়। এ সমুদ্র-মন্থনের রজ্জু চিন্তা কখনও দেবতার টানে দেবতার দিকে যায়,—কখনও দানবের টানে দানবের দিকেই যায়! প্রাগুক্ত ঘটনা লইয়া সে দিন রাত্রিকালে বিপিনচন্দ্রের বাটীর সকলেরই হৃদয়-সমুদ্রের মন্থন হইয়াছিল। আমরা এস্থলে একে একে সকলগুলির কথাই বলিয়া দিতেছি।

বিপিনচন্দ্রের স্ত্রীর চিন্তা-রজ্জু যখন দেবতার দিকে বেশী টানিয়া আসিল, তখন তাহার মনে হইল,—কাজ ভাল হয় নাই। মুড়োটা একদম লুকাইয়া রাখা আমার নেহাৎ অন্যায় হইয়াছিল। অত বড় মাছের মুড়োটার যে খোঁজই হবে না, এ ধারণা করা আমার ভুল হইয়াছিল। আমি মেয়ে মানুষ,—আমি গিন্নী,—আমি হাতে করিয়া দশ জনকে খাইতে দিব,—আমার অত লোভ হইবে কেন? অতি লোভে তাঁতি নষ্ট! বিনয় আমাকে শ্রদ্ধা করে,—গিন্নী বলিয়া মান্য করে, নেহাৎ শান্তশিষ্টভাবে আমার আদেশ পালন করিয়া থাকে; আমার রাগ তার উপর অতই বা হয় কেন?

আবার দানবের দিকে টান পড়িলে, মনে হইল,—গোবধকালে খুড়ো কর্ত্তা। খাওয়ার সময়, দেওয়ার সময়, কাজকর্ম্ম করিবার সময় আমি; আর ফলটি আনিয়া,—মিষ্টিটুকু আনিয়া, দেওয়া হয়,—বুড়ো বাপ-মার হাতে। কালে পয়সা রোজগার করিলে বাপ-মার হাতে যে দেবে সে নিঃসন্দেহ। আর দুদিন পরে বিয়ে হবে—বৌ আসবে;—আর আমার হাতের সব কেড়ে নেবে। যে শাশুড়ী আমার,—তিনি ছোট ছেলেকেই ভালবাসেন; যে দু একখানা তাঁর সেকেলে গহনা আমাকে দিয়েছেন, ছোট বৌ এলে নিশ্চয়ই তা কেড়ে নিয়ে তাকে দেবেন। তবে আমি এ সংসারে গাধার খাটুনি খাটি কেন? ঐ যে বাড়ুয্যে খুড়ী ব'লে গেল,—"কাণা ভাই; ভাগের গোঁসাই", চুল চিরে নেবে,—তবে খাটি কেন? মিনসেরইবা রক্ত জল করা পয়সা ভাগ ক'রে দিতে দেব কেন? আমাদের দুটো পেট—ওদের তিনটা পেট, ওদের পেটেই সব যাবে। বিনয়ের ত বড় রোজগার! ও রোজগারে আর তিনটে পেট ভ'রতে হয় না।

১ম। বাপ মা কি বিনয়ের একা?

২য়। বিনয় যে তাঁহাদের ভালবাসার জিনিষ; তবে এ একজন খেতে দেবে কেন?

১ম। তুমিই বা বিপিনচন্দ্রের সর্ব্বস্ব গ্রাস করিবার অধিকারিণী কিসে হইলি? তার বুড়ো বাপ মাকে খেতে দেবে না, ছোট—ভাইকে খেতে দেবে না,—ছোট ভায়ের বে দেবে না,—মানুষ মানুষে তা ক'রবে না,—একা তুমি তার সর্ব্বস্ব কিসে হইলে?

২য়। তা' কে বলিল,—কিন্তু আমি কারও অধীন হ'তে পা'রব না। আজ বাদে কা'ল বিনয়ের বে হবে। বৌ এসে আদাআদি সব বুঝে নেবে;—সে আমি সইতে পা'রব না। আমি চাই,—একা

হবো,—যা আমার থাকে, আমার হবে। এখন মিন্‌সে মাথার রক্ত জল ক'রে খুদ-কুঁড়ো সঞ্চয় ক'রবে—তা' ভাগ ক'রে দিতে হবে,—আর ভবিষ্যতে বিনয় যখন বেশী রোজগার ক'রতে পা'রবে, তখন পৃথক হয়ে নিজেরটা নিজে রাখবে। মিন্‌সে বুড়ো হবে,—রোজগারের পথ রুদ্ধ হবে,—এদিকে কতকগুলা ছেলে পুলে জন্মাবে,—কাজেই না খেয়ে ম'রতে হবে।

১ম। তবে তুমি কি চাও?

২য়। চাই, অঙ্কুরেই নষ্ট ক'রতে—এখন থেকে যা রোজগার হবে, তা সঞ্চয় রাখতে।

১ম। লোকে নিন্দা করবে—ছিঃ! আরও ভ্রাতৃস্নেহ—বৃদ্ধপিতা মাতার উপর ভক্তি,—মানুষের কর্ত্তব্যজ্ঞান, এগুলো সবারই আছে;—বিপিনেরও আছে। তা'থেকে সহজে পৃথক্ হওয়া সম্ভব নহে। বিশেষতঃ বিনয় দুপয়সা রোজগার ক'রতে আরম্ভ করেছে,—এখন পৃথক করা সহজ হবে না। এই ত আজ এক খেলা খেলতে গেলে, নিজেই ধরা প'ড়ে সকলের কাছে নিন্দায় ও স্বামীর কাছে দোষের ভাগী হ'য়ে মোলে।

দ্বিতীয় টানটা শ্লথ হইল। বোধ হইল যেন, দেবতার টানই অধিক পড়িল—দেবতারই জয় ঘটিল। কিন্তু তাহা হইল না; আরও খানিক পরে সমস্ত টানটুকু যেন দৈত্যের দিকে আসিয়া পড়িল। কুচিন্তার সফলতা ঘটিয়া গেল। অন্তরের ভাব মুখে ভাসিয়া উঠিল, ভ্রুকুটি-কুটিল নয়নের তীব্র কটাক্ষ সেই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ভাসিয়া ভাসিয়া যেন কাহাকে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিল। তারপরে যেন স্বামীর দেখা পাইয়া, পিশাচীর জলিতকণ্ঠে বলিয়া দিল—"এইবার তোমার ভ্রাতৃস্নেহ ঘুচাইব। তোমার বাপমার উপরে শ্রদ্ধাভক্তি টলাইব।"

সে কথা কিন্তু স্বামী বা আর কেহ শুনিল না। বুঝি অন্তরতত্ত্ব অভিজ্ঞ একটা টিকটিকি সে কথা শুনিতে পাইয়া, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী সহচরকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাঙালীর মেয়েগুলা আগে সাক্ষাৎ দেবী ছিল। বিবাহের সময় "অগ্নিসাক্ষী" করিয়া যাহা প্রতিজ্ঞা করিত, শ্বশুর-কুলে আসিয়া তাহা বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিত। এখন তাহা করে না কেন? এখন শ্বশুর-কুলে আসিয়াই শাশুড়ীর জিনিষগুলির উপর টান ধরে; তারপরে সেগুলি হস্তগত করিয়া লইয়া স্বামীটিকে সরাইয়া লয়। ইহার পরে যদি স্বামী চাকুরে হয়, তাহা হইলে তাহার সহিত বিদেশে চলিয়া যায় এবং সে পৃথক সংসার পাতাইয়া বসে। আর যদি গৃহে-থাকা স্বামী হয়,—দেবর, ননদ, শ্বশুর, শাশুড়ী সকলগুলিকে বঞ্চিত করিয়া পৃথক হইয়া বসে। ছোট ভায়ের স্ত্রীও যে এ দোষে দুষ্টা নহে, সে কথা বলিতে পারি না!" তাহার পার্শ্বচর উত্তর করিল—"কেবল যৌবন-বিবাহ আর শিক্ষার দোষেই প্রধানতঃ বঙ্গের গৃহে গৃহে এ আগুন জ্বলিয়াছে। তদ্ভিন্ন শ্বশুর শাশুড়ী দেবর বা ভাসুর ও ননদ সকলেরই বুঝিবার ও বুঝাইবার ভুলে এ অঘটন ঘটিয়া উঠিতেছে। একটু লক্ষ্য করিয়া যাও, বিপিনচন্দ্রের এই ক্ষুদ্র সংসারেই আমার কথার প্রমাণ পাইবে।"

— বিপিনচন্দ্র বড় বিরক্ত হইয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হৃদয়ে বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন। বহির্ব্বাটী অর্থে মেটে প্রাচীরের গায় একখানি চাল লাগান, তাহাতে টোয়াইয়ের বেড়া ঘেরা ও একটু উঁচু ভিটা গাঁথা।

এই চালাটুকু বহুকাল হইতে তাঁহাদিগের চণ্ডীমণ্ডপই বল,—বৈঠকখানাই বল, আর অতিথিশালাই বল,—সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছে। সেই চালার মধ্যে বিপিনচন্দ্র একা গিয়া বসিয়া পড়িলেন; চারিদিকে অন্ধকার; কাজেই সেই চালাটুকুও আলোক

অভাবে সন্ধ্যা হইতেই কুক্ষি মধ্যে একরাশ অন্ধকার জমাট পাকাইয়া লইয়া বসিয়াছিল। বিপিনচন্দ্র সেই অন্ধকার মধ্যে একা;—তাঁহারও হৃদয়মধ্যে দেব-দানবের সমুদ্রমন্থন।

১। মাগীটা বড় ধড়িবাজ; মুড়োটা সেরে রেখে বলিল কিনা, বিড়ালে খেয়ে গিয়েছে! শেষ, ধরা প'ড়ে কি কাণ্ডটাই না ঘটাল। আমিও রত্ন—চিনি চিনি, চিনতে পারি না, ধরি ধরি ধরিতে পারি না!

২য়। চিনিতে পারিলে—ধরিতে পারিলে কি কর?

১ম। উহার মিথ্যা কথায়—উহার লাগালাগিতে, পিতামাতার উপর শ্রদ্ধাহীন হইয়াছি,—ভ্রাতৃস্নেহে জলাঞ্জলি দিয়াছি;—বাকি কি রহিয়াছে?

২য়। এখন কি করিতে চাও?

১ম। সাবধান হইব। উহার কথায় আর কান পাতিব না,—গ্রাহ্য করিব না। আপন কর্ত্তব্য আপনি স্থির করিয়া সংসার করিতে থাকিব।

২য়। বাপরে;—কি তেজি লোক গো! মেয়ে মানুষ—ছেলে মানুষও বটে—মুড়োটুকুর উপর লোভ গিয়াছিল, তোমাদের পাতে দিলে নির্ব্বিবাদে তোমরা দুই ভাইতে ভোজন করিয়া ফেলিতে, বিন্দুরও প্রত্যাশা ছিল না। তোমরা যজমান বাড়ী থেকে পাও,—নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে পাও,—কুটুম্ব-সাক্ষাতের বাড়ী গেলেও পাও। তোমাদের যে আর্থিক অবস্থা, জীবনে কখনও উহাকে মাছের মুড়ো কিনিয়া খাইতে দাও নাই; জীবনে পারিবে কিনা তাও সন্দেহ। অত রাগই বা হয় কেন?

১ম। রাগ হয় মিথ্যা কথায়।

২য়। এখানে সত্য কি বলিবে? কোন মেয়ে মানুষেই স্বামী ও দেবরের কাছে বলিতে পারে না,—ওগো আমি মাছের মুড়ো খাইব বলিয়া তুলিয়া রাখিলাম। দোষ তোমার, আর তোমার মার।

১ম। মার কি দোষ?

২য়। তাঁর কি সেটা তোমাদের কাছে আনিয়া হাতে পাতে ধরাইয়া দেওয়া উচিত হয়েছে? তিনি শাশুড়ী—মায়ের তুল্য। তাঁর এটুকু বোঝা উচিত ছিল যে, খেতে ইচ্ছা করেছে—তাইতো রেখেছে। এক কড়া মাছ ছিল, তাতে আর তোমাদের তিনটে পেট ভ'রতো না? আসল তিনি বৌটাকে দেখতে পারেন না।

১ম। আমার কি দোষ?

২য়। অত সোর গোল,—লাফালাফি,—ফেলে দেওয়া,—উঠে পড়া—এমন করা কি উচিত হয়েছে? মনে পড়ে কি? অগ্নিসাক্ষী করিয়া বিবাহের সময় কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছ? শত দোষ মার্জ্জনা করিবে,—সৎশিক্ষা দিবে,—গৃহের কর্তৃত্বের ভার দিবে,—লজ্জা, সরম, মান, যশ, যাহাতে রক্ষা ও বৃদ্ধি পায়, তাহা করিবে,—সামান্য কারণে—এক মুহূর্ত্তের অপরাধে, অত চটিলে চলিবে কেন গা?

ক্রমে দেবতার টান শ্লথ হইতে লাগিল।

১ম। আমার মরণ না হইলে, আর এ জ্বালা যাইবে না।

২য়। সে কামনা আবার কে করিয়া থাকে? বিনয় নেহাৎ মন্দ মানুষ ছিল না; কিন্তু তোমার মা বড় একচোখো।

১ম। তাও কি হয় গো! মাতৃকরুণা, মাতৃস্নেহ সব সন্তানের উপরই সমান।

২য়। ঐ পরের মেয়েটা আসিয়া সেই করুণা, সেই স্নেহের মাঝখানে আগোড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৌটাকে তিনি গোড়া থেকেই দেখিতে পারেন না; আর তুমিও যদি তার উপর নির্দ্দয় হও, তাহার সামান্য কথায়, সামান্য কাজে, চটিয়া পটিয়া লাল হইয়া উঠ, তবে বেচারা যাইবে কোথায়?

১ম। তবে ওর জন্যে নির্দ্দোষ বুড়ো বাপ মা আর সরল শান্ত ভাইটিকে ত্যাগ করিতে বল?

২য়। তাঁকে বলিতেছে ;- সকলকে নিয়ে মানিয়ে গুনিয়ে সংসার কর। অবস্থা ও ঘটনা বুঝে কাজ করিয়ো। বলিয়াছি,—মা একচোখো,—বাপ ও ভাই তাঁর অনুগত; কাজেই বৌ একা। তুমি একটু সেদিকে দৃষ্টি রেখে—একটু ঝোঁক বেশী রেখে—বুঝে সুঝে কথা বলিলে ও কাজ করিলে, সংসারে বড় অধিক গোলযোগ ঘটিবে না।

ধীরে ধীরে—অতি ধীরে দানবের জয় ঘটিল।

গৃহ মধ্যে বসিয়া বিপিন ও বিনয়ের পিতা যখন স্ত্রীর নিকট সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন, তখন ক্রোধে ক্ষোভে দুঃখে ও ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাঁহারও হৃদয়-সমুদ্র আলোড়ন বিলোড়ন আরম্ভ হইয়াছিল। সেখানেও দেব-দানবে সংঘর্ষ চলিতেছিল।

১ম। আমি জীবিত থাকিতেই ছোঁড়া দুটা এত কষ্ট পাইতে লাগিল, ইহা বড়ই ক্ষোভের বিষয়। জিনিস আনিয়া খাইতে পাইবে না—পরিশ্রম করিয়া আসিয়া শান্তি মিলিবে না,—তৃষ্ণার্ত্ত হইলে জলবিন্দু পাইবে না। ক্ষুধায় দুটি অন্ন দিতে গেলে ঝগড়ার আগুন জ্বালাইয়া বসিবে, এমন করিয়া তাহারা বাঁচিবে কি প্রকারে?

২য়। এ দোষ কার?

১ম। ঠিক বুঝিতে পারি না। বোধ হয় গিন্নীর। তিনি একটু সুনিপুণ হস্তের শৃঙ্খলার সহিত চালাইতে পারিলে, এত সত্বর এত বিশৃঙ্খলার আগুন জ্বলিত না।

২য়। না গো না! দোষ ঐ ছোট লোকের মেয়ের—অভাগীর বেটির। ভারি বজ্জাৎ,—ভারি ধড়িবাজ,—ভারি একগুঁয়ে—এত বড় ছেলেটার লাগালাগি ভাঙাভাঙি করিয়া এ সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে। আমরা বিপিনের কাছে পর হইয়াছি,—বিনয় চক্ষুর বালি হইয়াছে। ঐ ছোটলোকের মেয়ে যা বলে, তাই শোনে মাত্র। ওঃ বিপিন কি বোকা কাজ করেছে? মনে

হইলে আমি যে তার বাপ—আমি যে এত বৃদ্ধ,—তথাপি আমার শরীরের রক্ত আগুন হইয়া উঠে। ইচ্ছা হয় না যে, ওর মুখ দেখি। যজমান বাড়ী ছেলেটার নামে কি দোষ দিয়া আসিয়াছে। বিনয় আমার দেবতার মত; তাই ও দাদার ভক্ত ও অনুরক্ত আছে। আর গিন্নীর অপরাধ কি? সে বৌকে ঘরে আনিয়া তাহার অলঙ্কার পত্র, বাক্স, পেটারা, হাঁড়ি, বেড়ী সব ছাড়িয়া দিয়াছে।

১ম। ঐ সব লইয়াইত গোলযোগ! দেবার সময় দিয়াছেন, কিন্তু বহরে পাইতেছেন না। বৌ সমুদয় সংসারটিতে আমিত্বের মার্কা মারিয়া চাপিয়া বসিয়াছেন; এখন আর তাহার বালুকা বিন্দুতে কাহারও দৃষ্টি দেখিলে, অসহ্য জ্ঞান করিতেছেন। কাজেই বধূ চাহেন, শ্বশুর,—শ্বাশুড়ী, দেবর, ননদ প্রভৃতিকে দূরে সরাইয়া দিতে,—এমন করা কখনই ভাল নয়; অতএব গিন্নীর দোষ ইহাই। গোড়ায় যদি আপন হাতে কর্ত্তৃত্ব রাখিয়া—আপনার সংস্থান আপনি বুঝিয়া রাখিয়া,—সমানভাবে সকলের উপর শাসন পালন করিয়া চলেন, এমন ঘটে না।

২য়। এখন কি করিতে চাও?

১ম। কি আর করিব? এইরূপ দলিত মথিত ও ক্ষুব্ধ হৃদয় লইয়া যন্ত্রণার আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া দিন কাটাইব।

২য়। ছোট ছোঁড়ার উপায়? আমার পরামর্শ শোন,—উহাকে লইয়া পৃথক হও। ও যা রোজগার ক'রে আনে, তাই খেয়ে কোন রকমে দিন কাটাও। ভগবান্ একরকমে চালিয়া দিবেনই।

১ম। পাগল কিনা,—তাই অমন বদখৎ মৎলব! বিনয়ের যা রোজগার তাতে আমাদের চলে না। বিশেষতঃ আমি থাকৃতে ওদের পৃথক হওয়া কখনই ভাল দেখায় না; আর বিপিন? বিপিন আমার পর হবে, আমার যে বড় স্নেহের,—বড় আদরের বিপিন—তাকে ঐ রাক্ষসীর কাছে রেখে

আমরা দূরে সরিয়া যাইব ? দীর্ঘকাল সংসার-বাসের অভিজ্ঞতায় এতৎ-সম্বন্ধে যে জ্ঞান—যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, শ্বশুর শাশুড়ী দেবর প্রভৃতিকে স্বতন্ত্র করিতে পারিলেই, ঐ শ্রেণীর বধূগণ স্বামীর উপর সমস্ত কর্ত্তৃত্বের চাপ দিয়া বসেন—তাহাকে মেষ-শাবকে পরিণত করিয়া লইয়া—দাবির পর দাবি চালাইয়া বিধ্বস্ত করিয়া তুলেন,—আছে না আছে, ক্ষমতায় কুলায় কিনা, শরীরে সহ্য হয় কিনা, মান সম্ভ্রম থাকে কিনা—এ সকলে নজর রাখেন না ; সর্ব্বদাই 'আন আন' শব্দ, সময়ে খাইতে নাইতে দেওয়া, ঘুমাতে দেওয়া—ইহাও ঘটিয়া উঠে না ! আমার বিপিন তেমন হবে—জীবন্ত থাকিতে কখনই আমি তাহা করিতে পারিব না ।

২য় । তবে মর ।

এখানে কাহার জয় ঘটিল ? যাহারই ঘটুক অদূরে বসিয়া গৃহিণী যে চিন্তা করিতেছিলেন, তাহাও এইরূপ ; সুতরাং অনালোচ্য ।

বিনয় বড় অধিকক্ষণ দেব দানবের মন্থন হইতে দেয় নাই । আরম্ভ হইতেই সে ভাবিল,—আমার চিন্তায় কিছুই আসিয়া যায় না ; কোন কাজই হয় না ; তবে বুড়ো বাপ মা লইয়া যা ভাবনা । সব গুটাইয়া আনিয়াছিলাম,—ভাবিয়াছিলাম, বাবা ও মা ডুটো খাবেন, দেখে সুখী হবো । কিন্তু আমি হতভাগা ! তার বদলে তাঁদের উপবাসের জ্বালা অনুভব করিতে হইল ! বুঝি বিধিলিপিই এইরূপ—নিজের পেটেও যে ক্ষুধা কম, তাও না ।

বাস্তবিক সে রাত্রিতে সে বাড়ীর কাহারও আহার হইল না ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—০-○-০—

পল্লীর দাদাঠাকুর গিরীন্দ্রনাথের বৈঠকে যখন অনেকগুলি লোক আসিয়া জমিয়া বসিয়াছিল এবং তিনি তন্মধ্যবর্ত্তী একটা মাদুরে বসিয়া সকলকে যথাসম্ভব তাহাদের কার্য্যসম্বন্ধে উপদেশ দানে কৃতার্থ করিতেছিলেন, সেই সময় নবীন ঘোষ আসিয়া প্রণাম করিল। তাহার দিকে একবার মাত্র চাহিয়া দেখিয়াই, দা'ঠাকুর ওরফে গিরীন্দ্রনাথ অপরের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। অপরদিন কিন্তু নবীন আসিলে আগেই তাহার সহিত কথা কহিতেন। ভাবান্তর—এ কৃপা-বিহীনতা কেন জন্মিল? নবীন হঠাৎ তাহা বুঝিতে পারিল না; কিন্তু মনে মনে বিরক্ত হইল। সে মনে মনে বলিল—'দা'ঠাকুর; অনেকে একথা আগেই ব'লেছিল, তুমি গাছে চড়াইয়া মই কেড়ে নাও।

তারপরে সে বিনা আহ্বানেই নাতিদূরে উপবেশন করিল, এবং অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন দেখিল, অপরের সহিত কথা বলা দাদাঠাকুরের আর শেষ হয় না, তখন সেই কথার মধ্যেই বলিল,—"আমার কথাটা একটু শুনে লাও দা'ঠাকুর; আমি যে যান্নামে যাই,—আর ত' ভিটেয় থাকতে পারি না।"

দা। না থাকতে পারিস, উঠে যা।

ন। বেশ জবাব ত এখন দিলে দা'ঠাকুর! গোড়ায় যদি এমন ব'লতে, আমি মহাজনের হাতে পায়ে ধরে, যেমন হয় একটা কোর্যে লেতাম।

দা। আমি কি তোকে তোর বাড়ী ডাকতে গিয়েছিলাম—আমার লাভ? যা বাপু উঠে যা, আমার এখানে আর আসিস্ না।

ন। মোরা চাষা মানুষ, মোগের কথায় কি রাগ কোরতে আছে দাঠাকুর? ধানডা পানডা গরুডা বাছুরডা যা ছেলো, সব বেচে মামলা কল্লাম, তবু তার শেষ হোলো না,—আর কিছু লেই যে তাই দিয়ে, মামলা চালাই। সেখানে গেলেই লেহাৎ দশ ট্যাকা চাই।

দা। আমাকে কি টাকা দিয়ে তোর মামলা চালাতে বলিস্?

ন। তুমি কোয়েলেন কিন্তু কুড়িখানেক ট্যাকা হোলেই মামলা শেষ হবে, এখন সাত কুড়ি উড়ে গেল, তবু কাজের শেষ হলো না।

দা। কাজেই; আমার বড় গরজ বেদেছিল, তাই তোকে ডেকে টাকার ফুরান ক'রে মোকদ্দমা আরম্ভ ক'রেছিলাম। যাও—যাও—পাঁচজন মণ্ডল প্রধান প্রজা এসেছে, ওদের কথা শুনতে দাও, বাজে কথা শুনবার আমার সময় নেই।

ন। মোকদ্দমার দিন ত আবার কাল। সব গিয়েছে দাঠাকুর, আমার সব গিয়েছে। ছিল দুটো হালের বুড়ো গরু;—তারি একটা কাল বেচে ফেলেছি পনর টাকায়। চার ট্যাকার ধান কিলে সংসারে দিয়েছি, এক ট্যাকার তেল লুন কিনে দিয়েছি, বাকি দশ ট্যাকা হাতে আছে, এই ট্যাকা টেকে কোরে যাতি হবে, উকিল কয়ে দিয়েছে, এদিকে লোকদ্দমা থাকবে না। সাক্ষী সাবুদ গুছিয়ে লিয়ে যেতি। কি বলবো কি করবো সে সব তুমি শিখিয়ে দাও দাঠাকুর? যেল মরিলে দাঠাকুর এর ওপর ডিক্রি মারলি একেবারেই ভিটেছাড়া হতে হবে দাঠাকুর,—দোহাই তোমার দাঠাকুর!

দা। গোড়ায়ও ব'লেছি,—এখনও 'ব'লছি, ফুঁয়ে উড়ে যাবে এ মোকদ্দমা,। সন্ধ্যের সময় আসিস—ঠিক কোরে সব বোলে কোয়ে দেব। সন্ধ্যের পরেই দুটো ভাত খেয়ে সাক্ষী সাবুদ ডেকে নিয়ে এস।

ন। তাখোন আসা বড় মুস্কিল হয় দাঠাকুর, যা কবার এখুনি কয়ে দাও দা'ঠাকুর।

দা। চাষা নিয়ে কাজ করাই মুস্কিল,—যত মুখ্যুর দল—মামলা মোকদ্দমার কাজ—আইনের বই দেখতে হবে, ভেবে চিন্তে দেখতে হবে, তবে ত ব'লে দিতে হবে। সন্ধ্যের পরে না হয়, খানিক বেলা থাকতে এস। এক কাজ ক'র্‌তো নবীন ঘোষ? মাঝের পাড়ার মাধব মণ্ডল চাট্টি ছোলা দিতে চেয়েছে, আসবার সময় সেইগুলো নিয়ে এসো ত।

ন। সে আবার উজোল যেতে হয় দাঠাকুর, আমার সময় কোথায়?

দা। কি আশ্চর্য্য! আমি তোমাদের জন্য খেটে মরি, আর তোমরা আমার একটু উপকার ক'রতে পার না? ক'রতে হলেই মর। শাস্তর যে বলে,—'চাষাং উপকারং ধত্বং ধত্বং নকবং নকনং' তা সত্য শাস্তর মিথ্যা নয়।

ন। কেন দাঠাকুর; আমি এই মামলা বেধে পর্য্যন্ত বেগার ত দিচ্চিই; কিসি কোরে আন্‌ব?

দা। তোমার বাড়ী থেকে একটা পাত্র নিয়ে যেয়ো; কতটা দেবে ঠিক নেই—ডা'ল খেতে দেবে; খুসী হোয়ে দেওয়া—আট দশ সের ধরে এমন একটা পাত্র নিয়ে যেয়ো। তার মেয়ের পায়ে ঘা হ'য়েছিল,—কত ডাক্তার কবিরাজ দেখিয়েছে,—কত টাকা খরচ ক'রেছে,—ঘা সারে নাই। অবশেষে আমি ঘি জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম; তাতেই সেরে গিয়েছে।

নবীন ঘোষ উঠিয়া গেল। রাগত যে তিন জন লোক সেখানে উপবিষ্টদ্

ছিল, তাঁহার মধ্য হইতে নছির মণ্ডল বলিল,—"দাঠাকুর কি চিকিৎসেও কোরে থাক ? আপনি দেখছি, সব কাজই জান।"

দাঠাকুর গর্ব্বের হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"না জানিলে গভরমেণ্ট ছাড়ে কৈ। যারা প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়িত হয়, তাদের সব বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান থাকা চাই। হিন্দু শাস্তর, মুসলমান শাস্তর, খিষ্টানি শাস্তর, চিকিৎসে শাস্তর, আইন-আদালত সব জানতে হয়।"

নছি। আমার অম্বলপিত্তির ব্যামো আছে দাঠাকুর ; তা যদি সেরে দিতে পার, তোমারে আমি খুসী কোরব।

দা। অম্বলপিত্তির ব্যায়রাম ? ফুঁয়ে উড়ে যাবে ; সেবার শোন নি আমাদের বড় সাহেবের ঐ রোগ হয়েছিল— মরেন আর কি ! ব্যাথা ধ'রে চীৎকার ক'রে বেড়াতেন—কত ডাক্তার কবিরাজে দেখলো,—কত টাকা খরচ হোলো,—কিছুতেই সারল না। অবশেষে মেমসাহেব আমাকে ডাকিয়ে কি করা যায় তার যুক্তি জিজ্ঞাসা ক'রলেন। শুনে আমি আমার অষুধ দিলাম,—সাত পাত অষুধ খেয়েই, রোগ কোথায় দূর হোয়ে গেল। মেমসাহেব আমাকে একশ টাকার নোট দেন—আর সেই পর্য্যন্তই তো বড় সাহেবকে আমি যা বলি, তাই শুনে কাজ করেন। প্রথমে তিনটে টাকা বকাল কিনতে লাগে, আর গাওয়া ঘি এক পোয়া, কৈমাছ দশটা ; কৈমাছ ঐ ঘিয়ে ভেজে বকালগুলোর গুঁড়োর সঙ্গে সেই ঘি মিশিয়ে বকালগুলোকে বদ্ধ হাঁড়ীতে পোড়াতে হবে, সেই ভস্ম খাওয়া ও সত্বর রোগ সেরে যাবে।

আসল কথা দাদাঠাকুর কতকগুলি টোটকা ঔষধের ফর্দ্দ করিয়া খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছেন। মৎস্য, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ এবং বকালের মূল্য গ্রহণ করিয়া নিজের সংসার খরচ করেন এবং সেই টোটকা ঔষধ প্রদান করিয়া থাকেন। ভাগ্যক্রমে কেহ আরোগ্য হয়, কেহ হয় না।

নছির মণ্ডল আদিষ্ট জিনিষগুলি লইয়া তিন চারি দিবসের মধ্যেই আসিবে জানাইল। তাহার সঙ্গী জরিপ মণ্ডল বলিল—"বাড়ীতে অনেক কাজ আছে দাঠাকুর; তোমার কাছে যে জন্যি আসা তা শোনেন। আমাদের বাড়া কুশোখালি আপনি জানেন কি দাঠাকুর?"

দা। তা আর জানি নে? আমার জুরিস্‌ডিক্‌সনের মধ্যে যে কখান গাঁ আছে, তার মধ্যে আমি না চিনি এমন লোকই নাই। চেনার বিশেষ দরকার। শুধু চেনা নয়—সকলেরই হাল-চা'ল স্বভাব-চরিত্তির জানাও দরকার। কে ভাল মানুষ, কে চোর চোট্টা, কে বদমাস্, কে সাধু, কে অসাধু সব আমাদের ডায়রিতে লিখে রাখতে হয়। বিশেষ তোমরা গ্রামের মধ্যে প্রধান লোক—মানী লোক—মণ্ডল লোক, তোমাদের আর চিনি নে? কি মনে কোরে এসেছ বল?

জরি। আমাদের মানসম্ভ্রম গেল দাঠাকুর! আমাদের গাঁ হোয়েছে দো দ'লে। রমজান খাঁ আমাদেরই ঘরের ভাগনে, সে এখন এক দল পাকিয়ে বসেছে, আমাদের আর ওগাঁয় বাস কোত্তে দেয় না। আমার এক ভাইপো বেটার বৌ জর হোয়ে মারা গিয়েছে, সে আজ এক মাসের কথা। এখন শুনচি আমরা নাকি তাকে মেরে ফেলে কবর দিইছি, এই বোলে কে দরখাস্ত দিয়েছে, দারোগা কাল বা পরশু আসবে।

দা। ওঃ—ঠিক ঠিক! সে কথা ত সাহেব আমাকে লিখেছেন; আগে আমাকেই তদন্তের ভার দিয়েছিলেন। জান কি মণ্ডলের পো; আমি ওসব কেস্ ফাইল ক'রতে চাই না। বাড়ীর কাছে বাড়ী, বিশেষ আমার চোখ এড়িয়ে যায় এমন লোক কম। কার কঠোর দণ্ডের আদেশ হবে—চিরকাল সে আমায় গালাগালি দেবে,—সেই জন্য আমি ওসব কেস্ হাতে রাখি না, এখন কি করতে চাও?

জরি। দাঠাকুর! যাতে মানীর মান থাকে, তাই কোর্ত্তে হবে। মানের বড় ভয় করি দাঠাকুর! কব্বর খুঁড়ে দেহ তোলা আমাদের শাস্ত্রের মতে বড় পাপ ও অপমানের কাজ। তারপরে দারোগা গালাগালি না করেন, মামলাটাও না বেধে যায়, আপনিও হাকিম এই জন্যেই এসেছি।

দা। তাইতো এই দারোগাটীও নতুন; এ সব কেসে কব্বর খুঁড়ে মরা তুলে ডাক্তার খানায় পাঠাইয়া দেওয়া,—মার গালাগালি প্রভৃতি কোরে আসল কথা বের করে নেওয়া,—এই হোলো তদন্ত। দারোগা নতুন এসেছে,—শুনছি নাকি ভারি কড়া,—ঠিক বোলতে পারছি না, কি হবে। তবে যখন আমার কাছে এসেছ, এক রকম দেখতেই হবে। কিন্তু অনেক টাকা খরচ কোরতে হবে, এক শ টাকার কমে দারোগাকে পারা যাবে না। তারপরে চৌকিদার, কনেষ্টবল, এদেরও দিতে হবে। একটা খাসি, কিছু ভাল চা'ল, মুগেরডা'ল, মাছ—কিছু দুধ, এসব যোগাড় রেখো। দারোগা আসবামাত্রই আমি তোমাদের গাঁয় যাব; তারপরে যে ব্যবস্থা কোরতে হয়, কোরব।

জরি। অত টাকা কোথায় পাব দাঠাকুর! আমার সাত পুরুষেও কখনও অত টাকার একত্তরে মুখ দেখে নি।

দা। কি কোরবো মণ্ডলের পো, কেস্ ভয়ানক। তবে অতই যে লাগবে, এমনও নয়। যোগাড়ে থেকো, যত অল্পে হয় কোরবো; আমার চেষ্টার ত্রুটি হবে না। কেননা আমার ঘরে ত আর টাকা যাবে না, তোমাদের গাঁয়ের চৌকিদারকে দুপুরের পরেই রোমজান খাঁকে নিয়ে আমার এখানে আসতে বোলো।

জরি। রোমজান খাঁকে কেন দাঠাকুর? সেই ত আমাদের শত্তুর।

দা। তোমরা চাষা মানুষ বুঝবে কি? তার কাছে জানতে হবে মোকদ্দমার গোড়া কোথায়,—সাক্ষী সাবুদ কি রকম যোগাড় করেছে, সত্য মিথ্যা কত দূর আছে—তবে ত মোকদ্দমার সুবিধে অসুবিধে।

জরি। আমরা তোমার আশ্রয় নিয়েছি দাঠাকুর, যেন মরি না।

দা। না, না, তবে খুব সাবধান! মামলাটি বড় ভয়ঙ্কর; টাকার যোগাড় করগে যাও; দারোগাকেই দেওয়া হোক্, আর আদালতেই যাওয়া হোক, টাকা খরচ হবেই।

জরি। আমরা চাষা মানুষ দাঠাকুর, মামলা মোকদ্দমার নাম শুনলেই পরাণ খাঁচা-ছাড়া হোয়ে যায়, যাতে তা না বাদে, তাই করবা।

দা। সেই চেষ্টাই করা যাবে, চৌকিদারকে ঐ কথা অবিশ্যি বোলো।

তাহারা সেলাম করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। পথে যাইতে যাইতে নছির মণ্ডল বলিল,—"মিয়া ভাই, কাজটা ভালো হোলো না; ও লোকটা বড় পাজি, বিষম ধড়িবাজ, লোকের মামলা মোকদ্দমা মিটিয়ে দেবে কি—আরও বাদিয়ে দিয়ে ছিন্নি ভিন্নি কোরে ফেলে দেবে, তার কিছু ঠিক নেই; ভদ্দর লোক মাত্রেই ওর নিন্দে করে, শুনলে না নবীন ঘোষের কথা।

জরি। শুনিছি সব, জানিও সব; কিন্তু আসল যারা ভাল লোক—ভদ্দর লোক, তারা মামলা মোকদ্দমা দারোগা বখশী এ সব হাঙ্গাম—হুজ্জুতের মধ্যে থাকে না,—এ রকম লোকই যায়। দেখলে না, আমাদের গাঁর পাঠশালার গুরুমশায় ছেলে মানুষ হলেও বুদ্ধি আছে, সাহস আছে, কিন্তু মামলা মোকদ্দমার মধ্যে যেতে চায় না। তিনি বলে, আমি এসেছি তোমাদের গায় পাঠশালা কোরে ছেলে পড়িয়ে দুপয়সা রোজগার

কোরছে, আমার কাছে সবাই ভাল—সবাই ভাল। ওসব বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যে আমায় ডেকো না। পেড় নছি! অত টাকা গো, কোথায় পাব, ছেলেটার বৌ মারা গেল জ্বরে, আবার কোথা থেকে বিয়ে দেব তাই ভেবে বেড়াচ্ছি, তা না হোয়ে এখন এই যাতনা! শালা রোমজান খাঁ না মোলে আর আমাদের ভাল নেই।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

———:০*০:———

প্রভাত হইতেই কুশোখালি গ্রামে হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। চৌকীদারের ডাক-হাঁকে,—দম্ভ দাপটে,—সমস্ত পল্লীগ্রাম কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে দিবস আর কৃষকবধূ-কুল জল আনিতে জলাশয়ে যায় নাই; কৃষকগণ কর্ম্মক্ষেত্র মাঠে গমন করে নাই; রাখালেরা গরুর পাল লইয়া বাটীর বাহির হয় নাই; সকলেই ত্রস্ত, ভীত ও কম্পিত। দশখানা গ্রামের দশ-বার জন চৌকীদার, দফাদার স্ব স্ব সাজে সজ্জীভূত হইয়া আসিয়া বড় বড় লাঠি কাঁধে করিয়া সগর্ব্বে গ্রামের মধ্যে বিচরণ করিতেছিল; কখনও চীৎকার করিতেছিল,—ডাকিতেছিল,—হাঁকিতেছিল। গ্রামের দাগী ধরিয়া আনিয়া, মণ্ডল প্রধান ডাকিয়া আনিয়া, সরকারদের চণ্ডীমণ্ডপে লোকে লোকময় করিয়া ফেলিয়াছিল। সে অবস্থা দেখিয়া সরলহৃদয় কৃষকগণ, সরলহৃদয়া কৃষক-বধূগণ,—সকল রকমে সরল কৃষক বালকগণ ভাবিতেছিল,—মহাপ্রলয় বুঝি সমাগত। দুনিয়াদারী বুঝি এইবারই শেষ হয়। যে আসিবে, সে বুঝি ধ্বংসকারী দোযোকের মালিক! ধ্বংস করিতে—মহাপ্রলয়ের অগ্নি জলের মধ্যে ফেলিয়া দিতে বুঝি তাহার আসা। আর ভাবিতেছিল, দারোগা সাহেব আসিবেন, আর গলা টিপিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া জেলে পুরিয়া

রাখিবেন। ইহ জীবনের মত সংসারের—আত্মীয় স্বজনের মুখ দেখা এই শেষ। ক্রমে বেলা হইল; পৃথিবীময় প্রতপ্ত রৌদ্র ছড়াইয়া পড়িল, তখনও কেহ আসে না।

আরও খানিক কাটিয়া গেল। সহসা গোযানের চক্রধ্বনি তাহাদের কানে পহুঁছিল। ভয়-বিকম্পিত হৃদয় আরও কাঁপিয়া উঠিল। গাড়ী আসিয়া সরকারদের বাড়ীর প্রাঙ্গণে স্থির হইল; ছইয়ের মধ্য হইতে বাহির হইলেন, দাঠাকুর। দাঠাকুরের মূর্ত্তি সেদিন গম্ভীর; তিনি প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়িত হাকিম। কাজেই সমবেত চৌকীদারগণ কাঁধের লাঠি বাঁ হাতে নামাইয়া ডান হাতে সেলাম করিল। দেখা দেখি সমবেত প্রজা-মণ্ডলী উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম দিল। তিনি হাকিম-জনোচিত প্রতি সেলাম জানাইতে জানাইতে চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। অঘোর সরকার বাড়ীর মালিক, বয়সে বৃদ্ধ; সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অভ্যর্থনা করিয়া ফরাসে বসাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দাঠাকুর তাহাতে বসিলেন না। গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর করিয়া ভ্রূকুটি-কুটিল-নয়নে বলিলেন,—"তুমি কি জান না, যে আজ আমি সাধারণ ভদ্রলোক নহি; আমি গভর্ণমেণ্ট গেজেটের একজন কর্ম্মচারী; সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশিয়া ওখানে বসিব না। দারোগা বাবু আসিতেছেন—এলেন বোলে; বড় সাহেবের হুকুম আমার উপর এসেছে,—আমি এই তদন্ত কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ করি। সে সব প্রাইভেট ব্যাপার জানিতে দিতে ইচ্ছা নাই; আমি কোথা দিয়া কি করিব,—কিরূপে আমার তদন্ত শেষ করিব, তাহা কাহাকেও বুঝিতে দিব না; দারোগা বাবুও আসুন, দেখা যাক কি হয়—ফল কথা, যতদূর বোঝা গিয়াছে, তাহাতে এই খুন সত্য বলিয়াই বোধ হইতেছে। সাধারণ প্রজা-মণ্ডলী শিহরিয়া উঠিল। রোমজান খাঁ অনেক গুলি লোক লইয়া প্রাঙ্গণে মণ্ডল পাকাইয়া বসিয়াছিলেন; তাঁহার বার্দ্ধক্য-

কোটর-প্রবিষ্ট কুটিল নয়নের ক্রোধোৎফুল্ল দৃষ্টি, বর্ষণোন্মুখ শরৎ মেঘ খণ্ডের বিদ্যুতের মত চমকিত তাঁহার দলস্থ ব্যক্তিগণের উৎসাহবর্দ্ধন করিল। মণ্ডল বাড়ীর যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারা বসিয়া পড়িল;—"খুন সত্য" অঘোর সরকার ম্লানমুখে ক্ষুণ্ণস্বরে এই কথা বলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী একজনকে দুইখানি চৌকি আনিয়া দিতে অনুমতি করিলেন। সে দৌড়াইয়া গিয়া বাড়ীর মধ্য হইতে দুইখানি চৌকি আনিয়া পাতিয়া দিল। তাহার একখানিতে পল্লীর হাকিম, ওরফে পল্লীর দাঠাকুর, তথা ওরফে প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত উপবেশন করিলেন এবং ঐ মোকদ্দমার তদন্ত জন্য স্বয়ং বহু লোক ডাকাডাকি করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই সময় অশ্বপৃষ্ঠে খাকি ড্রিলের পোষাক পরিহিত দারোগা সাহেব একজন কনষ্টেবল ও একজন চৌকীদার সঙ্গে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি আসিয়াই অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। সমবেত প্রজা-মণ্ডলী ও চৌকীদারগণ সেলাম জানাইল। হাকিম সাহেব ওরফে দাঠাকুর তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিলেন; বলিলেন,—"এইস্থানে আসুন।"

দারোগা বাবু সে কথার উত্তর দিলেন না। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন,—"আমি ঘটনাস্থলে যাব। একজন আমার সঙ্গে আসুন।"

দাঠাকুর দ্রুতগমনে দারোগার নিকটবর্ত্তী হইয়া নমস্কার করিলেন এবং বাসার ও দারোগা বাবুর শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

দা। এই যে; আপনি, কতক্ষণ?

দাঠা। আমিও এই আসছি; চলুন, আমি আপনাকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যাচ্ছি।

তখন উভয়ে মণ্ডল-বাড়ী অভিমুখে চলিয়া গেলেন। ভীতত্রস্ত ও কম্পিতহৃদয় চাষীরা ধরিয়া মণ্ডলেরা তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। মণ্ডলবাড়ী উপস্থিত হইয়া দারোগা, জরিপ ও নাছিব মণ্ডলকে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তার পরে আদেশ করিলেন, তোমরা যেখানে ছিলে, সেই বাড়ীতে গিয়া অপেক্ষা কর; আমি একবার তোমাদের গ্রামটা ঘুরিয়া আসি। কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া ফিরিয়া দেখেন পঞ্চায়েত মহাশয় তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছেন। বলিলেন—"আপনিও যান,—আমি আসছি।"

দাঠা। আমাকে না বলিয়া যেন তদন্ত শেষ করিবেন না; ইহার মধ্যে অনেক রহস্য আছে; আমিও এ সম্বন্ধে অনেক গোপন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি।

"আচ্ছা" এই কথা বলিয়া দারোগা চলিয়া গেলেন। না আসিলেও বাঁচিয়া যাইয়া যাও। আমার মত ভাবির একটু ফাঁক রেখে তামাকু ধূম-জনিত কৃষ্ণাধরের কলায়েতে ফলাইতে হাকিমী-আনার লগাম লক্ষেপে পদ-চালনা করিয়া দাঠাকুর যাইয়া সরকার বাড়ী উপস্থিত হইলেন। অঘোর সরকার উদ্গ্রীব হইয়া বসিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল,—"আজ্ঞে দাঠাকুর, কি বোঝলেন?"

দাঠাকুর হা হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"সরকার মশায় বুড়ো হইয়াছ, এখনকার আইন কানুন ত জান না; আমি কি তা বলি, আমি সরকারি লোক। তবে এই পর্য্যন্ত জেনে রেখো, মণ্ডলদের নিস্তার নেই। শুধু হাতে ফিরতে হবে না।"

অঘোর সরকার ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল,—"ওরা মানী লোক; এই গাঁয়ের আদি লোকই ওরা। তা দাঠাকুর, কোন রকমে কি ওদের বাঁচান যায় না?"

দাঠা। যায়—আমরা সব পারি ; তবে টাকা, টাকা ছাড়তে পারলেই সব হয়।

দারোগা বাবু গ্রাম ঘুরিতে বাহির হইয়াছিলেন, একা ; রাখাল বালক ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এবং আর আর যাহাকে নিরপেক্ষ লোক পথের উপর পাইলেন, সকলকেই এই খুন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন ; সকলেই বলিল,—জ্বর হোয়ে মরেছে ; খুন করার কথা আমরা শুনি নাই। এই সময় বিনয় বাড়ী হইতে স্নান আহার করিয়া পাঠশালার কার্য্য করিতে আগমন করিল ; গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতেই দারোগার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল ; দারোগা নিকটে ডাকিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি এখানে কি করেন মহাশয় ?"

বিন। আমি এ গ্রামে ছেলে পড়াই।

দা। কখন আসেন কখন যান ?

বিন। দশটার সময় আসি, চারটায় যাই।

দা। মণ্ডল বাড়ীর খুনের বিষয় যাহা যাহা জানেন, অকপটে আমার নিকট সত্য বলিবেন কি ? প্রতিশ্রুত হইতেছি, আমি আপনাকে সাক্ষী মানিব না,—আপনি যাহা বলিবেন কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না,—ফলকথা, যে ভয়ে ভদ্রলোকগণ পুলিশের লোককে সংবাদ দিতে ভয় পান, আমার দ্বারা সে ভয় আপনার নাই। তবে নিরপেক্ষ লোকের কাছে এসব বিষয়ের প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে না পারিলে, আমরা কি করিয়া মোকদ্দমা করিতে পারি।

বিন। মাসখানেক হইল, মণ্ডল বাড়ীর একটি বৌ জ্বরে মারা গিয়াছে ; তার পরে কে খুন হইয়াছে, কে মরিয়াছে, আমি ত জানি না বাবু ; খুন হইয়াছে একথাও কোন দিন শুনিও নাই। কেবল কাল যখন পাঠশালা বন্ধ করিয়া বৈকালে বাড়ী যাই, মাঠে জলছত্র গাছের গোড়ায়,

পাতা মুড়িবেন না।

রোশজান খাঁর সহিত আমার দেখা হয় ; জিজ্ঞাসায় জানিলাম,—তিনি আমাদের গাঁর গিরীন রায়ের কাছে গিয়াছিলেন ; মণ্ডল বাড়ী নাকি খুন হইয়াছে। আর আমাকে সেই সময় তিনি অনুরোধ করেন, আমি বলি খুন সত্য। আমি ব'ললাম, যা জানি তাহা বলিতে পারিব না ; আমি ব্রাহ্মণের ছেলে—মিথ্যা বলা আমাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ।

দারোগা বাবু একবার বিনয়ের আপাদমস্তক দেখিয়া লইলেন, তার পরে বলিলেন,—"যান, আপনার কাজে যান।"

দুইজনে দুইদিকে চলিয়া গেল। দারোগা বাবু সরকার বাড়ী উপস্থিত হইয়া নফর মণ্ডল জরিপ মণ্ডল প্রভৃতির এজেহার লইয়া তারপরে তাহাদের উক্তিমতে ঐ বৌটির জ্বরের সময় যে চিকিৎসা করিয়াছিল, সেই লোকটিকে ডাকাইলেন ; সে জাতিতে নাপিত, কখনও ইস্কুল পাঠশালার ধার ধারে নাই, কোন ডাক্তার কবিরাজের বাড়ীর ত্রিসীমাও মাড়ায় নাই। গ্রামের চাষা-পাড়ায় ক্ষৌর কর্ম্ম করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ এক সাধুসঙ্গ প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহার নিকট তিলক সেবা, তৈল সেবা, মালা সেবা ও কৃষ্ণসেবার উপদেশ ও সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা কার্য্যের অভিজ্ঞতা লাভ করে। যখন ঐ সকল কার্য্যে কৃষকপল্লী মধ্যে তাহার নাম বেশ জমকাইয়া বসিল, তখন সে একজন 'কেষ্ট-বিষ্ণুর'র মধ্যে গণ্য হইল, বড় 'কে-ও-কেটা'র মধ্যে রহিল না, এখন হইতেই তিনি গ্রাম্য ভাষা ত্যাগ করিলেন, ভাল বাঙলা, ইংরেজি, হিন্দি, পার্শী ও সংস্কৃত এই সকল ভাষা মিলাইয়া কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার শত্রুপক্ষীয়েরা সে অপূর্ব্ব ভাষা শুনিয়া হাসিয়া মরিত এবং বলিত, ঘটে না থাকিলে বাহির হয় না ; লোক হাসান মাত্র। তিনি কিন্তু তাহা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেন না। আগে তাঁহার নাম ছিল বিশে নাপতে ; এখন হইয়াছে বিশু ঠাকুর,—নিজে বলিতে হইলে বলেন বিশ্বনাথ বিশ্বাস। বিশুঠাকুর উপস্থিত

হইলে, দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"খুনের বিষয় আপনি কি জানেন ?"

বি। খুন কোথায় মহাশয় ? অসম্ভব বাক্য ! বিকৃত হইয়া নিদ্রা যাইয়াছে ।

দা। বিকৃতি কাহাকে বলিতেছেন ? জ্বর-বিকার কি ?

বি। আপনারা বি-এ এম-এ পাশ করা মানুষ —সব শাস্ত্রে অভিজ্ঞ আছেন। বিকৃতি বলিতেই বুঝিয়া লইয়াছেন। অবশ্য পড়িতে পেয়েছেন— বপোলং জ্বরং ঘটিতং ক্কাবং কিনা মানুসং মরং আসতে। অর্থাৎ মরণ আনিবার জ্বর বিকারই পথ।

দারোগাবাবু তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানে ও সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতার বহর বুঝিয়া মনে মনে ভারি হাসি হাসিলেন। উপস্থিত কৃষকেরা বুঝিল, বিশু ঠাকুরের মত শাস্ত্রজ্ঞ কবিরাজ গঙ্গার এপারে আর নাই। যেহেতু দারোগা সাহেবের মত লোকদের কাছে অমন শাস্ত্র ব্যাখ্যান করা কি যার তার কর্ম্ম। দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মণ্ডলদের বৌ যে জ্বরবিকারে মরিয়াছে, আপনি কি করিয়া তাহা বুঝিলেন ?"

বি। ওমা ; আমি যে হপ্তাহো ধরিয়া তাহার চিকিচ্ছে করিয়াছিলাম।

দা। বিকারের লক্ষণ বলিতে পারেন ?

বি। খুব পারি ;—'হাত-লটপট, পা-লটপট, লটপট চুটো ফেটো, জোঁকির মোদ রাঙা রাঙা পিসাব হয় কোটো।—লক্ষ্মীবিলাসের বড়ী অমনি খুয়ে দেবে তারে।'

ধাঁ করিয়া দারোগা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং একজন চৌকিদারকে খাড়ে আনিতে বলিলেন। সার্কেলের হাকিম গিরীন্দ্রনাথ বিস্মিত

হইলেন ; দারোগা এখনই যদি চলিয়া যান, তবে কি হইল। এত উদ্যোগ আয়োজন সব বৃথায় গেল। না গেল একটি পয়সা তাঁহার বাড়ী, না হ'ল একটু আধিপত্য জারি, রোমজান খাঁ তাঁহার মুখের দিকে ঘন ঘন চাহিতে লাগিল। সাক্ষী সাবুদ লইয়া দল পাকাইয়া মিথ্যা প্রমাণ দিবার জন্য বাসিয়াছিল। তাহার সব আশা ভরসা যে, বানের মুখে ঘাস দলের ন্যায় ভাসিয়া যায়।

গিরীন্দ্রনাথ নয়নেঙ্গিতে তাহাকে ভরসা দিয়া, দারোগাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কোথায় যাবেন ?"

দা। থানায়।

গি। অত্যন্ত বেলা হইয়াছে, আমার ওখানে রান্নাবান্না সব হইয়া আছে,—আহার না করিয়া যাইতে পাইবেন না।

দা। মাপ করিবেন, আজ আমার একটা বিশেষ মোকদ্দমা তদন্ত করিতে যাইতে হইবে, সুতরাং বিলম্ব করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

তা অযাচিত উপদেশ দিয়া বিশুঠাকুর বলিলেন,—"শরীর ঠিক রেখে কাজ করাই উচিত ; বেলাও পড়বার হোয়ে গিয়েছে, দুটো সেবা করে থানায় চোলে যাবেন। আপনার ঘোঁড়া যে মেসিনে যায়, তাতে ম্যানেজমেণ্ট করিয়া নিতে পারিবেন।"

গিরীন্দ্রনাথ দারোগাবাবুকে নয়নেঙ্গিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন এবং যেন এই মোকদ্দমা সংক্রান্ত কোন বিশেষ তথ্য অবগত করাইবেন এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া একটু নিভৃত মিলনের প্রার্থনা করিলেন। গিরীন্দ্রনাথ, প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়িত ; বিশেষতঃ ভদ্রলোক ; কাজেই তাঁহার অভিমত কি, শুনিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে নাতিদূরবর্ত্তী একটা আম্র-বৃক্ষতলে উভয়ে গমন করিলেন। গিরীন্দ্রনাথ

জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি এত শীঘ্র এ মোকদ্দমা শেষ করিলেন কেন?"

দারোগাবাবু মাথার টুপিটা দক্ষিণ হস্তদ্বারা খুলিয়া বাম বগলে চাপিয়া ধরিয়া মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে বলিলেন,—"মোকদ্দমাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা; পাড়াগেঁয়ে যে নামহীন দরখাস্ত প্রায়ই এইরূপ মিথ্যা,—প্রায়ই দলাদলির রক্তপচা দুর্গন্ধ মাখানো।"

গি। না, না, এ মোকদ্দমাটি তেমন নয়। অনেক সাক্ষ্য আছে,—গ্রামের প্রায় অর্দ্ধেক লোক সাক্ষী—ভাল ভাল লোক সাক্ষী। সাক্ষী লইয়া তদন্ত করুন। রোমজান খাঁ গ্রামের একজন প্রধান প্রজা; তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন, আরও দশজনকে জিজ্ঞাসা করুন, খুন আবিষ্কার হইবে।

দা। আমি বিশেষরূপে অবগত হইতে পারিয়াছি, রোমজান খাঁ মণ্ডলদের শত্রুপক্ষীয় দলের নেতা এবং তাহারই দ্বারা এই মুক্তি দরখাস্ত প্রেরিত হইয়াছে। সে বা তাহার দলস্থ লোক মিথ্যা কথা বলিবে,—আমাদিগকে হয়রান করাইবে,—তাহা ধ্রুব সত্য। মূলে কিন্তু কিছুই হইবে না। খুন নহে,—মণ্ডলদের বৌ জ্বর-বিকারেই মরিয়াছে।

গি। দেখুন, চাকুরি করিতে আসিয়াছেন, দুপয়সা রোজগার চাই; শুধু হাতে বাসায় যাইবেন, সেটা কি ভাল?

দা। না, না, আমি সেরূপ রোজগার ভাল চক্ষে দেখি না; গভর্ণমেণ্ট বেতন দিতেছেন—কাজ করিতেছি। না পোষায়, ছাড়িয়া দিয়া অন্য চাকুরি দেখিব।

গি। কেন? মধ্যে মধ্যে লয়েন শুনিয়াছি, আজ অমন করিতেছেন কেন?

দা। হ্যাঁ, হ্যাঁ,—সেও দুই এক জায়গায় লই, তারও রকম আছে। যেখানে দেখি ঘটনা সত্য, কিন্তু প্রমাণ কিছুতেই জুটিল না। প্রমাণ অভাবে আসামী খালাস পাইয়া যাইবে, সেরূপ স্থলে আসামী পক্ষ হইতে, দুপাঁচ টাকা লইয়া থাকি, তাহাতে আসামী অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়—শোধরাইয়া যায়।

গি। দেখুন বিনা বাতাসে গাছ নড়ে না; এই খুনের ব্যাপার যে একেবারে মিথ্যা, তা মনে হয় না। আপনি একটু কথা কহিলে এখনই অন্ততঃ কুড়িটা টাকা আপনার পকেটে তুলিয়া দিতে পারি।

দারোগাবাবু কি চিন্তা করিলেন, বুঝি কুড়িটা টাকার লোভ সংবরণে সক্ষম হইলেন না; অধিকন্তু, তাঁহার বাড়ীর জন্য ধারে যে বস্ত্র ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার টাকা দেওয়ার ওয়াদা অদ্যবৈকালে; তহবিলে কিছু নাই,—বেতন পাইতেও বিলম্ব আছে, মন্দ কি? বলিলেন,—"কি করিতে বলেন?"

গি। আপনি ওখানে গিয়া দফাদারকে হুকুম দিবেন, আসামী জরিপ মণ্ডল, নছিব মণ্ডল, নছিব মণ্ডলের স্ত্রী ও তাহার ছেলেকে লইয়া সন্ধ্যার সময় থানায় পঁহুছিবে। আর রোমজান খাঁকে ডাকিয়া বলিবেন, তুমি এবং যে যে এই খুনের ব্যাপার জানে, তাহাদিগকে লইয়া সন্ধ্যার সময় থানায় যাইও।

দা। সত্যই আমাকে এবেলা থানায় যাইতে হইবে; বিলম্ব করিবার উপায় নাই।

গি। আপনাকে অধিক বিলম্ব করিতে হইবে না; কুড়ি মিনিট, আপনি নামিয়া গেলে, আমি অনুরোধ করিব আপনি আসিয়া এই

আমতলায় দাঁড়াইবেন; আমি তাহার মধ্যে টাকা আনিয়া পঁহুছিয়া দিব।

অতঃপর দারোগাবাবু গিরীন্দ্রনাথের কথামত সমস্ত কার্য্যই সম্পাদন করিলেন। সরল-হৃদয় কৃষককুল হাহাকার করিয়া উঠিল, মরার কবর খোঁড়া হইবে, থানায় আদালতে ঘুরাইয়া লইয়া ফিরিবে, বিশেষতঃ নছিব মণ্ডলের স্ত্রী তাহাকেও ঐ রূপে ঘোরান হইবে। সকলে মিলিয়া গিরীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হইল,—পায়ে জড়াইয়া ধরিল, গিরীন্দ্রনাথ বড় ভারি হইয়া বসিলেন; বলিলেন,—"পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ মোকদ্দমায় রক্ষা নাই; তবে টাকা হইলে আমরা সব পারি।"

তারপরে সত্তর টাকা রফা নিষ্পত্তি ও গ্রহণ করিয়া, কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমতলায় গিয়া দারোগার পকেটে কুড়ি টাকা প্রদান করিলেন। দারোগা অশ্বারোহণে চলিয়া গেলেন। গিরীন্দ্রনাথ তৎপরে দারোগার দোষে কিছু করিতে পারিলেন না জানাইয়া কনষ্টেবলকে একটাকা দফাদারকে একটাকা ও চৌকিদারগণকে নগদ চারিআনা করিয়া বখশিশ দিয়া বক্রী সমুদয় নিজের পকেটে তুলিয়া গোযান আরোহণে বাটী চলিয়া গেলেন। আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি, সেদিনকার সেই কুড়িটাকা দারোগার মনে আদৌ আনন্দ দান করিতে পারে নাই। নির্দ্দোষ কৃষককুলের আকুল ব্যাকুল হৃদয়-ভাব, ছল ছল উদাস তরল নয়নের করুণা মাখা-মাখা দৃষ্টি তাঁহার মনে পড়িতেছিল—আমি মানব? না প্রেত? তার উপর দাঠাকুরেরাই ছলে বলে প্রলোভনে, মিথ্যাধারণা করাইয়া এরূপ করিয়াই পুলিস বশ করিয়া লয়। যদি তাঁহারা এরূপ না করে, গ্রামের লোক যদি প্রকৃত ভদ্রলোকের সাহায্য

করিয়া কত দিন রহিবে? বুড়ো মরিলেই হয়। কিন্তু সে ত মরেও না,—অত বুড়ো মানুষ বাঁচিতে আমি প্রায়ই দেখি নাই; আমার কপালে সব হয়। এক একবার ইচ্ছা হইতেছিল,—বুড়োমাগীকে দশ কথা শুনিয়ে দেই। আমার মুখের উপর এক নিশ্বাসে অতটা কথা বলিয়া যায়, দুনিয়ায় এমন লোক নাই; তবে স্থির করেছি—দিব্যি গেলেছি—'হাতে মারিব না, ভাতে মারিব।' করিতেছিও তাই; বুড়ো মাগী সন্ধ্যার পরে শুধু গায় হাত বুলাইয়া আর কয়দিন তাজা রাখিবে? হোয়ে উঠেছে।

ঠিক এই সময় আসিয়া বিনয় বাড়ীর মধ্যে উপস্থিত হইল এবং খোকার নাম করিয়া ডাক দিল। খোকা দাবায় বসিয়া একটা সুপক্ক পেয়ারা ফল ভোজন করিতেছিল। "কাকা আসিয়াছে" বলিয়া ছুটিয়া গিয়া কাকার গলা জড়াইয়া ধরিল। কাকাও পথশ্রমজনিত ঘর্ম্মজল-সিক্ত বাহুযুগল বেষ্টন করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল এবং পকেট হইতে দুইটি সন্দেশ বাহির করিয়া, তাহার একটি তাহার হাতে দিল এবং অপরটি পিতার জন্য পুনরপি পকেটে রাখিয়া দিল। খোকা বলিল,—"ওটাও আমি খাব।" বিনয় বুঝাইয়া দিল, তোমার দাদা-মহাশয় বুড়ো মানুষ কিনা, তুমিও যা, তিনিও তাই; অতএব একটি তুমি খাও;—একটি তিনি খাবেন। খোকা তাহাতে স্বীকৃত হইল। সে কাকার কথা এই হেতু-বাদের উপর নির্ভর করিয়া সঠিক বলিয়া মানিয়া লইল যে, সেও যেমন কোন স্থান হইতে কোন জিনিস আনিয়া ভোজন করিতে পারে না, তাহার ঠাকুরদাদাও তেমনি পারে না;—সুতরাং তাহার বাপ বা কাকা যাহা খাদ্য জিনিস আনিবেন, তাহাতে দুজনেরই সমান অধিকার। এই সময় বধূঠাকুরাণী যেন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"তোমার দাদা তোমার উপর রান্নার কাঠ দিবার ভার দিয়ে চলে গিয়েছেন; কাঠ অভাবে উনান জ্বালিতে পারি নাই; যা ভাল বোঝ কর।"

"এই দেই"—বিনয় এই কথা বলিয়া ক্রোড়স্থ খোকাকে বলিল,—"তুমি নাম বাবা ; আমি কাপড় ছেড়ে দুখানা কাঠ এনে দেই।"

খোকা স্বীকৃত হয় না। সে বলিল—"কেন ? বাবা সারা বিকেল বাড়ী বোসে থাকল—আমাকেও কোলে নিল না, কাঠও ক'রে দিল না, তুই কেন দিবি ?"

বিনয় বলিল,—"তিনি দাদা ; আমাকে খাইয়ে পরিয়ে কোলে ক'রে এত বড়টি ক'রেছেন, এখন আবার কাঠ চলা ক'রে কেন দেবেন ?"

খোকা কোল হইতে নামিয়া পড়িল এবং বলিল,—"তবে দে ; আমি বড় হ'লে, তুই ব'সে থাকিস্, আমি কাঠ ক'রব।"

বিনয়ের গলার স্বর শুনিয়া অদূরস্থিতা শায়িতা বভুক্ষু মঙ্গলা গাভীটি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং করুণার্ত্ত স্বরে ডাকিয়া জানাইয়া দিল যে, তুমি এতক্ষণ আইস নাই, আমার উদরেও কিছুই পড়ে নাই। সেই বৈকাল হইতে দড়ীগলায় করিয়া বন্ধন দশায় এখানে অবস্থান করিতেছি।

বিনয় জানিত, তাহাকে কোন্ কোন্ কর্ম্ম সমাধা করিতে হইবে, সে খোকাকে তাহার মাতার নিকট পঁহুছাইয়া দিয়া, কর্ম্মগুলি সম্পাদনার্থ মনঃসংযোগ করিল।

যথাযোগ্য সময়ের মধ্যে কর্ম্মগুলি সমাপন পূর্ব্বক বধূঠাকুরাণীর নিকটে গিয়া কিছু খাবারের প্রার্থনা জানাইল। "ঘরে কিছু নাই, ঠাকুরের প্রসাদী গুড় ও জল খাও"—বলিয়া বধূঠাকুরাণী নিশ্চিন্ত হইলেন। বিনয় গুড় ও জল খাইয়া পিতা মাতার নিকট চলিয়া গেল। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিছু খেতে পেলি বাবা ?"

বি। গুড় আর জল খেয়ে এলাম।

অতি ক্ষুন্নস্বরে মাতা বলিলেন,—"আমি পোড়াকপালী জীবন্ত থাকিতে তোর এই দুর্দ্দশা ; ক্ষুধায় একমুঠো মুড়ী-চাল ভাজাও

দিলে না! বাছা আমার সেই সকালে একমুঠো পচা পান্তা খেয়ে গিয়েছে।”

বৃদ্ধ শুনিয়া বড় ক্ষুণ্ণ হইলেন, বলিলেন,—“কেন, পান্তা ভাত খেয়ে যায় কেন? বৌমা কি একমুটো ভাত রাঁধিয়া দিতে পারেন নাই?”

বি-মা। কেবল আজ নাকি?—মাসের মধ্যে পনর দিন পান্তা ভাত খেয়ে যেতে হয়, তাই কি পেটভরা?

বি-পি। কেন এমন হয়? ও কি রোজগার করে না?—ও যা আনে তাতে আমাদের তিন জনের স্বচ্ছন্দে মাস চলে যায়।

বি-মা। তোমার বৌমা বলেন,—কাজের ঝঞ্ঝাটে সব দিন রাঁধিতে পারি না।

বি-পি। তুমি রাঁধিয়া দিতে পার?

বি-মা। তুমি উঠিতে পার না, কাজেই দেখিতে পাও না, ভাল করিয়া শুনিতেও পাও না। কি কালসাপিনী ঘরে আনিয়াছিলে—এখনও আমি নিত্য পঞ্চাশ জনকে রাঁধিয়া বাড়িয়া খাওয়াইয়া সন্তুষ্ট করিতে পারি। কিন্তু যদি এ সংসারের তৃণগাছটিতেও হাত দেই, তাহা হইলে সে গলায় দড়ি দেয়। বড় ছোঁড়ার অশান্তি দেখিয়া কাজেই দূরে অবস্থান করি; নতুবা বিনয়ের আমার খাওয়া দাওয়ার যে দুর্দ্দশা—এই বৃদ্ধ বয়সে তোমার যে কষ্ট,—আমি সব বুঝিতেছি—সব দেখিতেছি, বাহিরে কিছুই করিতে পারি না কেন। বাছা আমার—বিনয় আমার, খাওয়া অভাবে শুকিয়ে উঠল গো।

বৃদ্ধার নয়ন হইতে একবিন্দু অশ্রু ঝরিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। ক্রুদ্ধ সিংহ যেন জাগরিত হইল,—বৃদ্ধনয়নের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি চারিদিকে বিঘূর্ণিত হইল,—“ছোট লোকের মেয়ের দোষ; তোমার বড় ছেলে কি জানিতে পারেন না?”

বি-মা। না, গো; সে, সব জানিতে পারে না। এক জায়গায় দুই ভাইকে ভাত দেয়, উভয়ের বাটীতেই সমান দুধ থাকে, সমান সর ভাসে কিন্তু বিনয়ের বাটীতে অৰ্দ্ধেক জল। মাছের ঝোলের বাটীতে বিনয়ের ভাগে একখানি বা নাও থাকে। হিসাবের সময় বিপিনকে শুনাইয়া দেয়, ঠাকুরপোর সকালে খাইয়া যাইবার জন্য মাছ ভাজিয়া রাখিলাম, কিন্তু কাজের বেলা কিছুই না।

বি-পি। এ সকল সংবাদ, তুমি জানিতে পার, আর মিন্‌সে মানুষ হইয়া তোমার বড় পুত্র জানিতে পারেন না?

বি-মা। কতক পারে, কতক পারে না; স্ত্রী যার খারাপ হয়—ক্রমে ক্রমে সেও খারাপ হইয়া যায়; কারও পত্নী, কারও পেত্নী। যাকে পেত্নীতে পায়, সে সব ভুলিয়া যায়, বুঝিয়াও বোঝে না।

বি-পি। তা ব'লে ছোটটার অত দুর্দ্দশা সওয়া যায় না। না হয় পৃথক হও; দুটো পেটে খেতে পাবে না গো! তুমি আমিই বা কি পাইতেছি; ক্ষুধায় পেট জ্বলিয়া যায়,—তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া যায়,—তথাপি সময় মত এক মুঠো ভাত বা একবিন্দু জল পাওয়া যায় না। একদিনও দিবা তিনটার কম ও রাত্রি বারটার কম মা লক্ষ্মীর রাঁধা হয় না। রাঁধেন ত ছাই—নুনে পোড়া, ঝাল পোড়া, দুধ জলে ভরা, ভাত গুলো কার্ত্তিক মাসের ঢিলের মত বাধিয়া শক্ত শক্ত হইয়া থাকে। এখন বুঝিলাম, ঐ হতভাগার মেয়ে আমাদিগকে নিপীড়ন করার জন্য রাঁধা ভাত ব্যঞ্জনে পুনরায় ঝাল খুসিয়া নুন দিয়া, ভাত জুড়াইয়া ঢিল পাকাইয়া তবে দেয়। তাই বলিতেছিলাম,—আর পারা যায় না। বিনয় ভিক্ষা করিয়া আনিলেও একবেলা তিনটা পেট চালাইতে পারিবে।

বিনয়ের মাতা স্নেহ-করুণ নয়নে ছোট পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোর কি মত বাবা?"

দিন। বাবার কথার উপর কথা বলি—মত দেই,—এমন সাধ্য আমার কোথায়। কিন্তু আমার মনে হয়—কি জান মা, দাদা পর হবেন—প্রতিবাসী হবেন, ইহা কি করিয়া সহ্য করিব! দাদা পরিশ্রমের কাজ করিতে পারেন না, যজমানের কাজে সেরূপ আয় নয়, যে ঝি চাকর রাখিয়া সংসারের কাজ করাইয়া লইবেন। কাজেই কাঠের চলা করিতে,—গরু বাছুর বাঁধিতে,—তাহাদের যাব কাটিয়া দিতে, বা অপর স্থান হইতে দ্রব্যাদি মাথায় করিয়া আনিতে, সক্ষম হইবেন না। বৌদিদি যে প্রকারের লোক, তাতে দাদাকে ঐ সকলের জন্য পীড়ন করিবেন,—আর দাদা আমার নিতান্ত কষ্টে পড়িবেন। সে কি করিয়া দেখিতে পারিব?

বি-পি। তবে ঐ ছোটলোকের মেয়ের হাতে আমরা শুকাইয়া মরি।

এদিকে বিপিনচন্দ্র বাড়ী আসিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রান্নার আর বাকি কত?"

বি-স্ত্রী। এই ভাত চাপাচ্ছি।

বিপি। এতক্ষণ কি হচ্চিল? রাত্রি যে দশটা বাজিয়া গিয়াছে!

বি-স্ত্রী। জ্বালাব কি আমার মাথার চুল; এই মাত্র কয়খানি কাট পেলাম; তার আগে ঐ নিয়ে কতকগুলি গালাগালি খেলাম; তুমি কাট ক'রবে না;—গরু-বাছুর বাঁধিবে না,—ঠাকুরদের বৈকেলি দেবে না,—তোমার ভাই একা আর কত পারিবে?

বিপি। এসব কথা কে বলিল? বিনয় বাহাদুর, না আমার স্নেহময়ী মা?

বি-স্ত্রী। উভয়েই।

বিপি। তুমি উত্তর কি করিলে?

বি-স্ত্রী। উত্তর না ক'রেই আমার প্রাণ যায়, আমি হদ্দিবা গেলেছি, কোন কথার উত্তর দেব না,—সইতে এসেছি সয়েই যাই; আমি অনেক পাপ করেছিলাম, তার ভোগ ভুগতে জন্মেছি; ভোগ করি, আমার তুমিও ভাল, তাঁরাও ভাল।

বিপিনচন্দ্র অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, বাস্তবিকই কি মানুষটা মরিবে নাকি? এমন করিয়া চব্বিশ ঘণ্টা দন্ত কিচিমিচি করিলে সে বাড়ীর কাহারও উন্নতি নাই। আমার ছোট ভাইটি ত মেয়ে মানুষের ঠাকুরদাদা। সামনে কত ভাল মানুষই, অসাক্ষাতে লাগালাগি—ভাঙাভাঙি—দন্ত কিচিমিচি। আজ কাল মাসে মাসে দু'টো ধান চাল আনিতেছেন বলিয়া, একেবারে মাথা কিনিয়া বসিয়াছেন! আর মা বাবা ত আমার উপর চটিয়াই আছেন; তাহারও কারণ ভায়ার ঐ লাগা-লাগি! কথায় যে বলে,—'সুখ চেয়ে সোয়াস্তি ভাল' তা ঠিক। ও যদি একটু দূরে গিয়া কাজ কর্ম্ম করে, চারিদিক রক্ষা পায়; তা'ত করিবে না। কিন্তু প্রকাশ্যে এ সকল কথার কোন রূপ আভাষ না দিয়া, বিপিনচন্দ্র স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভায়া কিছু খেয়েছেন?"

গম্ভীর অথচ অনুচ্চ স্বরে বিপিনের স্ত্রী বলিলেন,—"ঠাকুরদের যে গুড় টুকু নিবেদন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাই আর জল খেয়ে গিয়েছেন। চাল কড়াই ভাজা তেল নুন মাখিয়া দিলাম; খাওয়া হোল না! বলিলেন,—ও বাসি। ঐ বাটীতে আছে, তুমি খেয়ে দেখতে পার ও অখাদ্য কি খাদ্য; তোমরা ছানা ক্ষীরের যোগাড় রাখলে আমি কি আর হাতে ক'রে দিতে জানি না?

বিপিনচন্দ্র স্ত্রীর আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, তিনি যেখানে বসিয়া বাটনা বাটিতেছিলেন, তাহারই পার্শ্বে একটা পিতলের বাটীতে কতকগুলি চাল কড়াই ভাজা, তেল নুন মাখা রহিয়াছে। বুঝিলেন, এই

গুলি তাঁহার স্ত্রী বিনয়কে খাইতে দিয়াছিল, সে না খাইয়া চলিয়া গিয়াছে। উহা বাসি হইয়া অখাদ্য রূপে পরিণত হইয়াছে কিনা, বুঝিবার জন্য তাহা হইতে কিছু লইয়া চর্ব্বণ করিলেন—বুঝিলেন, পূর্ব্ব দিবসের ভাজা হইলেও তাহা অবিকৃত অবস্থাতেই আছে। কাজেই বিনয়ের উপর তাঁহার বড় রাগ হইল; অনতি মৃদু স্বরে বলিলেন,—"ভাইরে, এত যদি হয়—তবে আপন পথ আপনি দেখ। সত্যই মাগীটা তোমাদের জন্য মরিতে পারে না; আসুন আজ মা ঘরে,—এসব কথা ব'লে দেখি; আর তাঁর ছেলের যা ইচ্ছা, তাঁর যা ইচ্ছা, স্পষ্ট ক'রে বলুন—স্পষ্টা স্পষ্টি সবই ভাল।

বি-স্ত্রী। না গো, তুমি কিছু বলো না; আমি সইতে পারি না, তুমি এক কথা ব'লে যাবে চ'লে। তাঁরা তখন কত ভাল মানুষী ক'রবেন,—অবশেষে তোমার অসাক্ষাতে আমার সাত পুরুষ তুয়ে দেবেন।

বিপিনচন্দ্র সে কথা ঠিক বলিয়াই গণ্য করিয়া লইলেন এবং সংসারে কি প্রকারে শান্তি আনা যায়, তাহার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সজল-নয়নে আর্ত্তকণ্ঠে নবীন ঘোষ আসিয়া দাঠাকুরের সমীপে নিবেদন করিল,—"দাঠাকুর, তুমি গোড়ায় কো'লে, 'কুড়ি ট্যাকার মধ্যে মোকদ্দমা শেষ হোয়ে যাবে, মহাজন কিছু কোরতে পারবে না। তারপরে চারি কুড়ি ট্যাকায়ও কিছু হোলো না, আস্তে আস্তে ডিগ্রি মারলে, আমার যেখানে যা ছিল, সব গেল; অবশেষে এক দমামার ছেলো তাই দিয়ে, আর দাসেদের একটা বুড়ো এঁড়ে চেয়ে নিয়ে—বুক দিয়ে ঠেলে কোন রকমে লাঙ্গল খানা চেলিয়েছি' বিঘে জমি চাষ করিচি, আজ বোশেখ মাস ভুঁয়ে বীজ ছড়াব, আজগে সকালে পেয়াদা আর মহাজনে তা'লিয়ে গিয়ে বার টাকায় বেচে ফেললে।"

দা। গরু বেচে নিলে তা হোয়েছে কি!

নবীন ঘোষ কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল,—"হোয়েছে আমার সর্ব্বনাশ, আর হবে কি দাঠাকুর; তোমার কথা শুনে আমার ভিটেয় ঘুঘু চোরে গেল, তোমার কথা না শুনে ত্যাখনি যদি—

কথা সমাপ্ত না হইতেই রক্তচক্ষু বিঘূর্ণিত করিয়া দাঠাকুর চীৎকার করিয়া বলিলেন;— "যা বেটা গোলা পাড়া, খেয়েছিস তা দিবি না।

নবীন ঘোষ লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—"দাঠাকুর এ কথাটা,

গোঁড্ডায় ক'লি আমি আজ ভিটে ছাড়া হতামলা। আমার সোনার মহাজন, আঁধার ঘরে ধান ট্যাকা চেয়ে পেয়েছি, কেবল তোমার কু-যুক্তির ফাঁদে পড়ে আমি তাঁর সঙ্গে মোকর্দ্দমা বাধিয়ে আজ কিনা পথের ভিকেরী হ'লায়। আমার যা কোল্লে, ভালই কোল্লে দাঠাকুর; মোরা চাষা মানুষ, দিস্‌নে বোল্লে বড় খুসী হই। তাই তখন তোমার কথা বড় মিষ্টি লেগেছিল; কিন্তু বুঝি নাই যে, ধম্মোর কল বাতাসে নড়ে, মহাজনের যদি তোমাদের চেয়ে বুদ্ধিই বেশী না হবে, তবে তাদেরই বা ধান, ট্যাকা, কোটা বাড়ী, ঘোড়া, গরু জমি জায়গা হয় কেন, আর তোমরাই বা ঠকামো কোরে খাও কেন?"

নবীন ঘোষ আর দাঁড়াইল না, সে দাঠাকুরের ভগ্ন সাত চালার দাবা হইতে নামিয়া চলিয়া গেল। অদূরে কুশোখালির রমজান খাঁ একটা ধূলি ও কীট গর্ভ ছিন্ন মাদুরের উপর বসিয়াছিল, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পল্লীর দাদাঠাকুর গিরীন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আসল বজ্জাৎ—এক নম্বরের ধড়িবাজ! বেটা চোর—চোর; আসুক এবার বড় সায়েব, শালাকে ছি ক্লাসের দাগী করিয়া দেব, বুঝে নেবে তখন গিরীন্দ্রনাথের ঠেলা।

রমজান খাঁ বলিল,—"ছাড়ান দেন কত্ত্বা, নেহাৎ চাষা লোক! ওরা আপনার ক্ষেমতা কি বোজে? আপনি হলেন কোম্পানী জানিত মানুষ, যা ইচ্ছে তাই পারেন, কিন্তু দাঠাকুর; এই যে আমাদের গাঁয় মণ্ডলরা এরা আপনাকে মোটে গ্রাহ্য করে না; তারা এখন বোলে বেড়াচ্চে,—আপনার কাছে যদি না আসতো অতটি টাকা গুনগারি লাগত না, আর ঐ যে আমাদের গাঁয় আপনাদের গাঁর, ঠাকুরটি গিয়ে পাত্তাড়া কোরেছেন, উনিও নেহাৎ কম চিজ নন। উনি মণ্ডলদের এখন মণ্ডল হোয়েছেন। উনি যা বলেন, মণ্ডলরা সেই মত কাজ করে; উনিই ত বুঝিয়ে দিয়েছেন, শুধু আমি আর আপনি যোগ কোরে এই টাকাগুলি

লাগিয়েছি, মোটে একটাকা ঘুঁষ পেয়ে দফাদার সাহেব ও এই কথা মণ্ডলদের বোলেছে, মণ্ডলরা এখন আমার পরম শত্তুর হোয়ে দাঁড়িয়েছে।

মস্ত লম্বা গোঁফে তা দিয়া গিরীন্দ্রনাথ বলিলেন,—বলো রমজান খাঁ, আমাকে কি করিতে হবে বলো। আমি সব ক্ষমতা রাখি। দফাদারকে দূর ক'রে দিতে পারি,—মণ্ডলদের ভিটায় ঘুঘু চরাতে পারি। আর ঐ যে দেখিতেছ বিনয়,—উহাকে ঝড়ের মুখে তুলা বিন্দুর ন্যায় ফুঁয়ে কোথায় উড়াইয়া দিতে পারি।

র। অত ক্ষেমতা জেনেই ত আমি আপনার পাছ নিচ্ছি; দয়া কোরে যদি আমাকে আপনার দলভুক্ত কোরে নেন, তা হোলে আমি না কোরতে পারি এমন কাজই নাই। কুশোখালির তিন ভাগ লোক আমার দলভুক্ত—যা বোলব, তারা তাই শোনবে। আপনি যদি সহায় থাকেন, মণ্ডল শালাদের মুণ্ডুলি ঘুরিয়ে দিতে কতক্ষণ লাগে দাঠাকুর! আমি এক হাকমৎ কোরছি, তোমার দলে কিনে নেয় দাঠাকুর; তাই জানতে এসেছি।

দা। তোমার মত যত অধিক লোক দলে আসে, ততই আমার সুবিধা। কোন ভয় করিও না, আমি হাকিম মানুষ বলিয়া কিছু গোপন রাখিও না; দুষ্টুকে দমন করিতে, চুরি বলো,—মিথ্যা মোকদ্দমা বলো,—মার-ধোর করিতে বলো,—মামলা মোকদ্দমা বাধাইয়া দিয়া উভয় পক্ষকেই ফেরার করিতে বলো,—সব কাজেই আমি প্রস্তুত আছি।

র। শোন তবে দাঠাকুর; মণ্ডলদের যে রকম বাড়াবাড়ি হোয়েছে, তাতে চারিদিক দিয়ে ওদের কিছু টাকা খসান চাই। ঐ যে নছিব মণ্ডল ও এক গোলা ধান কোরেছে—ধান কয়টি সরাতে হবে দাঠাকুর; তার পরে জরিপ মণ্ডল ও নছির মণ্ডলের নামে একটা মোকদ্দমা জুড়ে দিয়ে, যদি টাকা শো দুই ডিক্রি কোরতে পারেন, তবেই ওদের নিপাত শীগগির হয়।

সাক্ষীর অভাব হবে না আপনার; আমি সাক্ষী দেব,—গাঁর আরও পাঁচজন দেবে। আর ঐ যে ধানের কথা বোল্ছি, আমার লোকেরা তার গোলা থেকে পেড়ে, বার কোরে এনে জলছত্র গাছের গোড়ায় পৌঁছে দেবে; শুনতে পাই, আপনারও পাড়ায় ত অনেক লোক আছে, তারা গিয়ে আর এইটুকু বোয়ে আনতে পারবে না দাঠাকুর? আমরাও খবর রাখি, তামোন লোক আপনার হাতে অনেক আছে।

দা। খুব আছে, না থাকলে কি চলে রমজান খাঁ; কিন্তু কখনও কি তাদের গা দিয়ে আঁচোড় গিয়েছে শুনেছ? পুলিশের চোখে এমনই ধাঁধা লাগিয়ে দিই যে, চুরি করে তারা, পুলিশ এসে ঘুরে মরে অন্য দিকে; যাক্ সে সব বাজে কথা,—এখন আসল কথা হোক।

অতঃপর উভয়ে যে কথোপকথন হইল, তাহাতে স্থির হইয়া গেল, মণ্ডলদের মরাই হইতে ধানগুলি অপহরণ করাইয়া, রমজান খাঁ জলছত্র মাঠে পহুঁছাইয়া দিবে, আর দাঠাকুরের লোকেরা যাইয়া সেখান হইতে লইয়া আসিয়া তাঁহার গোলাজাত করিবে। তারপর পুলিসের হাঙ্গামা মিটিয়া গেলে, ধান্য বিক্রয় করিয়া যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া লওয়া হইবে। আর সঙ্গে সঙ্গে জরিপ মণ্ডল ও নছিব মণ্ডলের নামে অন্ততঃ দুশো টাকা পাওনার বাবদ এক হাতচিঠা প্রস্তুত করাইয়া নালিশ রুজু করা হইবে। রমজান খাঁ হইবেন সেই হাতচিঠার লেখক; যেহেতু জরিপ মণ্ডল বা নছির মণ্ডল লেখাপড়া জানে না। রমজান খাঁ তাহাদের আত্মীয়, সেই হাতচিঠা লিখিয়া দিয়াছে। ইহাতে মোকদ্দমা পাইবার পক্ষে কোন অসুবিধাই হইবে না। পল্লীর দাদাঠাকুরগণ এইরূপেই অর্থ সংগ্রহ ও লোক লইয়া বসবাস করিয়া থাকেন। গিরীন্দ্রনাথের সংসার পরিচালনের অর্থ এইরূপেই সমাগম হইয়া থাকে। ক্রমে তাঁহার জ্বালায় তাঁহার নিজ গ্রাম ও চারিদিকের তিন চারিখানি গ্রাম জ্বলিয়া উঠিয়াছিল; নূতন নূতন

মোকদ্দমার সৃষ্টি চুরি, সামাজিক দলাদলি প্রভৃতি যত কিছু দুষ্ক্রিয়া এবং পল্লীর অবনতির কারণ, তাহা এই দাঠাকুরগণের দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে; অথচ বাহিরে ইঁহারাই প্রধান বলিয়া গণ্য। পুলিস কর্ম্মচারী আসিয়া ইঁহাদের সঙ্গেই মিশিয়া কার্য্য করেন। জমিদারের কর্ম্মচারী ইঁহাদেরই পরামর্শ গ্রহণ করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বা মহকুমার উর্দ্ধতন রাজ-পুরুষ আসিয়া ইঁহাদেরই নিকট দেশের অবস্থা ও সংবাদ লইয়া তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন।

মণ্ডলদের বাড়ীর ধান্য চুরি হইলে, পুলিস কর্ম্মচারী আসিয়া যখন তদন্ত করেন, তখন তিনি রমজান খাঁ প্রভৃতির দ্বারা এই সংবাদ ও সাক্ষ্য প্রাপ্ত হন যে, মোকদ্দমা মিথ্যা,—পাঠশালার গুরুমহাশয়ের যুক্তিমতে মণ্ডলরা ঐ মিথ্যা মোকদ্দমার সৃষ্টি করিয়া পুলিস 'হয়রাণি' করিয়াছে। গিরীন্দ্রনাথও সে মতের সম্পূর্ণ পোষকতা করিয়াছেন; গিরীন্দ্রনাথ আরও বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, এই বিনয়টি বড় সহজ লোক নহে; এ চোরের সর্দ্দার, দাগীর মহাজন এবং নিতান্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও লোকপীড়ক,—ফলকথা বিনয়ের নামে একটি একশ দশধারার মোকদ্দমা করিলে, সে শাস্তি পাইবার যোগ্য। এই যে পাঠশালা করা, ইহা তাহার একটা অছিলা মাত্র। আসলে সে অত্যন্ত দুষ্কর্ম্মশীল। যদিও পুলিস কর্ম্মচারী তাহার চরিত্রে,—তাহার কর্ম্মে এ থানায় আসিয়া পর্য্যন্ত কোন অপবাদ শুনিতে পান নাই, তথাপি তাহার নামে একশ দশধারার মোকদ্দমা হইতে পারে শুনিয়া হৃষ্ট হইলেন; কেন না, একশ দশধারার মোকদ্দমায় আসামী শাস্তি পাইলে, পুলিস কর্ম্মচারিগণের পদোন্নতি ঘটিয়া থাকে। দারোগা বাবু সে কথা শুনিয়া গিরীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করিলেন,—"আপনি যদি যোগাড় করিতে পারেন; তবে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট কুশোখালির আপনাদের নিজ গ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী দুই তিনখানি গ্রামের ভদ্রাভদ্র

লোকের স্বাক্ষর করাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বরাবর এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত করিয়া দিন যে, এই বিনয় চোরের 'খোলেদ্যার'—মিথ্যা মামলা মোকদ্দমার গাঁথনদার,—আর স্ত্রীলোকের মানসম্ভ্রমের হানিকারক, গুণ্ডার দলের নেতা।" সেই পরামর্শই স্থির হইয়া গেল এবং 'পুলিস হয়রাণি' মোকদ্দমার ভয়ে মণ্ডলরা তিরিশ টাকা ঘুষ দিয়া সে দায় রক্ষা পাইল। কিন্তু তাহারা ও গ্রামের সৎলোকেরা বুঝিতে পারিল, চুরি যথার্থ হইলেও রমজান খাঁ আর দাঠাকুরের জন্য এই দণ্ড দিতে হইল। যে দিক দিয়া যেমন ভাবে তদন্ত করিলে প্রকৃত তত্ত্ব আবিষ্কার হইতে পারিত, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা না হইয়া পঞ্চায়িত ওরফে দাঠাকুরের জন্য তাহার বিপরীত দিক দিয়া তদন্ত হইল বলিয়া এরূপ ঘটিয়া গেল। মণ্ডলদের অনুরোধে বিনয়, দারোগাকে প্রকৃত পথে আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি সে পথে আসিলেন না; অধিকন্তু ঐ জন্যই বুঝিয়া লইলেন; বিনয় লোকটা নিতান্ত সহজ নহে; প্রথমবারে আসিয়া তাহাকে যেমন ভাবিয়াছিলেন, সে তেমন নহে। গিরীন্দ্রনাথ—প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত—পল্লীর দাঠাকুর, ক্রমে ক্রমে তাঁহার বিবেচনায় ভাল লোকের মধ্যেই পরিগণিত হইয়া গিয়াছেন। তিনি এ থানায় আসিয়া পর্য্যন্ত অনেক টাকা গিরীন্দ্রনাথ তাহাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন; তাঁহার পুত্রের দুগ্ধ খাইবার জন্য একটি দুগ্ধবতী গাভী কিনিয়া দিয়া পাঠাইয়াছেন; মধ্যে মধ্যে কলা, কচু, মৎস্য, ছাগল, প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য পাঠাইয়া তাঁহার আহারের সংস্থান করিয়া দিতেছেন; অতএব দাঠাকুরের পরামর্শে চলাই কর্ত্তব্য। কাজেই তিনি কর্ত্তব্যচ্যুত না হইয়া দাঠাকুরের উপদেশ মত কার্য্য করিয়া দাঠাকুরের সংগৃহীত ঘুঁষের টাকা লইয়া থানায় চলিয়া গেলেন। দাঠাকুরও তাহার অংশ গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

এই ঘটনার দিনের দিন পরেই দেশের সকলে শুনিল, বিনয়ের নামে একশ দশধারার মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে এবং শীঘ্রই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার জন্য গ্রামে আসিবেন। পুলিস সাক্ষী সাবুদ যোগাইবেন। বাদী হইয়াছেন স্বয়ং ভারতেশ্বর। পল্লীর নিরীহ মানবকুল ভয়-ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ক্ষুদ্র বিনয়—তৃণাদপি তৃণ তুচ্ছ বিনয় এমন কি মহাপাতক করিয়াছে,—এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে, এমন সাংঘাতিক মোকদ্দমা তাহার বিরুদ্ধে উপস্থিত হইল! কিন্তু কেহ কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না,—এসম্বন্ধে সকলেই নির্ব্বাক। যাহার বাদী সম্রাট,—যাহার প্রতিবাদী বিনয়,—তাহার আর জিজ্ঞাসা করিয়া কি হইবে? ভারতেশ্বরের মোকদ্দমার বিরুদ্ধে যাইয়া কে জলন্ত অনলে ঝাঁপ দিবে। কেবল গিরীন্দ্রনাথ সদলবলে গর্ব্বিতহৃদয়ে মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিবার জন্য—বিনয়ের নিপাত জন্য, সহাস্য আস্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বিনয় যখন শুনিল, তাহার মত ক্ষুদ্র জীবের সংহার জন্য এই ভীষণাস্ত্রের—এই বেড়া আগুনের সৃষ্টি হইয়াছে, তখন সে একেবারেই আকুল-ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সে প্রথমে মণ্ডলদের নিকট সে কথা বলিল,—মণ্ডলেরা বুঝিল, তাহাদেরই জন্য—কেবল রমজান খাঁর চক্রান্তে,

এই নিরপরাধ ভদ্রযুবকটি গুরুতর জালে বিজড়িত হইল। কি কি উপায়ে এই বেড়াজাল ছিন্ন করিয়া তাহাকে সরাইয়া লওয়া যায়, তাহা ত তাহারা জানে না। না হয়, তাহাদের বাস্তুভিটা বেচিয়া দশটাকা সাহায্য করিতে পারে,—না হয়, তাহাদের বুকের কলিজার রক্ত দিয়া তাহার উপকার করিতে পারে। কিন্তু ভারতেশ্বর যে মোকদ্দমার বাদী, তাহার বিরুদ্ধে তাহারা কি করিতে পারিবে!

বিনয় বৃদ্ধ স্থবির পিতার হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিবে বলিয়া তাঁহাকে প্রথমে কোন কথা শুনাইল না; মাতা শুনিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুলা হইবেন ভাবিয়া তাঁহাকেও জানাইল না; জানাইল দাদাকে,—আর জানাইল দেশের দশজন ভদ্রলোককে। কিন্তু সকলেই একরূপ উত্তর দিলেন,—সকলেই বলিলেন,—দোষ করিয়া থাক শাস্তি পাইবে, নির্দ্দোষ হও খালাস হইবে, আমরা কি করিব বাপু! তোমার জন্য আমরা রাজদ্রোহী হইতে পারি না! রাজা যে মোকদ্দমার বাদী, সে মোকদ্দমার বিরুদ্ধে আমরা কি করিয়া দাঁড়াইব।

পল্লীর সরলহৃদয় ভারতেশ্বরের প্রজাকুল জানে না যে, ভারত-সম্রাট এ সকল মোকদ্দমায় অনির্লিপ্ত; সকলেই তাঁহার সমান কৃপাভাজন। তিনি কাহারও সপক্ষে নহেন, বিপক্ষেও নহেন। দেশের যে শত্রু, দশের যে শত্রু—তাহাকেই দমন করিবার জন্য তাঁহার নাম লইয়া মোকদ্দমা হয় মাত্র।

বিনয় যখন দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াও কোনরূপ সাহায্য পাইবার ভরসা পাইল না, তখন একদিন দূরগ্রামস্থ, অপর একজন পল্লীর দাঠাকুরের নিকট গমন করিল এবং জানিয়া আসিল যে, একশ দশ ধারার মোকদ্দমায় বাঁচিবার সহজ উপায় এই যে, সীমানা ছাড়াইয়া কিছুদিন লুকাইয়া থাকা, আর নয় খুব বড় উকিল আনিয়া মোকদ্দমায় লড়া। গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া থাকিলে, আর ঐ মোকদ্দমা তদ্বির তদন্ত হয় না।

সে পলায়নই স্থির করিল। তাহার টাকাও নাই, সাক্ষী সাবদ দিবার লোকও নাই; প্রায় সব লোকই গিরীন্দ্রনাথের দলভুক্ত; যাহারা তারা নহে, তাহারা ভীত, ভারতেশ্বর যাহার বাদী, রাজা যাহার বাদী তাহার বিপক্ষে কিছুতেই তাহারা সাক্ষী দিবে না, বলিয়া স্পষ্ট জবাব দিল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় এক বস্তা সিধের চাউল মস্তকে লইয়া রান্না-ঘরের দাবায় নামাইয়া দিয়া অতি শ্রান্ত ঘর্ম্মাক্ত দেহে যখন প্রাঙ্গণে বসিয়া বিনয় তাহার ভক্তিভাজন দাদা বিপিনচন্দ্রকে আমূল সমস্ত কথা জানাইল, তখন ঘরের দাবা হইতে বধূঠাকুরাণী মনে মনে বড় খুসী হইয়া ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিলেন এবং অপর ঘরের দাবা হইতে স্নেহময়ী জননী ব্যাকুল হইয়া শরবিদ্ধা হরিণীর মত ছুটিয়া যাইয়া বৃদ্ধ—স্থবির স্বামীর নিকট সে কথা জানাইলেন। বৃদ্ধ শুনিয়া করুণাউস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—ভগবান্, তোমার রাজত্ব কি ফুরাইয়া গিয়াছে? আমি প্রায় অন্ধ হইয়াছি—গতিহীন হইয়াছি—স্থবির হইয়াছি। কিন্তু শুনিতেছি, এখনও পূর্ব্বেরই মত বাহিরে সেইরূপে চন্দ্র সূর্য্যের উদয় হইতেছে—সেইরূপ কাক কোকিল দধিয়াল ডাকিতেছে—সেইরূপ হাট বাজার মানব মানবীর গতাগতি হইতেছে! সবই ঠিক আছে, তবে আমার বিনয়—ক্ষুদ্র বিনয়, নিরপরাধ হইয়াও আজ এই চক্রজালে জড়িত কেন? তুমি কি নাই? অথবা তুমিও কি আমারই মত স্থবির হইয়া গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ রহিয়াছ? তোমার রাজত্বে নতুবা এত অত্যাচার অনাচার, নিরপরাধের উপর এত দোষারোপ, কে করিতে সক্ষম হইত ভগবান? আমি জানি,—প্রাণের সহিত জানি,—বিনয় আমার কোন দোষে দোষী নয়। সে নিতান্ত নিষ্পাপ এবং সরল-হৃদয়। প্রভু, দয়া কর,—তাহাকে তোমার করুণ চরণের কোমল স্পর্শ রক্ষা কর।

বিনয়ের বৃদ্ধা মাতা চুল ছিঁড়িয়া, বুক চাপড়াইয়া যেখানে বসিয়া বিনয় তাহার দাদার সহিত ঐ সকল কথা বলিতেছিল, তথায় উপস্থিত হইলেন, মুমূর্ষু সন্তানের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া জননী যে ভাবে যেমন আকুল হৃদয়ে ব্যাকুলার্ত্ত স্বরে কথা কহেন, তেমনই ভাবে বড়পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"বিপিন, বাবা আমার,—দশমাস দশ দিন তোকেও পেটে ধরে রেখেছি, ঐ হতভাগাকেও রেখেছি। আর ত সহ্য করিতে পারি না বাবা! কি কুলগ্নেই ঐ ছেলেটা জন্মেছিল—ওর কষ্ট দেখতে দেখতে, ওর কষ্টের কথা শুনতে শুনতে আমি হতভাগিনী—আমার ইচ্ছে হয়, আমি মরি না কেন? বাবা! এ যাত্রায় যাতে ও রক্ষা পায়, তুই তাই কর বাবা; ও'ত তোর চরণ ছাড়া নয়।" অপর দাবা হইতে কিছু গম্ভীর—কিছু পরামর্শদাতার মাৎসর্য্যমাখা স্বরে বধূঠাকুরাণী বলিলেন,—"উনি কি কোর্‌বেন, বড় বড় সাহেবেরা যাকে ধর্‌তে আস্‌ছে, উনি গরীব মানুষ তার কি কোর্‌তে পারেন? এ ত আমি নয় যে তাড়া দিলে চুপ কোরে রইলুম।"

ব্যাকুল ক্রন্দনের আকুল স্বরে মাতা বলিলেন,—"বিপিনরে! তবে কি ঐ হতভাগাকে নিশ্চয়ই জেলে নিয়ে যাবে?"

বিপিন কথা কহিল না, মাতা হাহাকার করিয়া আরও কাঁদিয়া উঠিলেন। উন্মাদের মত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"না, না; তা হইতে দিব না; সাহেবেরা আসিলে, আমি তাঁহাদের নিকট যাইয়া বলিব, বাছা আমার ক্ষুদ্র বালক—বাছা আমার কোন কর্ম্ম জানে না, ওর বদলে আমাকে নিয়ে চল, আমি তোমাদের অনেক লোককে রেঁধে খাওয়াব। আমার গায়ে এখনও শক্তি আছে, আমি এখনও বেশ রাঁধিতে পারি।"

বিনয় কোঁচার কাপড়ে চক্ষুর জল মুছিয়া বলিল,—"মা, মা, অত অধীর

হইও না, তুমি শোকাকুল হলে আমার বুক আরও ফেটে যায় মা! বাবাকে শুনিও না, তিনি শুনলে বড় কষ্ট পাবেন, যার সর্ব্বস্ব চুরি গিয়াছে, সে যদি তা না জানিতে পায়, তবে তার কিছুই চুরি যায় নাই।”

মা। শুনতে বাকি নাই বাবা! চারিদিকের বনে আগুণ লাগলে হরিণ যেমন ছটফট করে, বুড়ো তেমনই ছটফট কোরছে।

কথঞ্চিৎ বিপন্ন-করুণ স্বরে বিপিন বলিলেন,—“তা, অতই বা সব করিতেছ কেন? যখন দু’চার মাস তফাৎ গিয়া থাকিলে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই, তখন অত কেন? যাক্, দিন কতক একটু তফাতে গিয়ে চাকরী বাকরীর চেষ্টা দেখুক,—ক্ষতিই বা কি।”

মা। বিপিনরে! এ রকম অবস্থায় যার ছেলে পালিয়ে যায়, সেই এ বেদনা বোঝে। কোথায় যাবে, কার আশ্রয় নেবে,—ভারতেশ্বর যে মোকদ্দমার বাদী—অলি গলি যার চৌকিদার কনেষ্টবল; কোথায় গেলে পলাইতে পারিবে; যেখানে যাবে, সেইখান হইতে তাহাকে ধরিয়া আনিবে।

বিন। না, মা! তা আনিবে না, আমি শুনিয়াছি, এই স্থানে না থাকিলে, আর এই সম্বন্ধে কোন উচ্চ বাচ্য করিবে না, কাহারও নিকট কোন অপরাধ না করিয়াও দোষী হইয়াছি, তাহাদের নিকট না থাকিলেই আপদ চুকিয়া যাইবে।

তেমনই ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কবে যাবি?”

বিন। শুনিলাম আগামী কল্যই নাকি বড় দারোগা ও ছোট দারোগা আমাকে ধরিতে আসিবেন, আমার আজই পলায়ন করা ভাল; কাল ধরাইয়া ফেলিলে পলাইব কি প্রকারে?

বৃদ্ধার আকুল ক্রন্দনে চারিদিক কম্পিত হইয়া উঠিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"বাপ আমার—বিনয় আমার ; এমন ভাবে তোকে বিদায় দিয়ে কি কোরে ঘরে থাকব—কি দিয়ে মনকে বুঝাব, আমি যে তোর জন্যে বিছানা কোরে রেখেছি, তুই যে আমার কাছ ভিন্ন ঘুমাতে পারিস না বাবা! তুই চ'লে গেলে, সে খালি বিছানায়—খালি বুকে কেমন কোরে ঘুমাব? আমার আঁধার ঘরের মাণিক—কোথায় যাবি বাবা!"

বিনয়েরও নয়নের অশ্রু ঝরিয়া বক্ষ প্লাবিত করিল। সত্য কথা বলিতে কি, সে ক্রন্দনে বিপিনের চক্ষু হইতেও কয়েক বিন্দু অশ্রু ঝড়িয়াছিল। কেবল রন্ধন গৃহের দাবা হইতে বধুঠাকুরাণী মুরুব্বীর মত স্বরে বলিলেন,—"ওমা, এ যেন মরণ কান্না পড়ে গেল ; কথায় বলে,—'পুরুষের দশ দশা ; কখনও হাতি কখনও মশা' তা এত ব্যাখানি বা কেন! যাক্ না—মাস পাঁচ ছয় ঘুরে আসুক, হয়ত বা বড়লোকও হোয়ে আসতে পারে। কি দিয়ে কি ঘটে কেউ ত বোলতে পারে না।"

সেইরূপ হাহাকার করুণার্ত্ত স্বরেই মাতা বলিলেন,—"তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক মা ; বিনয় আমার একটু আশ্রয় পাক, বড় লোক হোয়ে দেশে ফিরুক, নাইতে যেন ওর মাথার কেশ না ছিঁড়ে। কিন্তু আমার প্রাণ পাষাণে নির্ম্মিত, জীবন কাছিমের মত সহস্র আঘাতেও যাবার নয়, কিন্তু এ শোকে বুড়ো বাঁচবে না, বিনয়কে এরূপভাবে ছেড়ে দিয়ে তিনি কখনও রক্ষা পাবেন না, বিনয় যে তাঁর স্থবীর জীবনের অবলম্বন—অন্ধের নড়ি!"

বধূ অনতিউচ্চ স্বরে বলিলেন,—"না পারিলে আর কে কি করিতেছে, এ ত আর কারু হাত নয় যে ঠেকাবে, যার যা ভাগ্যে আছে, তাই ঘটবে, আমার উপর মুখ নাড়া দেয়া নয়, ছেলে যে

গুণধর তাতে ঐরূপ শাস্তি হবেই; চোকের পানিতে আর সব কাজ মেটে না।”

মা। আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিস নে মা! তোর শত্রু নিপাত হলো, এখন তুই সুখে থাক, তোর আপদ চুকে গেল।

বিনয় তাহার দাদাকে জিজ্ঞাসা করিল,—“তবে কি এখনই দুটি খেয়ে আমি চোলে যাব?”

বিপি। তাই যাও; যদি ভোরে পুলিশ এসে ধরে।

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল,—“বৌদিদি; ভাত কি আছে?”

বি-স্ত্রী। আছে, পান্তা ভাত আর মাছ চচ্চড়ি।

বিন। তবে দাও তাই খেয়ে যাই, বড় ক্ষুধা হোয়েছে।

বধূ তাড়াতাড়ি ভাত বাড়িয়া দিলেন, বিনয় খাইতে গেল; বিনয়ের মাতা উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া গিয়া তাহার পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন—দেখিলেন, সে এক মুষ্টি অন্ন, খানেক জল আর একটী পুঁটী মাছ ও দুই খানি পটল মাত্র। বড় বিপন্ন-করুণ স্বরে বধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“হাঁ বৌমা! এতেই কি বাছার আমার ক্ষুধা নিবারণ হবে? হয়ত বাছা আমার এ বাড়ীর শেষ খাওয়া খেয়ে চোলে গেল, আর আসিবে না; ওর মাথায় করা বোয়ে আনা আজকের এক ছালা চাল পড়ে রইল। দে মা দে; আর দুটী এনে দে, বাবা আমার বড় ক্ষুধা বোলচে যে?”

বধূ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—“আমি কি জানিতাম যে, তোমার ছেলেকে এখুনি পালিয়ে যেতে হবে, তাই ভাল কোরে জন্মের মত রেঁধে বেড়ে দেব। চাইলেন, যা ছিল, হাজির কোরলাম।”

বিনয় সেই কয়টী অন্ন উদরস্থ করিয়া দাদার কাছে উপস্থিত হইল,—বলিল,—“চলিলাম দাদা, আমাকে কিছু খরচ দাও।”

বিপি। একটী টাকা আমার কাছে আছে নিয়ে যাও।

বিনয় বলিল,—"কলিকাতার ভাড়া এক টাকা তের আনা, কলিকাতায় না পঁহুছিতে পারিলে কোন উপায়ই করিতে পারিব না। অতএব দুইটী টাকা আমাকে দিন।"

তাহার দাদা কোন উত্তর না করিতেই বধূঠাকুরাণী বলিলেন—"ঐ যে কথায় বলে,—'গাই নেই তা বলদ দুয়ে দে।' এ যে দেখছি তাই; তুমি আজই পালিয়ে যাবে, তাকি কেউ জানতো; জানলে তোমার কোলকাতার গাড়ী ভাড়া যোগাড় কোরে রাখতে পারত। যা আছে, তাই নিয়ে সরে পড়, তারপরে পথে গিয়ে অদৃষ্টে যেমন ঘটে, তাই কোরো।"

মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "রাখাল দাসী, মা! তোর কথা এখন আমার বর্ণে বর্ণে মনে হচ্চে। তখন যদি তোর কথা শুনে আমার জিনিষ গুলো আমি রাখতাম, তার দাম নেহাৎ হাজার টাকা, তাই দিয়ে বাছার আমার মামলা মোকদ্দমা চালাতাম, অন্ততঃ এই হতভাগার জন্য যদি তার অর্দ্ধেকও রাখতাম, একে এমন কোরে ভাসতে হোত না; আমি হতভাগিনীই সর্ব্বনাশ কোরেছি, আমার বুদ্ধির দোষেই বাছার আমার এত দুর্গতি চক্ষুর উপর দেখতে হোলো।"

বিনয় সেই একটি টাকা গ্রহণ করিয়া গৃহে গিয়া কাপড় পরিল, অর্দ্ধ ময়লা সিল্ক জামাটী গায় দিয়া চাদরখানি স্কন্ধে দিল, ভগ্ন ছাতাটী হস্তে লইয়া ছিন্ন জুতা জোড়াটী পায় দিল, তারপরে ধীরে ধীরে মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, বাবা কি জাগনো আছেন?"

বাষ্পাবরুদ্ধ স্বরে মাতা বলিলেন,—"বাপরে, আজ হোতে বুড়োর বুড়ীর শান্তির ঘুম ফুরিয়ে গেল, তোর মত ছেলে যাদের কোলছাড়া তাদের ঘুম আর হয় না। বাবা, বুড়োর কাছে কি বোলে বৌদিদি আমাকে বিদায় দাও; কে তাকে খেতে দেবে, কে তাকে সন্ধ্যাকালে

ফল মূল এনে খাওয়াইয়া পরিতৃপ্ত করিবে, কে তাকে তামাক সেজে দেবে, কে তাকে বাত-বেদনায় গা, হাত পা টিপে দিয়ে শান্ত করবে? বলিতে বলিতে বৃদ্ধা উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া যে গৃহে বৃদ্ধ ছোট পুত্রের অবস্থা শুনিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় গিয়া বড় করুণার্ত্ত স্বরে ডাকিয়া বলিলেন,—"বুড়ো, বুড়ো, ওঠ গো, তোমার নিমাই চাঁদ সন্ন্যাসে চলিল।"

বৃদ্ধ শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিলেন, লম্ফ দিয়া উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন!—"কই, কই, বিনয় আমার কোথায়?"

বিনয় ছুটিয়া গিয়া পিতার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইল এবং বলিল,—"এই যে বাবা, তোমার অকৃতজ্ঞ হতভাগা সন্তান তোমারই চরণপ্রান্তে উপস্থিত।"

বৃদ্ধ। বিনয়; বাবা! তুই নাকি চোলে যাচ্চিস্? কাল এমন কোরে উত্তর কে দেবেরে!

বিনয় চক্ষুর জল মুছিয়া বলিল,—"দাদা রহিলেন, আমিও কয়েক মাস বাদে—এই গোলোযোগ মিটিয়া গেলে, আবার আসিব—আবার চরণ সেবা করিব। আমি শুনিয়াছি, মিথ্যা কথা আর ছেঁচা জল ইহা অধিকক্ষণ থাকে না। রাজপুরুষগণ তদন্তে আসিলে, সকলেই কিছু আর গিরীন্দ্রনাথের ধাঁধায় ভুলিবেন না, তখন আমি নিশ্চয়ই মুক্ত হইতে পারিব; বাবা! অত ব্যাকুল হইবেন না, আজ আমি আসি।" এই বলিয়া সে প্রণাম করিয়া মাতা ও পিতার চরণ-ধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিল। তারপরে দুই একবার পিতার দিকে চাহিয়া দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহের বাহির হইল এবং ক্রমে বাড়ী ছাড়িয়া, গ্রাম ছাড়াইয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া গেল।

কোথায় যাইবে, তাহার আশ্রয় কোথায়,—তাহার কোন স্থিরতা।

না, ভাগ্যক্রমে সে দিন শুক্ল পক্ষের রাত্রি। চাঁদের কিরণে প্রান্তরের পথ দেখা যাইতেছিল, সে গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল,—

দিশেহারা পথিক আমি,
হইয়াছি পথহারা ;
তুমি না দেখালে পথ
আর কে দেখাবে তারা ?
পিতা স্থবির, মাতা বৃদ্ধ,
ভ্রাতা বাম, বধূ ক্রুদ্ধ,
অকারণ দেশ শুদ্ধ
দিতেছে বিষম তাড়া !
ঘুরিয়াছি দ্বারে দ্বারে,
একটু আশ্রয় তরে,
কেহত কৃপালু হোয়ে
দিল না একটু সাড়া !
তুমিত মা কৃপাময়ী,
আমি কি সন্তান নই,
অভাজন বলে মাগো
কর না চরণ ছাড়া।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

-০-◡-০-

যখন প্রভাত-রৌদ্র তাহার হৈমবরণে সবুজ গাছের পাতা শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন ভূমিতল এবং নদীর জল আচ্ছন্ন করিয়া বসিল, তখন বিনয় একখানি গ্রামের কাছে আসিয়া পঁহুছিল। একজন বৃদ্ধ কৃষক এক জোড়া বলদ লইয়া মাঠের দিকে চলিয়া যাইতেছিল, বিনয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—“এ গ্রামের নাম কি বাপু?” কৃষক বলিল,—“খলিসাকুণ্ডু। আপনি যাবা কোথায়?”

বিন। আমি যাব উত্তর দেশে, তোমরা রেলগাড়ীতে চাপ কোন্ ষ্টেশনে?

কৃ। হালসা। এখান থেকে দেড় কোশ হবে।

বিন। উত্তরের গাড়ী কখন পাওয়া যায় জান?

কৃ। সাড়ে বারটায় একখানা, আর একখান রাত্তির আটটার সময়।

কৃষক চলিয়া গেল। বিনয়ও তাহাকে পশ্চাতে রাখিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিতে লাগিল। বিনয় খলিসাকুণ্ডু না জানুক হালসা জানিত। তাহাদের গ্রাম হইতে হালসা ষোল ক্রোশ রাস্তা, সমস্ত রাত্রি হাঁটিয়া ষোল ক্রোশ রাস্তা অতিক্রম করিয়াছে,—বড় ভয়ে ভয়ে, বড় শোকে মোহে— বড় বিপদ সম্ভাবনায় মাঠ ভাঙ্গিয়া চলিয়া আসিয়াছে, কাজেই

একরাত্রে ষোল ক্রোশ রাস্তা অতিক্রম করিয়া ফেলিয়াছে। এতক্ষণে সম্মুখের এই দেড় ক্রোশ রাস্তা যেন তাহার নিকট বড় দূরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইল। প্রভাত না হইতেই তাহার জঠরানল জ্বলিয়া উঠিল, দেহের অবসাদও আসিয়া জুটিল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল,—মা আমার এতক্ষণ শয্যা হইতে উঠিয়া এই হতভাগ্য সন্তানের জন্য, হাহাকার করিয়া ফিরিতেছেন, আর বৌদিদি নানাবিধ ব্যঙ্গ ও কটূক্তি করিয়া তাঁহাকে কতই জ্বালাতন করিতেছেন, বাবা নীরবে বসিয়া হয়ত চক্ষুর জল ফেলিতেছেন; কি কু-লগ্নেই আমি তাহাদের সন্তান হইয়া জন্মিয়াছিলাম,—সেবা করিয়া, শুশ্রূষা করিয়া কোথায় এ বয়সে তাঁহাদের শান্তি আনিব, না নিত্য নিত্য আমারই জ্বালায় জ্বলিয়া-পুড়িয়া খাক হইয়া উঠিলেন।

ভাবিতে ভাবিতে সে গ্রাম ছাড়াইয়া পড়িল, গ্রামের পশ্চিম-পার্শ্বে এক বটগাছ, কত অতীত বর্ষ হইতে তাহার শাখা বাহু বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তলাটা গৃহের মেঝের ন্যায় পরিষ্কার। বিনয় গিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল, গাছের শাখা-প্রশাখায় শ্যামসবুজ বহুল পত্র-কুঞ্জ মধ্যে বহু প্রকারের পক্ষী বসিয়া সুপক্ব ছোট ছোট লাল ফল ভক্ষণ করিতেছিল এবং তাহাদের মধুর কণ্ঠে গান গাহিয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছিল। সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে অবসন্ন হইয়া উঠিল, তখন আরও একটু বিশ্রাম করিবার জন্য সেই মাটির উপর শয়ন করিল এবং যেমন শয়ন করিল, অমনি ঘুমাইয়া পড়িল। যখন তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন উঠিয়া দেখিল, বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। প্রভাতের শীতল বায়ু উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং একপাল গরু আসিয়া তাহার পার্শ্বেই শুইয়া আছে, কোন কোনটী দাঁড়াইয়া মুদ্রিত নয়নে রোমন্থন করিতেছে। দুইটী রাখাল বালক নিদ্রিত পথিকের

কোনরূপ অনিষ্ট ঘটাইতে না পারে এইরূপ ভাবে গরুগুলিকে অবস্থান করাইয়া প্রহরীর ন্যায় দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করিতেছিল।

বিনয় উঠিল, কিন্তু তখন তাহার দেহ এত দুর্ব্বল হইয়াছে যে, সে আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না, নবজাগরণে শোকের অবসাদগ্রস্ত হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বুঝি, তখন একেবারেই স্থগিত হইয়া আসিতেছিল, তথাপি বুঝিল পেটে কিছু না পড়িলে আর রক্ষা নাই। বিনয় একজন রাখাল বালককে জিজ্ঞাসা করিল,—"নিকটে বাজার আছে বাপু?"

রা। বাজার সেই হালসায়;—আপনি কোথায় যা[illegible]

বি। যাব ত হালসায়,—আপাততঃ বেলা শেষ হই[illegible] দরকার।

রা। আপনারা কোন জাত; বামুন কি?

বিন। হ্যাঁরে বাপু।

রা। তবে ঐ যে কলা বাগানডা দ্যাখচেন, ওরই ওপাশে মথুরাপুর; ওখানে বাবুদের বাড়ী, তাঁ্যাগার ছেলের ভাত খাওয়ানি হচ্চে, খুব ধুমধাম, মেলা লোকজন খাচ্চে, সেখানে গিয়ে খাওয়া দাওয়া কর না কেন, তাঁরাও বামুন।

বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইল, চাহিয়া দেখিল, সে অতি নিকটবর্ত্তী গ্রাম, কোন রকমে সেটুকু চলিতে পারিবে, কিন্তু না খাইয়া অধিকদূর যাইবার তাহার সামর্থ্য নাই। বিনা নিমন্ত্রনে—বিনা আহ্বানে কি করিয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইবে। কি করিয়া বলিবে, আমি উদর-জ্বালায় বড় জ্বলিতেছি,— ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বড় কাতর হইয়াছি, আমাকে দুটী অন্ন ভিক্ষা দিন! তারপরে মনে হইল, তাঁহাদের ছেলের অন্নপ্রাশন, আমারও ভিক্ষা বৃত্তিতে নবান্ন গ্রহণ। যাহা করিয়া এখন নিত্য জীবন ধারণ করিতে হইবে, এই বন্ধু-বান্ধব-বিহীন চির নিঃসঙ্গজনের তাহাতে আর লজ্জা কি—

অভিমান কি ?' সে রাখাল বালক দুটীকে বলিল ;—"বোস ভাই তোরা ; আমি চলিলাম। যাইতে যাইতে তাহার চক্ষু হইতে অনেকখানি জল গড়াইয়া গণ্ডস্থল আপ্লুত করিল, তাহার মনে হইল, এই রাখাল বালক দুটীও আমার চেয়ে কত সুখী, সারাদিন চরা মাঠে গরু লইয়া সন্ধ্যার সময় পিতামাতার স্নেহ-করুণবায়ু মধ্যে চলিয়া যাইবে। আর আমার মা-বাপ কোথায় রহিলেন,—আমি স্রোতে ভাসা তৃণখণ্ডের ন্যায় কোথা হইতে কোথায় চলিলাম।

অল্পক্ষণ মধ্যেই সে, গ্রামে পঁহুছিয়া বাবুদের বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইল। বাবুদের বাড়ীর নিকট দিয়া রাস্তা বহিয়া গিয়াছে, সে সেই রাস্তা হইতে দরজা দিয়া চাহিয়া দেখিল, বাড়ীর ভিতর বহু লোকের সমাগম হইয়াছে, বুঝিল এখনও ভোজন আরম্ভ হয় নাই, কি করিবে কেমন করিয়া প্রবেশ করিবে, কাহাকে ডাকিয়া বলিবে, আমি ভাত খাইব। এই চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ একটী গাড়ু লইয়া বাহিরে আসিলেন এবং বিনয়কে তদবস্থায় চিন্তা করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন মহাশয় ?"

বিনয় পলাতক—বিনয় নিজের বাস ও বংশ পরিচয় গোপন করিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পারিল না। হঠাৎ মিথ্যা কথা কোন রকমেই বাহির করিতে সক্ষম হইল না, সে আসল পরিচয় দিয়া ফেলিল। তচ্ছ্রবণে ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"বেলা অধিক হইয়া গিয়াছে, হালসা অনেক-দূর পথ, আসুন আপনি বাড়ীর মধ্যে, এ বাড়ীতে আজ মহা সমরোহে ব্রাহ্মণ-ভোজন, আপনি খাইয়া যাইবেন।" বিনয় সম্মত হইল। ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি আপনার কর্ম্ম সমাপনান্তর বিনয়কে সঙ্গে করিয়া বাটীর মধ্যে গেলেন এবং কর্ত্তাকে ডাকিয়া বিনয় সম্বন্ধে সমস্ত বলিলেন। বাটীর কর্ত্তা নিমন্ত্রিত জন হইতেও অধিক সমাদরে বিনয়ের স্নানাহারের বন্দোবস্ত

করিয়া দিলেন বিনয় বড় অশান্তিতে কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়া ভোজন করিল; কেবল খাইতে পারিল না, সন্দেশ-রসগোল্লা। তাহার পিতা যে একটী পাইলে কত আনন্দে ভক্ষণ করিতেন।

ভোজনান্তে সে রেলষ্টেশনাভিমুখে চলিয়া গেল এবং রাত্রের গাড়ীতে গোয়ালন্দের একখানি টিকিট কিনিয়া যথা সময়ে গাড়ীতে উঠিল।

প্রভাতকালে সে গাড়ী গোয়ালন্দে গিয়া উপস্থিত হইল, বহু আরোহী গাড়ী হইতে নামিয়া ষ্টীমারে উঠিতে গেল, কতক বা আপনাপন গন্তব্য স্থানের সুবিধা বুঝিয়া অপর ষ্টীমারের অপেক্ষায় হোটেলাভিমুখে গমন করিল, আর যাহারা গোয়ালন্দে থাকিবে, তাহারা আপন আপন আশ্রয় স্থলে চলিয়া গেল।

বিনয় যায় কোথায়?—টিকেট কিনিয়া কয়েকটি মাত্র পয়সা তাহার অবশেষ—পুঁজি আছে, তাহা লইয়া কোথায়ও যাওয়াও চলে না। হোটেলে খাইতে গেলে সব ফুরাইয়া যায়। তখন সে স্থির করিল, পথে পথেই ঘুরিয়া বেড়াই। তারপরে কিছু মুড়িটুড়ি কিনিয়া ক্ষুন্নিবারণ করিব, এখন ঘুরিয়া ফিরিয়া চারিদিক দেখা যাক্,—কোথাও আশ্রয় স্থান মিলে কি না। কিন্তু এত নিকটে থাকা হইবে না। পদ্মা পার হইয়া আরও কিয়দ্দূরে চলিয়া যাইতে হইবে। কেন না—দেশের অনেক লোক গোয়ালন্দে আছে,—আসা যাওয়াও করে, অন্ততঃ এক বৎসর আমাকে পদরেখাটী পর্য্যন্ত মুছিয়া থাকিতে হইবে। কোথায় যাইব, কাহার সাহায্য পাইব;—কে জানে হতভাগার আশ্রয় স্থল কোথায়? সে এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

গোয়ালন্দে তিন চারিটি পুণ্যাশ্রম প্রস্তুত করিয়া মনুষ্যনামধারী কয়েকটী রাক্ষস বাস করিতেন। ঐ পুণ্যাশ্রমের প্রকৃত নাম কুলি ডিপো। তাঁহাদের দূতগণ চারিদিকে শিকারান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইত।

কেবল এই স্থানেই নহে, বাঙ্গলার সর্ব্বত্র—ভারতের সর্ব্বস্থান হইতে মানব মানবী ভুলাইয়া আনিয়া, এই পুণ্যাশ্রমে প্রবেশ করাইত এবং চাকুরী, ব্যবসায় প্রভৃতি নানাবিধ প্রলোভন বাক্যে প্রলুব্ধ রাখিয়া, চা-বাগান প্রভৃতিতে কুলীরূপে চালান দিত। এই হতভাগা জীবগণের নাম 'আড়কাটী' ইহাদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ,—বুদ্ধি কুটিল। মনুষ্যত্বহীন এই মানব-পশুগণ অর্থের জন্য না করিতে পারে এমন কাজই নাই।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় ক্ষুধাতৃষ্ণায় বড় প্রপীড়িত হইয়া, বিনয় যখন ছয় পয়সার চিড়ে ও এক পয়সার গুড় কিনিয়া, কোথা হইতে একখানা পদ্মের পাতা সংগ্রহ করতঃ পদ্মার তীরে বালুকাভূমির উপরে বসিয়া সেগুলি ভোজন করিতেছিল, সেই সময় এক মহাত্মা 'আড়কাটীর' করুণদৃষ্টি তাহার উপর নিপতিত হইল

তাঁহার পথিক বেশ,—বেশ ভদ্রলোকের মত দেখিতে, মস্তকে একটী ছত্র, দক্ষিণ হস্তে কার্পেটের ব্যাগ। তিনি ঘনাইয়া আসিয়া বিনয়ের কাছে ব্যাগটী রাখিয়া মাথার ছাতী মুড়াইলেন। তারপরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথায় যাবেন মোশায়?"

বিন। কোথায় যে যাব, তার স্থিরতা নাই, আসছিও অনেকদূর হইতে. সঙ্গেও টাকা কড়ি নাই, আশ্রয় দিবার লোকেরও স্থির নাই, একটু চাকরী বা আশ্রয়ের অনুসন্ধানেই বাহির হইয়াছি।

পথিক বেশধারী 'আড়কাটী' মহাশয় যেন তাহার দুঃখে বড় দুঃখিত হইলেন, একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"তুমি বাপু একটু দূরে যাইতে পার? ভাল চাকুরী যুটাইয়া দিতে পারি।"

বিন। যেখানে বলিবেন, সেইখানেই যাইতে আমি স্বীকৃত আছি।

পথি। হাঁ, একটু দূরে না যাইলে ভাল চাকরী হয় না। তুমি আহার করিয়া নাও, আমার এক ভাই আছে এইখানেই, এখনি তাহার সহিত

আলাপ করাইয়া দিতেছি। একটু শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর আইস, আমি তাহার নিকট তোমাকে রাখিয়া আসিয়া এই একটার ষ্টীমারে রওনা হইব।

বিনয় মাথা চিড়ে গুলটী তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করিয়া পদ্মায় নামিয়া জলপান করিল ও আচমন ক্রিয়া সমাপন করিয়া পথিকরূপী 'আড়কাটীর' সন্নিকটস্থ হইল। তখন তাহার মনে হইতেছিল, জগৎ বুঝি দয়ামায়া আর করুণা দিয়াই গড়া; মনুষ্য মাত্রই বুঝি বিপন্নের আশ্রয় দিবার জন্য বাহু বিস্তার করিয়া থাকে, তবে এ জগতে পাপ কোথায়, অশান্তি কোথায়, সঙ্কট কোথায়, ক্ষুদ্রপল্লীর এক কোনে বসিয়া, একা গিরীন্দ্রনাথ কয়জনের অনিষ্ট করিতে পারে?

হায় সরলপ্রাণ যুবক! তুমি জান না যে এ জগতের অলিতে গলিতে গিরীন্দ্রনাথের দলই অধিক, আপন স্বার্থের ধারে পরকণ্ঠ বিচ্ছিন্ন করিয়া রুধিরধারা পান করিতে অধিকাংশ লোকই ব্যস্ত। যখন সুশিক্ষার বহুল প্রচারে একের চক্ষুর জল মুছাইবার জন্য অপরের করুণ হস্ত প্রসারিত হইবে, একের বিপদ বারণ করিবার জন্য অপরের চেষ্টা আপনি আসিয়া জুটিবে; তখনই ত জগতে মানবরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। অন্ততঃ বাঙ্গালায় সে জিনিষটা আদৌ নাই, তাই বঙ্গবাসী সকল দেশের— সকল লোকের চেয়ে হেয়, অশ্রদ্ধেয়।

আড়কাটী মহাশয় বিনয়কে সঙ্গে করিয়া রেল রাস্তার ধার বহিয়া অনেকখানি পথ দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গেলেন; তারপরে বামভাগে একটা রেলরাস্তা গিয়াছে, তাহারই পার্শ্ব দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। আরও অনেকখানি যাইয়া রাস্তার ডান দিকে একখানি সুন্দর আটচালা ঘরের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া, পরদুঃখকাতর আড়কাটী মহাশয় 'শিবু' বলিয়া ডাক দিলেন। পশ্চিমদেশীয় এক ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল, পথিকবর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তেরা বাবু কাঁহারে?"

ভৃ। বাবু সামে চল্ গিয়া।

পথি। হামারা নাম লিয়া পুছ্; একঠো আদমী সাথ লিয়া আয়া, বড়া জরুর কাম হ্যায়।

ভৃত্য চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই একটী বাবু তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পথিকবর বলিলেন,— "এই ভদ্র যুবকটী নিরাশ্রয়, একটু চাকুরীর জন্য বাটীর বাহির হইয়াছেন, কিন্তু কেহ কোথাও চাকরী দিবার লোক ইহার নাই, তুমি যদি তোমাদের বড় আফিসে পাঠাইয়া সাহেবকে লিখিয়া দিয়া ইহার একটু চাকুরী করিয়া দিতে পার, আমি বড় সন্তুষ্ট হইব।

আড়কাটীর প্রভু সব বুঝেন, সব জানেন, সব ছলনা—তাঁহার অবগতির মধ্যে অবস্থিত, বলিলেন,—"আচ্ছা, আপনার আদেশ পালন করিতে ক্রুটী করিব না, কিন্তু ঐ যুবক খরচ করিয়া—ষ্টিমার ভাড়া দিয়া ততদূর যাইতে পারিবে ত? সে সেই হিমালয়ের উপত্যকা, অনেকদূর ষ্টিমারে যাইতে হইবে, তারপরে রেলপথে যাইতে হইবে, চারি পাঁচ টাকা পাথেয় লাগিবে; এ সকল কোথা হইতে যুটিবে, আমি নয় বড় সাহেবকে চিঠি দিব, তিনি নয় ভাল চাকুরী দিবেন।"

আড়কাটী মহাশয় বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,— "তুমি কি পাঁচ ছয় টাকা খরচ করিয়া সেখানে যাইতে পারিবে?"

বিন। আমি ত বলিয়াছি, আমার নিকট কয়েকটী পয়সা ব্যতীত আর কিছুই নাই।

পথি। তবে এক কাজ করিতে সম্মত আছ?

বিন। কি বলুন?

পথি। আজ কতকগুলি কুলী যাইবে; সাহেবের লোক হইয়া যদি যাও, সাহেবের ভাড়াতেই যাইতে পারিবে। তোমার কোন খরচই

লাগিবে না, সেখানে পঁহুছিয়া আমারই ভাইয়ের চিঠি সাহেবকে দিবা মাত্র, তিনি তোমাকে ভাল চাকরী দিবেন।

বিনয়ের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। চা বাগান কুলি আইন, ক্রূর আড়কাটী-গণের চক্রান্ত সে খবরের কাগজে পড়িয়া জানিত। সে বুঝিল, নিশ্চয়ই আমি আরকাটীর চক্রান্তে পড়িয়াছি। কিন্তু সে নিরস্ত হইল না। ভাবিল, যাই, কুলী রূপেই স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করি, এখানেও নির্দ্দোষ মানুষ পয়সা না থাকিলে পরের পীড়নে বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা করিতে পায় না, নিজের গৃহে নিজে বাস করিতে পায় না ; সেখানেও কুলী জীবন লাভ করিয়া শান্তিতে বাস করিতে পারে না। এখানেও পয়সা না থাকিলে সমাজের মানবগণের আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াও সাড়া মিলে না, সেখানেও হয়ত বিপদে পড়িয়া পরিত্রাহি ডাক ডাকিলে কেহ করুণার হস্তে শান্তি দানে অগ্রসর হয় না। আমার সঙ্গে ভাড়ার পয়সা নাই, যাইবার উপায় নাই, এখানে থাকিলে, জেল খাটিতে হইবে, সেখানেও কুলীরূপে খাটিতে হইবে, তথাপি সেখানে গিয়া দেখিতে পারিব, কুলী জীবনের উপরের স্তরের কোন কার্য্য করিয়া, যদি কিছু সঞ্চয় করিতে পারি, সে তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইল, তখন সেই কুলী ডিপোর মধ্যে তাহাকে প্রবেশ করাইয়া লইয়া অর্গল অবরুদ্ধ করিল।

সন্ধ্যার পরে কতকগুলি কুলীর সহিত কখন তাহার ডাক্তারি এক-জামিন করা হইল, কখন তাহার সম্মতি গ্রহণ করা হইল, কখন তাহার রেজেষ্টারি করা হইল, তাহা সে জানিল না। কিন্তু সন্ধ্যার সময় সেই অর্গলাবদ্ধ বাড়ীর মধ্যে তাহাদিগকে যখন লাল কুর্ত্তি পরাইয়া গলায় এক একখানি নম্বর মারা পদক ঝুলাইয়া দিল, তখন বুঝিল, বঙ্গমাতার কুসন্তান আমি—ব্রাহ্মণকুলের কলঙ্ক আমি, কুলী জীবন লাভ করিয়া চা বাগানের প্রেরিত হইলাম। সন্ধ্যার পরে মেষপালের ন্যায় সন্তাড়ন

পূর্ব্বক তাহাদিগকে লইয়া গিয়া ষ্টিমারে চাপাইয়া দিল এবং রাত্রি আটটার সময় ভলকান নামক আই" এস কোম্পানির ষ্টিমার তাহাদিগকে বক্ষে লইয়া দ্রুত গমনে গোয়ালন্দ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

যে রাত্রে বিনয় পলায়ন করিয়াছিল, তৎপর দিবসই গ্রামে দুইজন দারোগা, তিন চারিজন কনেষ্টবল অনেক চৌকিদার, দফাদার আসিয়া মহা হৈ চৈ বাধাইয়া দিয়াছিল। গ্রামের লোক সে সন্তাড়ন—সে তর্জ্জন গর্জ্জন—সে ডাকাডাকি হাঁকা-হাঁকিতে ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। কেবল গিরীন্দ্রনাথ উৎসব বাড়ীর কর্ম্মকর্ত্তার ন্যায় প্রফুল্ল আননে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং তিনি একজন হাকিম, তাহা সকলকে বিশেষরূপে বুঝাইতে ত্রুটী করিলেন না। পুলিস যাহাকে সম্মুখে পাইলেন, তাহাকেই ধরাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিনয়ের চরিত্র কেমন? গিরীন্দ্রনাথের দলের লোকই অধিকাংশ ঘুরিয়া ফিরিতেছিল; তাহারা প্রায় এক বাক্যেই বলিল,—তাহার জ্বালায় গ্রামে বাস করা কঠিন। দুই একজন যাহারা ভাল লোক সম্মুখে পড়িল, তাহারা বলিল,—সে গরীব মানুষ, তাহার ক্ষমতাই বা কি, আর করেই বা কি! গিরীন্দ্রনাথ সেরূপ লোককে সন্তাড়ন করিলেন। কিন্তু সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন নিস্ফল হইয়া গেল;—পাখী উড়িয়া গিয়াছে। ব্যাধ জাল বিক্ষিপ্ত হইতেছে জানিয়াই পাখী ফাঁকি দিয়াছে। কাজেই পুলিস আসামী ধৃত করিবার আনন্দ অনুভব করিতে না পারিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে

ফিরিয়া গেল। গিরীন্দ্রনাথ যাহাকে সম্মুখে পাইলেন, তাহাকেই সভাষা অনুবাদের সহিত বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি একজন মহা হাকিম, তাঁহার কার্য্যে যে বিঘ্ন উৎপাদন করিবে, তাহার দশাই "এইরূপ হইবে।" তিনি বড় সাহেবকে লিখিলে, বড় সাহেব যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই ধরিয়া লইয়া গিয়া জেলে পুরিবেন, যাহারা বুদ্ধিমান—অভিজ্ঞ, তাহারা মনে মনে বলিল,—হঁা বৃটীশ-সাম্রাজ্য—মগের মুল্লুক নয়। অনভিজ্ঞ জনেরা মনে মনে ভয় পাইল এবং গিরীন্দ্রনাথের অত্যাচার এবং তৎপরে এত ক্ষমতার কথা জানিয়া গিরীন্দ্রনাথের নিপাত কামনা করিল।

এই সময় হইতে গিরীন্দ্রনাথের অত্যাচার অতিশয় বাড়িয়া উঠিল। অত্যাচার হতভাগ্য পল্লীর কৃষকদিগের উপরই অধিক হইতে লাগিল, যাহার বাড়ী যে দ্রব্য উৎপন্ন হউক, তাহার অংশ গিরীন্দ্রনাথকে না দিয়া উপায় ছিল না; জেলে, মালো, বা কোন কৃষক মৎস্য মারিয়া আনিলে, তাঁহার বাড়ী কিছু পহুঁছিয়া দিতেই হইত। যাহাকে পাইতেন সামান্য কারণে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া, প্রহার গালাগালি প্রভৃতিতে অপমান করিয়া ছাড়িয়া দিতেন। তার পরে কতকগুলি চোর তাঁহার পোষা ছিল, লোকের মরাইয়ের ধান, পুকুরের মাছ, বাগানের ফলমূল এ সকল ভয়ানকরূপে চুরি হইতে আরম্ভ হইল। ইহার উপরে আরও অত্যাচার ছিল, বড়লোক হইবার প্রবল আশা গিরীন্দ্রনাথের বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি মিথ্যা কাগজপত্র প্রস্তুত করিয়া, মিথ্যা সাক্ষীসাবুদ দেওয়াইয়া লোকের নামে ডিক্রি ও জারি করিয়া, টাকা আদায় করিতে লাগিলেন। লোক সমুদয় হাহাকার করিয়া উঠিল, সকলেই তাহার পতন কামনা করিতে লাগিল। কিন্তু আমাদের বাঙ্‌লা দেশের চিরন্তন ললাট-লিপি এই যে,—একের দুঃখে অপরের প্রাণ কাঁদে না, 'উহার হইতেছে হউক আমার না হইলেই বাঁচি।' বহুকাল পূর্ব্বে কোন এক কৃষকপল্লীতে

একজন অভিজ্ঞা কৃষক বধূর হৃদয় হইতে বড় দুঃখেই প্রবাদবাক্যটী বাহির হইয়াছিল যে,—'ঘুঁটে পোড়েন, গোবর হাসেন ; ভাবেন, আমার দিন এমনই যাবে।' নতুবা ক্ষুদ্রশক্তি—সামান্য দাঠাকুরগণের অত্যাচারে পল্লীর শান্তি উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে, জঙ্গলে বাঘ, নদীতে কুম্ভীর, ঘরে সাপ, বরং এ সকলে শান্তি আছে, তথাপি পল্লীর দাঠাকুরগণের ষড়যন্ত্রে পল্লীর মানুষের নিস্তার নাই। ইঁহারা সর্প হইতেও ক্রূর—ব্যাঘ্র হইতেও ভীষণ এবং জলমধ্যস্থ অদর্শনীয় ভক্ষক কুম্ভীর হইতেও ভয়ানক। ইঁহারা অতি ভদ্র পুলিস কর্ম্মচারীকে দেখিতে দেখিতে আপন করায়ত্ত করিয়া লইয়া তাঁহাদিগের দ্বারা অত্যাচার করাইয়া লয়, মিথ্যা সাক্ষী দেওয়াইয়া বিচারকগণের ভ্রান্তি জন্মায়। ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিদ্বেষাগ্নি জ্বালাইয়া শান্তির সংসারে অশান্তির মরুদগ্নি জ্বালিয়া দেয়। ইঁহারা গ্রামের দলাদলির সৃষ্টিকারক, পরস্পর মনোমালিন্যের হেতুজনক। সতী রমণীর নামেও কলঙ্ক উৎপাদন করিতে কুণ্ঠিত হয় না,—দেব-চরিত্র মানুষকে সয়তানের উপাধিতে ভূষিত করিতেও পশ্চাদপদ নহে।

মানুষ প্রথমে যখন পাপ করিতে আরম্ভ করে, যখন নৈতিক চরিত্র বিসর্জ্জন দিতে প্রথম মন্ত্র পাঠ করে, তখন তাহার একটু একটু ভয় হয়—লজ্জা হয়, বিবেকের বারণবাণী হৃদয়ের গুহা গহ্বরে প্রতিধ্বনিত হয়। কিন্তু কিছুদিন করিলে তখন তাহাতে অভ্যাস পাইয়া যায় ; আর দ্বিধা, ভয় বা লজ্জা থাকে না। আরও কিছুদিন করিলে, তখন না করিয়া থাকিতে পারে না, এবং ভদ্র-সমাজের যাহা ঘৃণ্য—যাহা অকরণীয় —যাহা অশ্রাব্য, তাহাই করিয়া আত্ম-শ্লাঘা বা পৌরুষ জ্ঞান করে,—ইঁহাই অভ্যাস-যোগ, কিন্তু যাহা সৎ—যাহা পবিত্র, সে অভ্যাস যোগে জীবনের স্বর্গবাস, আর পাপের অভ্যাসে নরক-নিবাস। গিরীন্দ্রনাথের মহাপাতক বা পরপীড়ন প্রবৃত্তি দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া সীমাহারা হইয়া,

গেল; ক্রমে চাষাপাড়া হইতে ভদ্রপাড়ায় প্রবেশ করিল; ভদ্রলোকের সঙ্গেও তাহার মামলা মোকদ্দমা চলিতে আরম্ভ করিল।

এক বৃদ্ধার কিছু জায়গা-জমি ছিল, সেইগুলি ফাঁকি দিয়া অপহরণ মানসে গিরীন্দ্রনাথ জমিগুলির উপর জোর দখল আরম্ভ করিয়া দিলেন। বৃদ্ধার জগতে কেহ ছিল না, সেই জমি কয় বিঘার আয় হইতেই তাঁহার অবশেষ জীবন যাপিত হইতেছিল,—তাহাও যাইতে বসিয়াছে বুঝিয়া, বৃদ্ধা গ্রামের লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া গিরীন্দ্রনাথের অত্যাচারবার্ত্তা জানাইলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইল না। অনেকে ভালমন্দ কিছুই বলিল না—কেহ কেহ বলিল,—লোকটা অতিশয় দুর্দ্দান্ত এবং অদম্য; তোমাকে সাহায্য করিতে গেলেই উহার ক্রোধানলে পড়িয়া ভস্মীভূত হইতে হইবে। বৃদ্ধা নিরাশার বেদনা লইয়া ফিরিয়া পড়িতেন, বৃদ্ধার বাড়ীর নিকটে তাঁহাদের বহুকালের একটি আম্রবৃক্ষ ছিল, গিরীন্দ্রনাথ কতকগুলি লোক আনিয়া একদিন প্রত্যূষে তাহা কাটাইয়া লইয়া গেলেন। বৃদ্ধা বুক দিয়া পড়িয়াছিল,—কত দেবতাকে ডাকিয়া, কত রাজা মহারাজা এবং ভারতসম্রাটের নাম লইয়া দোহাই দিয়া যখন তাহা নিবারণ করিতে পারিলেন না, তখন অদূরে বসিয়া অপূর্ব নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধা রাস্তার পার্শ্বে বসিয়া যখন কাঁদিতেছিলেন, তখন সেই রাস্তা দিয়া একখানা ছইঘেরা গাড়ী চলিয়া যাইতেছিল। গাড়ীখানি তাঁহার পার্শ্ব কাটাইয়া কিছুদূর চলিয়া গেল। কিন্তু আবার ফিরিল;—ফিরিয়া আসিয়া যেখানে বৃদ্ধা কাঁদিতেছিলেন, সেইখানে স্থির হইল ও গাড়োয়ান গাড়ী থামাইল। ছইয়ের মধ্য হইতে এক ভদ্রযুবক বাহির হইয়া বৃদ্ধার নিকটে দাঁড়াইল এবং জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার কি হইয়াছে গা?"

বৃদ্ধা ক্রন্দনলোহিত কোটরগত চক্ষু দুইটার করুণাকাঙ্ক্ষী দৃষ্টিতে

চাহিয়া যুবককে বলিলেন,—“তুমি পথিক—তুমি তাহা শুনিয়া কি করিবে বাবা?”

পথিক গম্ভীরস্বরে বলিলেন, বলিতে যদি কোন আপত্তি না থাকে, বলুন শুনিয়া যাই।

বৃদ্ধা আমূল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। সমস্ত শুনিয়া পথিক বলিলেন,—“শ্যামপুর গ্রামের নাম শুনিয়াছেন? সে এখান থেকে বেশী দূর নয়; দেড় ক্রোশ হইতে পারে।”

কথা সমাধা না হইতেই বৃদ্ধা বলিলেন,—“শ্যামপুর? খুব জানি, সেখানে নরহরি বাবুর বাড়ী, তাঁর অবস্থাও খুব ভাল, মানুষও খুব ভাল।”

পথি। আমি তাঁহারই মেঝ ছেলে, আমার নাম সতীশ; আমি একটী টাকা আপনাকে দিয়া যাইতেছি, আপনি একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া আজ বৈকালে কি কাল সকালে আমাদের বাড়ী যাবেন। আর কাগজপত্র আপনার যাহা আছে, তাহাও সঙ্গে করিয়া যাইবেন, আমরা আপনার বিষয় রক্ষা করিয়া দিব। হতভাগা গিরীন্দ্রনাথের অত্যন্ত স্পর্দ্ধা হইয়াছে এবং তাহার অত্যাচারের আগুণে এদেশের প্রায় লোক বিদগ্ধ হইতেছে, কেহ কথা কহে না বলিয়া দিন দিন সে অতিশয় দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

পথিক আর দাঁড়াইল না, গাড়ীতে উঠিয়া বসিল এবং গাড়োয়ান গাড়ী ঘুরিয়া ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া গেল, বৃদ্ধাও বড় নিরাশার ধারে একটু আশার বাণীতে শুনিয়া কিঞ্চিৎ হৃষ্ট হইলেন, এবং উঠিলেন ও টাকাটি কুড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।
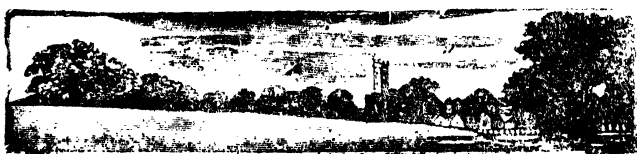
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বিনয় চলিয়া যাওয়ার পর ছয়মাস কাটিয়া গেল, কিন্তু তাহার আর কোন খবর মিলিল না। নিত্য সন্ধ্যাকালে তাহার বৃদ্ধ মাতার করুণ ক্রন্দনে গৃহের দেওয়াল দরজাগুলিও বুঝি ফাটিয়া পড়িত। বৃদ্ধ নীরবে চক্ষের জলে বুক ভাসাইতেন, রাখালদাসী সে সংবাদ পাইয়া দেখিতে আসিয়াছিল। কিন্তু কয়েকদিন থাকিবার পরই আর তাহার থাকা হইল না, তাহার দুই তিনটি শিশু সন্তান, সে নিজে, কে তাহাদিগকে খাইতে দিবে! তাহার নিজের সাংসারিক অবস্থা ভাল নয়, তাহার স্বামী শারীরিক পরিশ্রম করিয়া, দুই তিন বিঘা জমির ধান্য উৎপাদন ও চারি পাঁচ ঘর যজমানের কার্য্য করিয়া কোন রকমে দিনাতিপাত করিয়া থাকেন। সে যে, রাখালদাসী পিতৃভবনে থাকা কালে কোনরূপে আর্থিক সাহায্য করিতে পারিবে, সে সাধ্য নাই। বিপিনের স্ত্রী কয়েক দিন তাহাকে ভাত দিয়াই স্পষ্ট জবাব দিলেন,—একবার তোমার বুড়োবুড়ী বাপ মাকে ভাত দিবে, আবার তোমাদিগকে চালাইবে, এমন কি অবস্থা; একা মানুষে আর কত পারিবে। পিতা মাতার জন্য কয়েকদিন সে বাক্য-বাণ সহ্য করিয়া থাকিয়াও যখন সে নিতান্ত লাঞ্ছিত, ঘৃণিত, তিরস্কৃত ও

সন্তাড়িত হইতে লাগিল, তখন সে একদিন বিপিনকে সে কথা জানাইল। বিপিন নিতান্ত বিরক্ত চিত্তে বলিলেন,—"সকলেই তোমরা ঐ মানুষটার দোষ দেখ; তুমি পাড়ার অনেকের নিকটেই আমাদের দোষ ডাকিয়া বেড়াও; আমি নাকি বাপ মাকে খেতে দিই না, ভক্তি করি না, সেবা করি না—এইসব কথা বলিয়া বেড়াও। তা', দিদি; রক্ত জল করিয়া সকলকে খেতে দেব, আরও কথা শুনব; সেত পারব না। তুমি তোমার বাড়ী যাও, আমার যেমন সাধ্য বাপ মাকে তেমনি খেতে দেই, তোমার তাতে পছন্দ না হয়, বাড়ী লইয়া যাও।"

রা। আপত্তি কি? তুমি ছেলে আমি মেয়ে,—বুড়ো বাপ মার সেবা করিয়া জন্ম সার্থক করিব, এর চেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? কিন্তু মার গার গহনাগুলি তোমার বৌ গায় দেবে, আর আমি উহাদিগকে খাইতে দিব, তেমন স্বচ্ছল অবস্থা আমার নয়; গহনাগুলি আমাকে বুঝাইয়া দাও, আমি তাই বেচে কিনে যে কয়দিন বাঁচেন, ওদের সেবা করি।

অপর গৃহ হইতে বধূঠাকুরাণী রক্তদন্তিকা মূর্ত্তিতে লম্ফ দিয়া আসিয়া রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইলেন, এবং চাৎকার-গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"ইস্, দেবে! এই যে আজ পাঁচ বৎসর খেতে পরতে দিল; কে? তার দাম দিয়ে তারপরে গহনার কথা বলিস্। ভারি ত গওনা, ভারি নাড়া দুবেলা নাড়তে আসেন।

রা। খেতে দিয়েছে, কি তোর সম্পর্কে;—ছেলে হোলে মানুষ আনন্দিত, মেয়ে হোলে দুঃখিত হয় কেন? মেয়ে পর ঘরে যাবে, ছেলে রোজগার কোরে খাওয়াবে। আমার বাপ-মার মত ভাগ্য ক'জনার হয়! এমন পুত্ররত্ন ক'জনে প্রসব করে?

বি-স্ত্রী। খাওয়াবে, পরাবে—আরও দশ কথা শোনাবে; ওরে

বাপরে, যেন চোরদায়ে ধরা পোড়েছে। কত মহাপাপই আমি কোরে-ছিলাম—দুঃখের ভাত সুখ কোরে খাব তার যো নাই।

রা। খা লো, খা; আর আসছি না, তোর ভাত যদি কখনও খাই, তবে ব্রহ্মহত্যা, গো-হত্যার পাপ যেন আমাকে স্পর্শ করে। তোর গুণ আমি চিরদিন থেকেই জানি, তোদের জ্বালায় আমার ছোট ভাইটী কোথায় বৈরাগী হোয়ে পালিয়ে গেল, তার কথা, তার দুঃখ মনে হোলে বুক ফেটে যায়। সে যদি থাকত, ভিক্ষা কোরে এনে মা বাপকে খেতে দিত, আমি হতভাগিনী বাপ মার দুঃখের কথা শুনে ছুটে এসেছিলাম, তার উপযুক্ত ফল পেলাম! বিপিনরে; বুড়ো বাপ মা রইল, ধর্ম্ম আছেন, রাত্রি দিন হয়, চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্ত হয়, অযত্ন করিস্‌ না রে—অযত্ন করিস্‌ না। সময়ে এর ফল ভোগ কোরতে হবে, শাপ দিচ্চি না—তুই দুঃখভোগ কোরলেও সুখে থাকব না। যাতে মাতৃপিতৃ সেবা অপরাধ না হয় তা করিস্‌; আমি চলিলাম, আর আসিব না, আর তোর ভাত খাইব না, কিন্তু কাণে যেন না শুনতে হয়, মাতৃপিতৃ সেবাপরাধে বিপিনের অধঃপাত ঘটিয়াছে।

বিপিনের স্ত্রী দাপকের আগুণ জ্বালিয়া দিলেন, নাকিসুরের উচ্চ-চীৎকারে কলহের মহা তর্জ্জন গর্জ্জনে রাখালদাসীর চরিত্রের হেয়তা কলহপ্রিয়তা, নিরপরাধের উপর অভিসম্পাতের কঠোরতা প্রভৃতির বাক্য-বিন্যাসে সমস্তবাড়ী মুখরিত করিয়া তুলিলেন। রাখাল দাসীও কিয়ৎক্ষণ তাহার সহিত বাগযুদ্ধ করিয়া পরাভূত হইয়া পড়িল। তখন রণাহত ক্ষত্রিয়-সন্তানের ন্যায় নিতান্ত ম্লানমুখে অথচ পরাভবের বেদনা-প্রতপ্ত-হৃদয়ে যেগৃহে তাহার পিতা মাতা অবস্থান করিতেন, সেই গৃহে চলিয়া আসিল। তাহার বৃদ্ধ মাতা সমস্তই শুনিয়াছিলেন; তথাপি রাখালদাসী তাঁহাকে পুনরূপি সংক্ষেপে সমস্ত কথা বলিল। তাহার স্থবির পিতাও

শুনিলেন। মাতা বলিলেন,—"মা রাখালি! অত উতলা হোস্ নে, আমাদের ভাগ্য অতি মন্দ; তুই কি ক'র্‌বি মা! আমাদের দুঃখ যদি যাবার হ'ত, অন্ধের নড়ি বিনয় ছেড়ে যেত না।"

বৃদ্ধ হাহাকার করিয়া উঠিলেন। অন্তস্তল-ভেদী দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"বিনয় কি ছেড়ে যাবার ধন রে! সে যে তার বুকের রক্ত চেরে আমাদের সেবা করত। ঐ ঘৃণ্য—ঐ নর-পশু—ঐ কুসন্তান দেশশুদ্ধ লোকের সহিত ষড়যন্ত্র ক'রে তাকে আমার কাছ ছাড়া ক'রে কোথায় তাড়িয়ে দিয়েছে। আমার অন্ধকারের মাণিক কোন অতলজলে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে।

রা। বিপিন স্ত্রীর এত বাধ্য হ'য়েছে যে, তার আর কোন জ্ঞান নাই—হতভাগিনীকে তোমরা যার হাতে দিয়েছ; তার একটি পয়সাও যোত্র নাই যে, তাই দিয়ে তোমাদিগকে শুধাব। দশদিন এসে সেবা ক'রব, এমন অবস্থা আমার নয়। আজ যথেষ্ট অবমানিত হ'য়েছি; বুঝি কাহারও দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া খাইতে গেলেও এমন করিয়া দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয় না। বড় ইচ্ছা ছিল বাবা, একদিন আপন হাতে রেঁধে বেড়ে দুটি খাইয়ে যাই, কিন্তু ঘটিল না; অভাগিনীর অদৃষ্টে সে সুখ মিলিল না। বাবা আমার খিচুড়ি খেতে বড় ভালবাসতেন,—তাই সেখান থেকে চারিটি ভাল চাল, কিছু ডাল আর একটু ঘি এনেছিলাম; তা প'ড়ে রইল। প্রার্থনা ক'রেও একদিন হাঁড়ী বেড়ী ধরিবার অধিকার পাই নাই। রইল বাবা, সে সকল প'ড়ে রইল; যদি কখনও বিনয় আসে, তবে আবার আসিব; নতুবা তোমাদের দর্শন আমার এই শেষ। আমি এখনই চ'লে যাব বাবা।"

বৃ। যাবে, যাও। সব গিয়াছে—সব সহ্য করিতেছি; বাজ পড়িয়া গাছ মরিয়াও দাঁড়াইয়া থাকে, সে মূর্ত্তি দেখেছিস মা? তোর বাবাও আজ

তাই। বিনয়ও আর আসবে না, তুইও আর আসবি না; আমরা হতভাগা, ও হতভাগিনী এইরূপেই ছট্ ফট্ করিতে থাকিলাম; কিন্তু আমার দিনও বুঝি অধিক নাই,—ব্যাধিতে অনেকদিন ভুগিয়াছি, কিন্তু ভিতর হইতে এত জ্বালা—এত ব্যাধি সন্তাড়ন আগে অনুভব করিতাম না; চক্ষুর দৃষ্টি আগে ঝাপসা থাকিলেও এমন অন্ধ হইয়া গিয়াছিলাম না; এখন চক্ষুতে কিছুই দেখিতে পাই না।

রাখালদাসী আঁচলে চক্ষুর জল মুছিল, বৃদ্ধাও কাঁদিলেন। তারপরে রাখালদাসী উঠিয়া পাড়ার মধ্যে চলিয়া গেল। পাড়ায় রামহরি কাকার বাড়ী গিয়া সেদিনের জন্য দুইটি অন্ন প্রার্থনা ও তাহার শ্বশুরবাড়ী পঁহুছিয়া দিবার জন্য একখানি গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া দিবার অনুরোধ করিল।

তৎপর দিবস প্রত্যূষে গাড়ী আসিলে, সে পিতা মাতাকে কাঁদাইয়া নিজে কাঁদিয়া সন্তান দুইটিকে সঙ্গে লইয়া স্বামিগৃহে চলিয়া গেল।
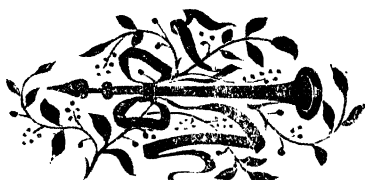
বিংশ পরিচ্ছেদ।

——০○০——

ইহার পর আরও দুইমাস কাটিয়া গেল; বিপিনের মাতা ও পিতা পুত্রবধূর নিকটে বিবিধ প্রকারে নির্জ্জিত হইতে লাগিলেন; সময়ে ক্ষুধায় অন্ন মিলিত না, তৃষ্ণায় জল যুটিত না; বৃদ্ধা যদিও তখন সংসারের কার্য্যে অক্ষম হইয়া ছিলেন না,—যদিও তখন তাঁহার শরীরের সামর্থ্য বিশেষরূপে বিনষ্ট হইবার সম্ভব ছিল না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। বিনয়ের কোন খবর পাওয়া গেল না,—একটি পাখীর মুখেও শোনা গেল না সে কোথা দিয়া—কোন পথে, কোন অজানা জায়গায় চলিয়া গিয়াছে। প্রথম প্রথম আশা ছিল, সে যেখানেই যাক, ডাকে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে পত্র দিবে। কতদিন তিনি সে আশা বুকে লইয়া বাড়ীর বাহিরে পথিপার্শ্বে গিয়া বসিয়া থাকিতেন; কিন্তু ডাকপেয়াদা যখন তাঁহার নিকট দিয়া অপরাপর লোকের চিঠি বিলি করিয়া চলিয়া যাইত, তখন দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নিরাশার বেদনা-তপ্তহৃদয়ে গৃহে ফিরিতেন। এখন আর সেদিকে যান না; এখন মনে হয়, হয় সে নাই,—অথবা সর্ব্বত্রই ইংরেজের মুল্লুক, কোথায় তাহার সন্ধান পাইয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া জেলে পুরিয়াছে। বাছা আমার আর আসবে না,—আর মা বলিয়া ডাকিবে না,—আর বুকের কাছে শুইয়া সহস্র উত্তাপকষ্ট

হৃদয় জুড়াইয়া দিবে না। তার উপরে রাখালদাসীর যাওয়া, পুত্র বিপিন চন্দ্রের নিগ্রহ, পুত্রবধুর সন্তাড়ন, এই সকল কারণে তিনি একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠিলেন। আরও ছিল,—বৃদ্ধ স্বামীর—ব্যাধিক্লিষ্ট স্বামীর অন্নাভাব; তিনি যে, সময়ে দুইটি খাইতে পাইতেন না, এই জ্বালায় তিনি আরও নিত্য নিত্য ভাঙিয়া পড়িতেছিলেন। কোথায় যান, কি করেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেন না; দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া যদিও কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, বধূ হয় তাহা রাঁধিয়া দিত, নয় দিতই না। আবার মাঙিয়া যাচিয়া আনিলে, তাহার স্বামীর কাছে লাগাইয়া দিত, —তোমার মা, তুমি ভাত দাও না—তোমার বাপকে ভাল খাইতে দাও না—যত্ন কর না—এই বলিয়া গ্রামের মধ্য হইতে ভিক্ষা করিয়া আনেন; অপমান ত আর সহ্য করা যায় না গো। পুত্র মাতাকে ধমক দিতেন। কিন্তু বৃদ্ধ যেন বিপিনের মাতাকে শীঘ্রই সে জ্বালা হইতে অব্যাহতি দেন বলিয়া অনুভব হইতে লাগিল! তাঁহার ব্যাধি বড় শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধের দিকে বাড়িতে লাগিল, তিনি বেশ আহার করিতে পারিতেন এবং যাহা আহার করিতেন তাহা রুচিপূর্ব্বকই করিতেন। হঠাৎ তাঁহার আহার অত্যন্ত কমিয়া গেল।

একদিন বৃদ্ধ আহার করিতেছিলেন, বিপিনের মাতা পার্শ্বে বসিয়াছিলেন; দেখিলেন তিনি কিছুই খাইতে পারিলেন না। আঁচলে চক্ষুর জল মুছিয়া বিপিনের মাতা বলিলেন,—"তোমার মুখে কি কিছুই ভাল লাগে না, না ক্ষুধা হয় না?"

বি-পি। উভয়ই আছে।

বি-মা। যা খেতে ভাল লাগে, আমাকে বলিয়ো দেখি।

বি-পি। তোমায় বলিয়া কি করিব গিন্নি! সে পথে যে উভয়ে আগেই কাঁটা দিয়াছি! তখন পুত্র ও পুত্রবধূ বলিয়া, সোহাগের পুঁতুল

সাজাইয়া, সব গহনাগুলি ছাড়িয়া দিয়াছি। এখন কপর্দ্দকহীন তুমি—কোথায় পাইবে আমার অরুচির রুচির খাদ্য? যে সকল তরকারি বধূমাতা আমার জন্য রাঁধিয়া আনিয়া দেন, কোন মানুষই পূর্ণ ক্ষুধাতেও তাহা গিলিতে পারে না,—আমার ত এখন সম্পূর্ণ অরুচি। যাক্, একটি জিনিষের উপর বড় লোভ হয়। জিনিষটি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইলেও এখন তাহা মিলিবে না; কেন না তাহার সময় এখন নয়।

বি-মা। কি বল ত? যদি কোথাও পাই সংগ্রহ করিবার চেষ্টা দেখি।

বি-পি। মানকচু ভাতে; বেশ খাঁটী সরিষার তেল ও কাঁচা লঙ্কা দিয়া মাখিয়া একদিন খাইতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এখন চৈত্র মাস—পাবে কোথায়?

বিপিনের মাতা বলিলেন,—"বোধ হয় যোগাড় করিতে পারিব বুড়ো; সেদিন দাসেদের পাঁশগাদার উপর একটা তোলা মান ছিলো; যদি থাকে, তাহারা নিশ্চয়ই একটু টুকরাও দিবে; কাঁচা লঙ্কা আর সরিষার তেল অনেক যায়গাতেই পাইব।

বৃদ্ধা সেই দিবসই বৈকালে দাসেদের বাড়ী গমন করিলেন এবং মান কচুর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাদের গিন্নি বলিলেন,— "পরশু হইলে অনেকখানি দিতে পারিতাম, কিন্তু পচা ধরিয়াছে দেখিয়া আমরা খাইয়া ফেলিয়াছি, এক টুকরা মাত্র অবশেষ আছে।" এই বলিয়া তখনই তাহা আনিয়া দিল। বড়ই হৃষ্টচিত্তে বৃদ্ধা সেই কচুখণ্ড স্বর্ণ খণ্ডের ন্যায় গ্রহণ করিয়া, মুখুয্যে বাড়ী গমন করিলেন এবং তাহাদের বাগানের বার-মেসে লঙ্কা গাছের একটি লঙ্কা ও নিজ হস্তস্থিত ক্ষুদ্র একটি বাটীতে একটুকু খাঁটী সরিষার তৈল সংগ্রহ করিয়া লইয়া, সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিলেন। ব্যাধির জন্য বৃদ্ধ রাত্রিকালে আহার করিতেন না। আর করিলেও নিতা

দুই বেলা কে তাঁহাদিগকে রাঁধিয়া বাড়িয়া যোগাড় করিয়া দিবে? বিপিন একা মানুষ, ভত উপার্জ্জন করেই বা কি প্রকারে? আর বিপিনের স্ত্রী একা, মানুষ বারমাস ভত খাটিয়া পারেই বা কেমন করিয়া? এক বেলা রাঁধিয়া দুই বেলা খাইত; কাজেই সেই পর্য্যুসিত অন্নাদি ব্যাধিগ্রস্ত বৃদ্ধ ভোজন করিতে পারিতেন না। পরদিবস পূর্ব্বাহ্ণে যখন রান্নাঘরের দাবায় বসিয়া বধূঠাকুরাণী তরকারি কর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই সময় শাশুড়ীঠাকুরাণী মানকচুখণ্ডটুকু হাতে করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং তরকারী কর্ত্তন-পরায়ণা পুত্রবধূকে বলিলেন,—"বউ মা, তোমার বঁটীখানা একটু দাও ত, তোমার শ্বশুরের জন্য এই কচুটুকু ভাতে দিতে হবে,—ছাড়াইয়া দিয়া যাই।"

বধূ একবার বঙ্কিম-গ্রীবায় বক্রদৃষ্টিতে কচুখণ্ডের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"রাখ না কেন ঐখানে—আমার হাতে কি শুঁয়ো পোকা লেগেছে? না সব কাজ ক'রতে পারি, আর ঐ কাজটুকু তুমি না ক'রলে হবে না? সন্দেশ রসগোল্লাও নয় যে টপ করিয়া গিলিয়া ফেলিব। ওটুকু হবে কি?"

শা। ভাতে দিতে হবে; তোমার শ্বশুরের বড় ইচ্ছে হয়েছে, কচু ভাতে দিয়ে ভাত খাবেন।

ব। ওল কচু ভাতে দিলে, ঐ একজন মোটেই ভাত খেতে পারেন না; তাঁর গলা চুলকায়, মুখ নেয়। একা মানুষ, সারাদিন খাটবে খুটবে, দুটো খাবে সে ভাতে ওলকচু ঠেলে দিলে, চ'লবে কেন?

শা। না, গো; তাতে ভাত খারাপ হবে কেন? আমরা ত চিরকাল দিইচি; বুড়ো মানুষ, তাতে অরুচি হোয়েছে; দিস্ মা, একদিন বৈ ত নয়।

ব। তোমার কথা যে সব বাঁকা বাঁকা,—সে এককাল গিয়েছে

এখনকার মানুষে সে সব ছাই ভস্ম খেতে পারে না। রাখ ঐখানে, দেখি, পারি ত আলাদা জলে সিদ্ধ ক'রে দেব এখন।

শা। পারি ত, নয় মা; আমার মাথা খাস্, মনে ক'রে দিস্।

তদুত্তরে বধূ কোন কথা কহিলেন না। শাশুড়ী অনেকক্ষণ সেখানে বসিয়া যখন বঁটী বা উত্তর প্রাপ্তির বিশেষ কোন সম্ভব দেখিলেন না, তখন অগত্যা পুনরপি তৎকার্য্য-করণে পুত্রবধূকে অনুরোধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

বেলা দুইটার সময় যখন বিপিনের মা নিত্য যেরূপ স্বামী ও নিজের অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া নিজেদের ঘরে যাইবার জন্য বধূকর্ত্তৃক আহূত হইয়া থাকেন, আজিও তাহাই হইলেন। আসিয়া দেখিলেন,—যেখানকার মানকচুখণ্ড সেইখানেই অবিকৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। বড় দুঃখে—বড় নম্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কই বউ মা, কচুটুকুর গতি কিছু কর নি?"

বধূ তখন দুগ্ধ জ্বাল দিতেছিলেন। বড় শ্রান্তিমাখা নাকিসুরে বলিলেন,—"না, ও ছাই আমার মনে নেই; আজ না হ'লো কা'ল খেলেই হবে; বড় পদাত্য কি না।"

শা। তোমার আমার কাছে পদাত্য নয় মা; বুড়ো মানুষ অরুচির মুখ যাতে যে দিন লোভ হয়। তোমার আর এটুকু সেদ্ধ কোরে দিতে কত সময়ই বা লাগত;—আর বড় বেশী দিন নয় মা; রোগ যেরূপ বৃদ্ধির দিকে যাইতেছে, তাতে তোমার খাটুনি, আমার জ্বালা, সবই শীঘ্রই অবসান হবে।

বধূ লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নাকিসুরের পর্দ্দা আর এক গ্রামে তুলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"মরেছি গো, মরেছি; তপ্ত দুধ উথলে উঠে একেবারেই পুড়ে মরেছি, আমার মরণ হোলেই বাঁচতাম।

আর খেটে উঠতে পারিনে ; একা মানুষ এত খাটুনি—তার উপরে দিন রাত্তির দন্ত কিচমিচি আর সহ্য হয় না গো, আর সহ্য হয় না।"

শাশুড়ী চাহিয়া দেখিলেন, কটাহের দুগ্ধ যেখানকার সেইস্থানেই অবস্থান করিতেছে ; তাহার গাত্রে আসিয়া, একবিন্দুও স্পর্শ করে নাই, কিন্তু আর কি করিবেন ;—তখন অগত্যা বড় দুঃখে—ক্ষোভে—হতাশে ম্রিয়মাণ হইয়া অন্ন ব্যঞ্জনের থালা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

গৃহে যাইয়া বৃদ্ধ স্বামীকে শয্যা হইতে সরাইয়া আনিয়া আহার করাইতে বসিলেন, বৃদ্ধ আহার করিতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কই তোমার কচু ভাতে ?"

বুড়ী চক্ষুর জল রাখিতে পারিল না ; আঁচলে চক্ষু মুছিয়া বলিল,—সে হয় নাই, তোমার বধূমাতা অগ্রাহ্য করিয়া সিদ্ধ করিতে পারেন নাই।

বৃদ্ধ কোন কথা বলিলেন না ; যে দুটি পারিলেন, ভোজন করিয়া আচমন করিলেন। বৃদ্ধাও তৎপরে আহার করিলেন। যখন তাঁহাদের আহারাদি সমাপ্ত হইয়া গেল, তাহারও আধঘণ্টা পরে করুণাময়ী পুত্রবধূ হাঁকিয়া বলিলেন,—"ওগো নিয়ে যাও,—আমার শ্রাদ্ধের পিণ্ডিমাথা হয়েছে,—কচু সেদ্ধ ক'রেছি।"

বৃদ্ধার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল ; তিনি মনে করিয়াছিলেন, আগামী কল্য যেরূপেই পারেন, কচুটুকু সিদ্ধ করিয়া আনিয়া দিবেন ; সে আশাও ফুরাইয়া গেল ; কিন্তু কোন উত্তর করিলেন না। উত্তর করিলেই যে দশকথা শুনিতে হয়।

উত্তর না পাইয়া বধূ পুনরপি বলিলেন,—"এই নিয়ে আমি কতবার ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ক'রব,—নিয়ে যাও।"

এইবার বৃদ্ধা বলিলেন,—"আর নিয়ে কি ক'রবো ; তাঁর খাওয়া হ'য়ে গিয়েছে।"

এই গ্রামের বামাচরণ নন্দীর কলিকাতা বহুবাজারে একখানা মুদী-খানার দোকান ছিল। সে কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিয়া সন্ধ্যার পরে বৃদ্ধের সহিত দেখা করিতে আসিল। বামাচরণের সহিত বিপিনের পিতার আবাল্য সৌহৃদ্য ছিল।

বামাচরণ আসিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বলিল,—"দাদাঠাকুর, তোমার আর আমার বয়স এক; আমি এখনও বেশ কাজকর্ম্ম ক'রে বেড়াই, আর তুমি স্থবির—বুড়ো ও অন্ধ হইয়া গিয়াছ,—ইহার কারণ রোগ বই আর কিছু নয়; বোধ হয় ভাল চিকিৎসাও হয় নাই। তা দাঠাকুর, তুমি একবার কোলকাতায় চল,—মেডিকেল কলেজে দিনকতক থেকে চিকিৎসা করাইয়া দেখ,—চোখও সেরে যাবে,—শরীরও সেরে যাবে।"

বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"সে কপাল আমার নয় রে ভাই, খরচ পত্র ক'রে যাবার সাধ্য ত আমার নাই; আমি এক কড়ার কাঙ্গাল।" তারপরে বড় পুত্রের ব্যবহার, ছোট পুত্রের অবস্থা ও পলায়ন—সমস্ত বিস্তারিতরূপে তাহাকে শুনাইলেন। সে সকল শুনিয়া বামাচরণ বলিল,—"কলেজে চিকিৎসা করাইতে ব্যয় কিছুই লাগে না; গাড়ীর ভাড়া দিয়ে যাওয়া, তা আমিই সঙ্গে করে নিয়ে যাব; ভাড়াও আমি দেবো; চল, কাল সকালেই যাই।

বিপিনের পিতা স্বীকৃত হইলেন। বিপিনের মাতা প্রথমে আপত্তি তুলিলেন। কিন্তু বামাচরণ যখন বুঝাইয়া দিল যে, মাসখানেক পরেই আরোগ্য হইয়া বাড়ী আসিবেন, তখন তিনি স্বীকৃত হইলেন।

পরদিবস গরুর গাড়ীতে বিপিনের পিতাকে তুলিয়া লইয়া বামাচরণ কলিকাতায় চলিয়া গেল। বিপিনের মাতা বড়ই কাঁদিয়া কাটিয়া বামা-চরণকে বলিয়া দিলেন,—"অভাগীর প্রতি দয়া করিয়া তিন চারি দিন অন্তর একখানি করিয়া পত্র দিও।" বামাচরণ স্বীকৃত হইলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিপিনের পিতা চলিয়া গেলেন,—বিপিনের মাতা একা। তখন চৈত্র মাস; বসন্ত-মধ্যাহ্নের হুহু-করা বাতাস সকলেরই প্রাণের মধ্যে হুহু-করা ভাব জাগাইয়া বহিয়া যায়।

বিপিনের মাতার সব শূন্য! বিনয় নাই—বুক শূন্য, বুড়ো নাই—গৃহ শূন্য। বিপিনের স্ত্রী যথাসময়ে রন্ধন-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া অপরাপর দিনের মত তাঁহাকে ভাত আনিতে ডাকিলেন; বিপিনের মাতা অন্ন ব্যঞ্জন আনিলেন,—কিন্তু খাইতে আর পারেন না। বুড়ো, কোথায় গেলে, তুমি বোধ হয় আর আসিবে না। হাঁসপাতালে যাইলে মানুষ নাকি আর ফেরে না,—কাল এতক্ষণ তোমাকে খাওয়াইতেছিলাম; আজ আমি একা। একটু কচু ভাতে খাইবার জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিলে,—আর আসিবে না কি? যদি না আইস, আমি কি করিয়া থাকিব? বিনয়রে! বাপ আমার কোথায় গেলি, তোর বাবা যে অন্ধ—চলৎশক্তি বিহীন। কাহার হাতে তাঁহাকে তুলিয়া দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম,—হায় হায়! আমি কি করিয়াছি। তাঁহার এই আসন্ন মৃত্যু-কালে যেন সেই হাঁসপাতালে পাঠাইলাম। কে তাঁহাকে দেখিবে? আজ যাহা শুনিলাম, আগে শুনিতে পাইলে কখনই তাঁহাকে যাইতে দিতাম না। পাড়ার মধ্যে শুনিতেছি, সেখানে নাকি দুই একদিন রোগী

দেখিয়া বাঁচার উপযুক্ত না হইলে মারিয়া ফেলে। যদি তাহা সত্য হয়, তবে তোমারও জীবন থাকিতে মারিয়া ফেলিবে। আমার এ কুবুদ্ধি কেন চাপিল? কেন বামাচরণের সঙ্গে পাঠাইলাম—কেন তাহার কথায় ভুলিলাম?

সে বেলা তিনি কিছুমাত্র আহার করিলেন না। সন্ধ্যার সময় আবার কাঁদিলেন; ভাতকয়টিতে জল দিয়া রাখিয়াছিলেন, রাত্রিকালে তাহার কিছু খাইয়া, অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। ক্রমে দশ বারদিন কাটিয়া গেল; ইহার মধ্যে একদিনমাত্র একখানি পত্র পাওয়া গিয়াছিল। সে পত্রখানি বামাচরণ লিখিয়াছিল; তাহাতে লেখা ছিল—দাঠাকুরকে আনিয়া মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছি,—পরীক্ষা করিয়া ডাক্তারেরা বলিয়াছেন,—রোগীর অবস্থা তত ভাল নয়। বিপিনের মাতা সে পত্র শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। ইহার পর আরও আট দশদিন কাটিয়া গেল; কিন্তু বিপিনের পিতার কোন সংবাদই আর আসিল না; তখন তিনি বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং পুত্র বিপিনচন্দ্রের নিকট গিয়া, বলিলেন—"বাবা, তিনি আজ কতদিন নিতান্ত নিপরের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছেন,—কোন খবরও পেলাম না,—তুই একবার কাল কলকাতায় যা বাবা, কেমন আছেন, না আছেন জেনে আয়।"

বিপিনের নিকট বিপিনের স্ত্রী উপস্থিত ছিলেন; বিপিন কথা না কহিতেই তিনি বলিলেন,—"দিন আনা দিন খাওয়া, একা মানুষ যাবে কয় দিকে?"

বড়ই করুণার্ত্ত-স্বরে বিপিনের মাতা বলিলেন,—"হ্যাঁ গা, যার বাপ হাঁসপাতালে পড়িয়া, মরিল কি বাঁচিল, তাহার সংবাদ পাওয়া গেল না, সে বাড়ীতে থাকিয়া নিশ্চিন্ত মনে কাজ করিবে কি প্রকারে? দশজনই বা তাকে কি বলিবে?

বি-স্ত্রী। রাখ তোমার দশজন। দশজনের জন্যে ত আর পেট শোনে না। তুমি মা, তোমারই পেট খালি হ'লে, দশজনে শুনতে পাবে, উনি তোমাকে খেতে দেন না। শত্রুপক্ষীয়েরা গাল কাৎ ক'রে হাসবে।

বি-মা। তুই কি বল্লি বাবা? তোর ত ধর্ম্ম সম্পর্ক নয়।

বিপি। তাই ত, করিই বা কি? সংক্রান্তির দিন চড়ক পূজা আছে,—যজমান-বাড়ী কলসী উৎসর্গ আছে,—ব্রত নিয়মটা আছে,—তারপরেই বৈশাখ মাস—দুই এক পয়সার কাজ নিশ্চয়ই হবে, যাই বা কেমন করে?

বি-মা। তবে যাবি না?

বিপি। সেই ত; আমার যে বড় মুস্কিল হয়েছে।

বি-স্ত্রী। ওগো না; যাওয়া হবে না, আমি ত স্পষ্টই ব'লেছি।

বিপিনের মাতা বড়ই দুঃখিতান্তঃকরণে চলিয়া গেলেন; তখন বেলা বড় অধিক হয় নাই। বিপিন উঠিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ খোকা কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহাদের নিকটে আসিল। তাহার চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ, মুখ রক্তবর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন কোন এক পদার্থ ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল। সে আসিয়াই বলিল,—"বড় শীত মা; শোব।" বিপিনচন্দ্র গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, গায়ের উত্তাপ অত্যন্ত অধিক। স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"ওগো; খোকার যে ভারি জ্বর এসেছে।"

বিপিনের স্ত্রী তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাকে কোলে লইয়া শয়ন করাইতে গেলেন এবং যাইবার সময় বলিতে বলিতে গেলেন,—জ্বর হবে না! অত শাপা-শাপি—রাত্রিদিন অত দন্ত কিচি-মিচি—এতে কি ও আমার টিঁকবে?—আমার ঐ একটিমাত্র ধানের হল,—কবে খসে যাবে।

বালককে শয়ন করাইবামাত্র সে দন্ত কিড়ি-মিড়ি করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং ভুল বকিতে আরম্ভ করিল। বিপিনও সেখানে

ছুটিয়া গেল,—বিপিনের মাতাও ছুটিয়া আসিলেন। ক্রমে ক্রমে পাড়ার মধ্যে সে সংবাদ রাষ্ট্র হইল; পাড়ার অনেকেই আসিয়া জুটিল। পুত্রের অবস্থা দেখিয়া বিপিন ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি তখনই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া রাজু ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিলেন। সে আসিয়া রোগী দেখিয়া বলিল,—ক্রিমি-বিকার হইয়াছে: তারপরে ডাক্তার ঔষধ দিয়া দর্শনীর টাকা লইয়া চলিয়া গেলেন।

তিন চারিবার ঔষধ সেবন করান হইল,—কিছুমাত্র উপকার হইল না; তাহার ভুল বকুনী ক্রমেই বৃদ্ধির দিকে যাইতে লাগিল, সেই ভুল বকুনির মধ্যে তাহার ঠাকুরদাদা সংক্রান্ত কথাই অধিক। কখন বলে—"আমায় ডাকছিস্ কেন? আসছি।" কখন বলে—"দাঁড়া—আমি তোর সঙ্গে যাব"; কখন—"বলে আমি বড় হ'য়ে তোদের খেতে দেব, দুঃখ করিস না।" পাড়ার অনভিজ্ঞেরা বলিল,—"বুড়ো বোধ হয় মরিয়া গিয়াছে; পৌত্রকে বড় ভালবাসিত; সঙ্গে করিয়া লইবার জন্য ডাকিতে আসিয়াছে।" অভিজ্ঞেরা প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,—"তা নয়, তাহার জন্য হুতাশ হইয়াছিল, তাহাতেই জ্বর হইয়াছে এবং অত্যন্ত জ্বরের ধমকে প্রলাপ বকিয়া তাহার নাম করিয়া ডাকিতেছে।"

ক্রমে মধ্যাহ্নকাল আসিল—খোকার ব্যাধি ক্রমেই বৃদ্ধির দিকে যাইতে লাগিল। তখন বিপিনের স্ত্রী কাঁদিয়া ব্যাকুল হইল। সে বলিল,—"এ ডাক্তারের কাজ নয়, তুমি ভাল ডাক্তার আনাও। আমার আর নাই; ঐ একটি মাত্র ছেলে। আমার সর্ব্বস্ব বেচিয়া উহার চিকিৎসা করাও।"

প্রতিবেশী তখনও দুই একজন যাহারা ছিল, তাহারা বিপিনের স্ত্রীর কথার অনুমোদন করিল। বিপিন তখনই ডাক্তার ডাকিতে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী শ্যামপুরে চলিয়া গেল। শ্যামপুরে নিশাপতি ডাক্তারের বাস;

তিনি এল, এম্, এস্,-উপাধিধারী। এ সকল গ্রামে আসিতে তিনি আট টাকা ভিজিট ও চারি টাকা পাল্কীভাড়া লইতেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে পাল্কীর সঙ্গে দৌড়াইতে দৌড়াইতে বিপিনচন্দ্র বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার রোগী দেখিয়া মুখ ম্লান করিয়া বলিলেন,—"রোগ নিতান্ত সহজ নহে,—টাইফয়েড ফিভার—তার উপরে ক্রিমির উপসর্গ আছে। অন্ততঃ কুড়ি বাইশদিন ভালরূপে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা হইলে, রোগী বাঁচিতে পারিবে; বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ; কেননা, এ সব রোগী নিত্য দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয়।"

বিপিন তাহাতে স্বীকৃত হইয়া বলিল,—"ডাক্তার বাবু, আমার ঐ একটি মাত্র ছেলে; ও বাঁচিলে আমার সব। আমি টাকা যোগাইব; আপনি দয়া করিয়া রোজ আসিবেন; রোজ আপনার পাল্কীভাড়া, ভিজিট ও ঔষধের দাম দিব।"

ডাক্তার প্রাপ্ত টাকাগুলি গণিয়া লইয়া অভয় ও ঔষধ দিয়া চলিয়া গেলেন।

সেই দিবস হইতে প্রত্যহ ডাক্তার আসেন, ঔষধ দেন এবং টাকা লইয়া চলিয়া যান। বিপিনের সঞ্চয় এক কপর্দ্দকও ছিল না; স্ত্রীর গায়ের গহনাগুলি বন্ধক দিয়া ক্রমে ক্রমে টাকা নিলেন, আর ডাক্তারকে দিলেন এবং বেদানা ক্রয় করিয়া বালককে সেবন করাইলেন। এইরূপে বিংশতি দিবস অতীত হইয়া গেল; দ্বাবিংশ দিবসে বৈকালে রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল,—রোগী ছট্‌ফট করিতে লাগিল। সে দিবস রোগী আর বড় কথা কহিতেছিল না,—প্রলাপ বকিতে ছিল না,—মুহুমুহু ঘর্ম্ম হইতেছিল,—নাড়ী যেন পড়িয়া আসিতেছিল। সকাল বেলা ডাক্তার আসিয়া এরূপ অবস্থা ঘটিবার সম্ভব তাহা বলিয়া গিয়াছিলেন এবং এরূপ ঘটিলে যে ঔষধ সেবন করাইতে হইবে, তাহাও রাখিয়া গিয়াছিলেন। সন্ধ্যা হয় হয়,—

বৈশাখের আকাশে টলটলে মেঘ—প্রকৃতি স্থির ও গম্ভীর। বিপিনের স্ত্রী কাঁদিয়া বিপিনকে বলিলেন,—"ওগো, তুমি এখনই ডাক্তারের কাছে যাও এবং অবস্থা বলিয়া তাঁহাকে লইয়া আইস। এখনও গহনা বাঁধা দিয়া আনা টাকা পাঁচিশটে আমার হাতে আছে।"

আকাশের অবস্থা দেখিয়া বিপিনচন্দ্র বলিলেন,—"বৈশাখের মেঘে আকাশ ছাইয়াছে,—লোকালয়বিহীন মেঠো রাস্তায় আমি কি করিয়া বাহির হইব?"

বধূ কাঁদিয়া বলিলেন,—"ওগো তোমারই প্রাণের মায়া বড় হইল,—খোকা যে আমার যায়।"

বিপিনের প্রাণও সে কথায় কাঁদিল। তিনি বলিলেন,—"আমি প্রাণের মায়া কাটাইয়া যাইব বটে, কিন্তু ডাক্তার আসিবে না।"

বি-স্ত্রী। ততক্ষণ মেঘ ছাড়িয়া যাইতে পারে; নিতান্ত না আসিলেও উপায় বলিয়া দিতে পারিবেন; তুমি যাওগো, আর বিলম্ব করিও না।

বিপি। আমি যাইতেছি, কিন্তু যদি কোন রকমে না আসিতে পারি, খোকাকে লইয়া তুমি একা কি করিবে? মা,—ঐ একখানা কাঠও যা, উনিও তা।

বি-স্ত্রী। হাঁ, উনি ত ক'রচেনও সব—ক্'রবেনও সব।

তখন বিপিনচন্দ্র আটআনা মূল্যের একখানা বিলাতী চাদর কোমরে বাঁধিয়া, একগাছি বাঁশের লাঠি ও একটি ছ-আনা মূল্যের ল্যাণ্ঠনের মধ্যে সস্নেহবর্ত্তি টীনের ডিবা বসাইয়া শ্যামপুরের রাস্তা বহিয়া চলিয়া গেলেন। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার পৃথিবীতলে বনাইয়া বসিল।

আলোকের ধর্ম্ম যেমন লোকের আহ্বান বা নিষেধ না শুনিয়া, তাহার যতদূর ক্ষমতায় কুলায়, ততদূর আলোকিত করিয়া থাকে,

পাড়ার পদ্মপিসিরও স্বভাব তেমনি; প্রতিবেশিগণের মধ্যে লোকের সম্পদে বা বিপদে কাহারও আহ্বান অপেক্ষা না করিয়া উপস্থিত হয়েন এবং তাহার যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন। খোকার জ্বর হওয়া অবধি তিনি বিনা আহ্বানেই সর্ব্বদা আসিয়া এ বাড়ীতে উপস্থিত থাকিতেন এবং যখন যে কার্য্যের যেরূপ সাহয্যে করিবার আবশ্যক, তাহা করিতেন। সেদিন বিপিন চলিয়া গেলে, তিনি আপনিই স্থির করিলেন, যতক্ষণ বিপিন ফিরিয়া না আসিতেছে, ততক্ষণ ইহাদিগকে ছাড়িয়া তাঁহার যাওয়া হইবে না। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, আকাশের মেঘ আরও জমাট পাকাইয়া বসিল এবং কাল বৈশাখের কাল মেঘ হইতে দামিনী দমকিয়া কড়্ কড়্ নাদে শব্দ হইল; সে শব্দে সকলেরই প্রাণ চমকিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে প্রভঞ্জন-লীলা প্রকটিত হইল—যেন সহস্র রাক্ষসের মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঝড়ে জলে এক হইয়া ভীষণাকার ধারণ করিল। সমুদ্রকল্লোলবৎ মেঘনির্ঘোষে ইরম্মদ-ধ্বনি প্রকটিত হইয়া জীবমাত্রেরই হৃদয়ে ত্রাস-কম্পন উপস্থিত করিল; কিন্তু খোকা যেন সুস্থ হইয়া আসিতে লাগিল। আজ কয়েক দিন পরে তাহার জ্ঞান হইল; সে ডাকিয়া বলিল,—"মা খিদে পেয়েছে।"

তাহার মাতা ছুটিয়া গিয়া তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং বলিলেন,—"এই যে বাবা।" তারপরে বেদানা ও আঙুরের রস সেবন করাইতে লাগিলেন। পদ্মপিসি বলিল,—"খোকার অবস্থা খুব ভাল বলিয়াই বোধ হইতেছে; ডাক্তারও বলিয়া গিয়াছিল, আজ বৃদ্ধির দিকে না যাইয়া আরোগ্যের পথেই যাইবে। তা বউমা, যদি তাড়াতাড়ি না করতিস, তবে বিপিন এই দুর্য্যোগে বাড়ীর বাহির হইত না। যেরূপ ঘন বজ্রাপাতের শব্দ হইতেছে, এ গ্রাম ছাড়াইয়া শ্যামপুর,

যাইতে কোন আশ্রয় নাই, ঝড়ে জলে বজ্রপাতে পথে তাহার কি হইল, বলা যায় না।"

বিপিনের স্ত্রী আউ আউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং বলিল,—ওগো, "তিনি বোধ হয় নাই,—কা'লরাত্রে যে আমি স্বপন দেখেছিলাম, তিনি ম'রে শ্যামপুরের রাস্তায় প'ড়ে আছেন; কে যায় গো, কে যায় তাঁহাকে খুঁজিয়া আনে।"

মাতা কাঁদিয়া উঠিলেন; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"বউমারে, কি কাজই করিলিরে!—'আপনি মজিলে আর মজালে লঙ্কায়' আমার বিনয়ও গেল,—বুড়োও গেল,—বুঝি বিপিনও গেল—আর খোকা সেও বাঁচবে না।"

কথার অসমাপ্তিতেই ক্রন্দনের সুরের পরিবর্ত্তে কলহের নাকি সুরে বিপিনের স্ত্রী বলিল,—"থামগো, তুমি থাম—তুমি, আমার খোকাকে মরণের অভিসম্পাত দিও না। তোমারই দাঁতে দাঁতে বাছা আমার এই দারুণ ব্যায়রামে প'ড়েছে।"

ব্যাকুল অন্তরে মৃদুস্বরে বিপিনের মাতা বলিলেন,—"আমি খোকাকে অভিসম্পাত করি? ও যে আমার শিবরাত্রির সলিতা—আমার বংশধর—আমার নয়নের মণি। বিপিন আমার এই দুর্য্যোগে মাঠে—তোমার স্বপ্ন শুনিয়া আমার প্রাণে যে কি হয়েছে বউমা, ভগবানই তা জানচেন।"

বউমা সে কথা কাণে আনিলেন কি না, বলা যায় না; তিনি যেমন বলিয়া যাইতেছিলেন, তেমনই ভাবে—তেমনই স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"ওগো আমার আর ত কেউ নাই। একটি মিন্‌সে, না গেলে আর কে যায় গো; কি করি গো, কোথায় যাব গো!"

পদ্মপিসি ধমক দিলেন; বলিলেন,—"তোমার সবতাতেই ব্যাখ্যান।

বৌমা, কোন মাগীরই দশটা মিন্‌সে থাকে না—একটা একটা মাগীর একটা একটা মিনসেই থাকে ;—দেওর ভাসুর শ্বশুর এই নিয়েই মানুষের দশটা হয়। মনে কর দেখি, আজ যদি বিনয় বাড়ী থাকতো, হয় সে ডাক্তার ডাকিতে যাইত—এই বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া বিপিন তাহার অনুসন্ধানে বাহির হইতে পারিত। আর নয় বিপিন যাইত, বিনয় অনুসন্ধান করিয়া আনিতে পারিত। তোমার দেশজয়ী শ্বশুর তোমারই অত্যাচারে এত শীঘ্র দুরবস্থায় পতিত হইলেন। কি আর বলিব মা, ঠাণ্ডা হও—যা ঘটে দেখ।"

ক্রমে প্রায় তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত এইরূপ ঝড় জল হইয়া থামিয়া গেল। বর্ষণ লঘু—মেঘমালাখণ্ডের দুই একবার নিস্ফল মৃদু গর্জ্জন করিয়া আকাশের কোন্ প্রান্ত হইতে কোথায় চলিয়া গেল—ক্রমে আকাশ পরিষ্কার হইল—নীল অম্বরতলে চাঁদ ভাসিল—নক্ষত্র উঠিল ; আলোকে পৃথিবী আলোকিত হইল, প্রকৃতি সদ্যঃস্নাতা যুবতীর ন্যায় শ্রীধারণ করিল। রাত্রি প্রায় একটার সময় বিপিন গৃহে ফিরিল। ডাক্তার আসেন নাই, ঔষধও দেন নাই, কেবল বলিয়া দিয়াছেন—ঐরূপ অবস্থা ঘটিলে যে ঔষধ সেবন করিতে হইবে, তাহা দিয়া আসিয়াছি ; আজ রাত্রে তাহাই সেবন করিতে দিবেন ; কাল সকালে লোক পাঠাইলে আমি যাইব।

অক্ষতদেহে পুত্র ঘরে আসিল,—বিপিনের মাতা ইহাতে মহা আনন্দিত হইলেন। খোকারও সেইদিন জ্বর সম্পূর্ণ বিরাম হইয়া গেল। পর দিবস ডাক্তার আসিয়া খোকার অবস্থা দেখিয়া কুইনাইন দিলেন এবং বলিয়া গেলেন আর ভয় নাই—তিন চারি দিনের মধ্যেই পথ্য দিব।

ইহার পরে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, খোকা পথ্য পাইয়াছে বটে, কিন্তু বিপিনের হাতে আর একটি পয়সাও নাই। এমন কি, সেই

রোগদীর্ণ বালকের বলকর ঔষধ ও পথ্য যোগাইবার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেও তাহার কষ্ট হইতে লাগিল। যে কয়খানি অলঙ্কার ছিল, তাহা সমস্তই বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে,—সে সময়ে খোকার রোগ লইয়া ব্যস্ত থাকাতে দেখিয়া শুনিয়া যজমানের কাজও করিতে পারেন নাই; সুতরাং এক মাসের মধ্যে একটি পয়সাও আয় হয় নাই; কাজেই অসচ্ছলের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। অবুঝ স্ত্রী,—তিনি ফরমাইস মত দ্রব্যাদি আনিতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব ঘটিলে, কলহের বিষম অগ্নি জ্বালিয়া তুলিতে লাগিলেন,—"আমার ঐ একটি ছেলে। ওর রোগে যদি ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে, তবে অমন মিনসের থাকার দরকার কি? গ্রামে এমন লোক কে আছে, যে ছেলের রোগের পর তার ঔষধ পথ্য যোগাইতে পারে না?

সেদিন বৈকালে পদ্মপিসি বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। বধূ তাঁহারই নিকটে যখন ঐরূপ কথার আবৃত্তি করিল, তখন সে সকল কথা শুনিয়া পদ্মপিসি মনে মনে বড় হাসি হাসিলেন; কিন্তু বধূকে সে হাসি বুঝিতে না দিয়া বলিলেন,—"বউ মা, ভাল করিলে না—শাশুড়ীর দেওয়া গয়না কয়খানি বাঁধা দিয়া ছেলের চিকিৎসা করিয়া অন্যায় কাজ করিয়াছ। বিপিন কখনই যজমানের কাজ করিয়া এক সঙ্গে অত টাকা রোজগার করিয়া আনিতে পারিবে না; তোমার গয়নাও আর খালাস হইবে না। কলির ছেলের যে রকম অবস্থা দেখছি, তাতে তোমার ছেলে বড় হ'য়ে যে তোমাকে বা বিপিনকে বৃদ্ধ বয়সে খাইতে দিবে, তাহার আশাও নাই।"

বধূমাতার ছেলে রোগদীর্ণ শীর্ণ খোকা সেখানে বসিয়াছিল; সে বলিল,—"কেন খেতে দেব না? আমার মা ও বাবা, ঠাকুমা ও

ঠাকুর দাদাকে যেমন জল মিশাইয়া দুধ, আর একটা তরকারি দিয়ে ভাত দিত—আমিও তেমনি দেব।"

পদ্মপিসি একবার বধূর মুখের দিকে চাহিলেন এবং মনে মনে হাসিলেন।

সেদিন শুক্লা ত্রয়োদশী। বসন্তের নির্ম্মল আকাশে চন্দ্রোদয় হইয়া নির্ম্মল কিরণে সমস্ত পৃথিবীতল আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে; নৈশ প্রকৃতি যেন স্বর্ণোজ্জ্বল আলোক-মালায় আপন অঙ্গ সাজাইয়া লইয়া সুখের হাসি হাসিতে বসিয়াছে। দূরাগত মলয় সমীর যেন কোথা হইতে সুগন্ধ বহিয়া আনিয়া কাহার তৃপ্তির মানসে দিকে দিকে ছড়াইয়া ফিরিতেছে। বৃদ্ধা প্রকৃতির এই রম্য অবস্থাতেও শোকের বৃশ্চিকদংশন অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল—কোলের ছেলে বিনয়ত গিয়াছে। কিন্তু আমি অবশেষে কি করিলাম,—কেন বুড়োকে শেষ অবস্থায় ছাড়িয়া দিলাম? আমি ত শুনিয়াছিলাম, হাঁসপাতালের রোগী না সারিলে, সাহেবরা তাহাকে মারিয়া ফেলে, তবে কেন ছাড়িয়া দিলাম? 'বুড়ো বাড়ী এস, আমি যে অপরাধ ক'রেছি ক্ষমা কর! একদিন—একদিনের জন্য এস,—আমি যেখানে পাই এক টুকরা কচু ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তোমাকে খাওয়াইয়া দেই,—তারপরে তুমি মৃত্যুর জন্য যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইও।"

ঠিক সেই সময়ে বিনয়ের পিতার কণ্ঠস্বরে বলিল,—"বুড়ী, দুয়ার খোল, আমি এসেছি।"

বুড়ী সে কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাতাসের মত ছুটিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

দরজা খুলিয়া দিয়া কি দেখিল! চন্দ্রালোকতলে দেখিতে পাইল, তাহার স্বামী সম্পূর্ণ সুস্থ এবং চক্ষুষ্মান্। হাতে একটি ব্যাগ, মুখে

মৃদু মৃদু হাসি। রেল ষ্টেশন হইতে হাঁটিয়া আসিয়াছেন বলিয়াই বোধ হইল। বিনয়ের মাতা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। বিনয়ের পিতা বলিলেন,—"আমি এমনই ভাবে আরোগ্য হইয়াছি, চক্ষু পাইয়াছি, পঙ্গু অবস্থা সারিয়া গিয়া হাঁটিবার পূর্ণ শক্তি আসিয়াছে, সমস্ত ইন্দ্রিয়-গ্রাম যুবকের ন্যায় কর্ম্মক্ষম হইয়াছে।"

বিপিনের মাতা ভগবানকে ডাকিয়া ইংরেজ-রাজত্বের স্থায়িত্ব কামনা করিল এবং তাহাদের স্থাপিত হাসপাতালের গরীব দুঃখীর রোগ আরোগ্যের জন্য শত ধন্যবাদ দিয়া স্বামীর সহিত গৃহে প্রবেশ করিল। দাবায় উঠিয়াই বিপিনকে ডাকিয়া বলিলেন,—"বিপিন, বুড়ো বাড়ী এসেছেন, বেশ সেরে গিয়েছেন। বিপিন তখন আহারে বসিতেছিল; পিতা বাড়ী আসিয়াছেন শুনিয়া স্ত্রীকে বলিল,—"দেখা করিয়া আসি।"

বি-স্ত্রী। খেয়ে যাও, মুখের ভাত ফেলে যেতে নেই; যখন এসেছেন, তখন ত আর পালাচ্চেন না। খাবারগুলো ঠাণ্ডা হ'য়ে নষ্ট হ'য়ে যাবে।

বিপিন বসিয়া পড়িল এবং হাঁকিয়া বলিল,—"আমি খাইতেছি।" বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা আর কোন কথা বলিলেন না। বধূমাতা সে গৃহে যাইবার বিশেষ কোন প্রয়োজন জ্ঞান করিলেন না। বৃদ্ধ কাপড় চোপড় ছাড়িলেন। বিপিনের মাতা গৃহতলে একটি মাদুর পাতিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার দেহে না ঘটিয়াছিল এমন রোগ নাই; সত্যই কি হাঁসপাতালের ডাক্তার ধন্বন্তরি! তত রোগ তাহারা এই একমাসের মধ্যে সারাইল কি প্রকারে বুড়ো?"

বি-পি। ডাক্তারেরা সত্যই এক একজন একটি একটি ধন্বন্তরির অবতার। আমার রোগ অনেক নহে, একটিমাত্র রোগ। অনভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা

আমরা অনেক রোগই দেখিয়াছিল; কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা একটি রোগ বলিয়া স্থির করিলেন এবং কয় দিন মাত্র সেইরূপ ঔষধ ও পথ্য দেওয়াতে আমি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছি; আমার পাকস্থলী মধ্যে একরকম কীট বা ক্রিমি হইয়াছিল—উহার আকার সূতার মত এবং ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ ও অন্যান্য উষ্ণপ্রধান দেশের মানুষদেরই ঐ রোগ হয়। ঐ কীট পাকস্থলীর কোমল আস্তরণ খাইয়া জীবিত থাকে; ইহার আকার লম্বায় আধ ইঞ্চির বেশী নয় আর চওড়া একটি চুলের মত; এদের মাথায় বাঁকান বাঁকান দুপাটী দাঁত আছে; সেই দাঁত দিয়া পাকস্থলী কামড়াইয়া ধরিয়া থাকে এবং পিশাচের ন্যায় শোণিত শোষণ করিয়া খাইয়া ইহারা বাড়িতে থাকে এবং তখনই মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে নাকি আজকাল অল্লাধিক-শতকরা আশীজন লোক এই রোগে আক্রান্ত হইতেছে; আমারও তাই হইয়াছিল বুড়ী, তাহাই আরোগ্য হওয়াতে সব রোগ সারিয়া গিয়াছে। তোমার গুণধর পুত্র আমি আসিয়াছি শুনিয়া কি বলিলেন?

বি-মা। খেতে বসেছে—আসছে।

বি-পি। কি পাষণ্ড! আমি শুনিছি বুড়ী, এখন আমার চক্ষুকর্ণ আর সেরূপ অকর্ম্মণ্য নহে; দয়াময়ী বৌমা আমার, আমার আগমন কথা শুনিয়া আগে আহার করিয়া পরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি দান করায়, স্ত্রীর দাসানুদাস পুত্ররত্ন তাহাই করিলেন। যাক, ও আসুক না আসুক তাহাতে আমার কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। ভগবান্ করুণাকণা বিতরণ করিয়া আমাকে চক্ষু, কর্ণ ও গমনাগমনের শক্তি ফিরাইয়া দিয়াছেন। এখন আমি করিয়া নিয়া খাইতে পারিব ও পাষণ্ডের অন্ন আর খাইব না। যে ছেলে ছিল—যে পিতৃ-

মাতৃভক্ত ছিল,—সে ছাড়িয়া গিয়াছে। ভাল কথা, বুড়ী তার কোন খবর পেয়েছ কি ?

বি-মা। না গো, বাবার আমার কোন সংবাদ মিলে নাই—সে আর নাই ; অভাগিনীর আঁচলের ধন কোন অতল জলে পড়িয়া গিয়াছে।

বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মাদুরের উপর বসিয়া পড়িলেন। ঠিক এই সময় একখানা ছইঘেরা গাড়ী আসিয়া তাঁহাদের বাড়ীর সামনে দাঁড়াইবার শব্দ পাওয়া গেল ; বিপিনের পিতা বিপিনের মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বউ মা কি কোথাও যাবেন নাকি ?"

বি-মা। "কৈ, তা ত শুনি নাই ?"

বি-পি। তবে গাড়ী আসিল কেন ?

বি-মা। কি জানি বুঝিতে পারিতেছি না।

বাহির হইতে বিনয় ডাকিয়া বলিল,—"মা, আমি আসিয়াছি।"

কি বলিয়া বুঝাইব—কিসের সহিত উপমা দিব,—তখন বিনয়ের মাতার মনের ভাব কি প্রকার হইয়াছিল। তিনি স্নেহের বাহু প্রসারণ করিয়া ছুটিয়া গিয়া ডাকিয়া বলিলেন—"আয় বাপ আয়, আমার স্নেহের মাণিক, ঘরে আয় ; এই দীর্ঘকাল—এই দীর্ঘ দিবস তোকে না দেখিয়া, তোর সংবাদ না পাইয়া আমি যে কি যাতনা পাইয়াছি তাহা অন্তর্য্যামী ভগবানই জানেন।"

বিনয় গৃহে প্রবেশ করিল এবং মাতার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা কই ? তিনি আছেন ত ?"

বিনয়ের মাতা বলিলেন,—"আর চারি দণ্ড আগে আসিলে বলিতে পারিতাম না,—তিনি আছেন কি না ; এইমাত্র তিনিও বাড়ী আসিলেন। শুনিয়া আনন্দিত হবি, তিনি রোগমুক্ত ও সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন।"

বিনয়ের পিতা ডাকিয়া বলিলেন,—"কেরে বিনয় এলি, আয় আমার কাছে আয়, যে দেবতার শুভ আশীর্ব্বাদে আজ আমি ব্যাধি-মুক্ত, তাঁহার করুণাকণায় আমার হারান নিধি তুই ঘরে এলি।"

বিনয় পিতৃপদতলে দক্ষিণ হস্তস্থিত গ্লাডষ্টোন ব্যাগটি রক্ষা করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিল। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ মূল্যবান্ ব্যাগ তুই কোথায় পেলি রে?"

বিন। কিনিয়াছি।

বি-পি। এর দাম অন্ততঃ কুড়ি টাকা; এর মধ্যেও কিছু আছে না কি?

বিন। হাঁ আছে, সত্তর হাজার টাকার নোট আছে বাবা!

বিপিনের মাতা বলিলেন,—"আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি, না সত্য নিশ্চয়ই ইহা স্বপ্ন।"

বাস্তবিক তিনি একরূপ জ্ঞানহীন হইয়া গিয়াছিলেন! নিজের মাথার চুল ধরিয়া টানিলেন, নিজের গায়ে নিজে চিমটী কাটিয়া দেখিলেন,—তারপরে বলিলেন—"না, জাগিয়াইত আছি! ওগো এমন কি সত্য সত্যই হয়, একদিনে রোগ মুক্ত হইয়া স্বামী ঘরে আসে। বুকের ধন হারান ছেলে ঘরে আসে, আর সেই ক্ষুদ্র বালক যত টাকা কখনও শুনি নি, তাই আনিয়া তাহার পিতৃচরণে উপস্থিত করে!

বিনয়ের পিতা বলিলেন,—"থাম বুড়ী থাম, অধিক গোলযোগ করিস না; আমাদের ঘর দুয়ার ভাঙা,—অনেক টাকা—রাজার মত বসিয়া খাইতে পারিবে বুড়ী, আর ভাবনা নাই। কিন্তু কি উপায়ে বিনয় এত টাকা একসঙ্গে পাইয়াছে আগে শুনি; তার পরে আনন্দ করিব। আমি অসদুপায়ের এক পয়সাও উপভোগ করিতে দিব না; উহাকে হাতে করিয়া দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া খাইব, শারীরিক

পরিশ্রম করিয়া পিতা পুত্রে দৈনিক মজুরি করিয়া খাইব, তথাপি অসৎ উপায়ের অগাধ টাকা লইয়া বড়লোক হইতে দিব না।”

বিনয় বিনীতস্বরে বলিল,—“না বাবা, তোমার দাসানুদাস বিনয় অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আনিয়া তোমার চরণে অঞ্জলি দান করে নাই। নিষিদ্ধ ফুলে কেহ দেবতার অর্চ্চনা করে না; টাকার সংখ্যা এই শেষ নহে বাবা, আরও আছে; ইহার চেয়ে ঢের বেশী টাকা আছে।”

বি-পি। বলিস কি—আর কত আছে?

বিন। এখনও একলক্ষ বাইশ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে মজুত আছে।

বি-পি।—বিনয় সত্যই কি তুই আমার সেই বিনয়, না কোন মায়াবী রাক্ষস? কোন্ পিশাচ বা কোন অপদেবতা আমাকে ছলনা, ভ্রান্তি ও অবমাননা করিতে মাঠ হইতে আমার পিছু লাগিয়া আসিল?

বিন। সত্যই বাবা, আমি তোমার দাসানুদাস বিনয়। আমি যেরূপে টাকা পাইয়াছি, তাহা শুন।

এই সময়ে গাড়োয়ান গাড়ীর মধ্যস্থ জিনিসগুলি আনিয়া দিল। বিনয় তাহার ভাড়া মিটাইয়া বিদায় করিয়া দিল। তখন পিতা বলিলেন,—“কাল সকালে তোর কথা শুনিব। আপাততঃ তুইও ক্লান্ত; খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা যাক্।”

বিনয় বলিল,—“আমি ষ্টেশনের বাজার থেকে চা'ল ডা'ল, আলু, মাছ সব কিনে এনেছি; দাদা কোথায়? বৌকে ডেকে সে সকল রাঁধ্‌তে দাও।”

বিনয়ের পিতা দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,—“আমি সে বৌয়ের হাতে খাইব না। বুড়ী পারে রাঁধুক,—না হয় রাতটা উপবাস দিয়া কাটাইব।”

বিনয়ের মাতা বলিলেন,—“বুড়ো, বুড়ো,—তোমার পায়ে ধরি,

আমার আনন্দের নিশি নিরানন্দ করিও না। বিনয়ও তোমার যা, বিপিনও তোমার তা; সে যদি পাগল হয়, তুমি আমি ত্যাগ করিব কি প্রকারে?"

বৃদ্ধ দৃঢ়তার স্বরে বলিলেন,—"যে আমার বিনয়-হারা দিবসে আমার কাছে আসে নাই—যে আমার ব্যাধি-যন্ত্রণার দিবসে মুখের কথা শুধায় নাই—যে আমার মরণ-যাত্রার দিনে অনুগমন করে নাই—যে আমার কলিকাতা হাঁসপাতালে অবস্থান কালে একদিন যাইয়া লক্ষ্য করিয়া আসে নাই, তেমন পুত্রের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই—সে আমার পুত্রই নয়। শোন গিন্নি,—শোন বলি; বরং তোমাদেরও পরিত্যাগ করিব, তথাপি বিপিনের অন্ন আমি খাইব না।"

বিপিনের মাতা কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বিনয় ইঙ্গিত করিয়া নিষেধ করিল। বিনয়ের মাতাও সে সম্বন্ধে আর কোন কথা কহিলেন না এবং নিজেই রন্ধনাদি করিবার ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। বিপিন একবার পিতা ও ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া অতি সামান্য সময় দাঁড়াইয়া নিতান্ত প্রতিবেশীর ন্যায় দুই একটি কথা বলিয়া চলিয়া গিয়াছিল। বধূঠাকুরাণী সে রাত্রি মোটেই আসিলেন না।
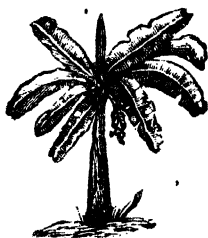
চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিবস প্রভাতে উঠিয়া বিনয় পাড়ার মধ্যে ভ্রমণ করিতে গিয়া শুনিল, এক বৃদ্ধার আমগাছ জোর করিয়া কাটিয়া লইবার হেতুতে পল্লীর দাঠাকুর হাকিম গিরীন্দ্রনাথের ছয়মাস জেল হইয়াছিল; ইহার মূলে ছিলেন জমিদার বামাচরণ বাবু, আর কুশোখালির মণ্ডলেরা; তদ্ভিন্ন দেশের লোকও যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু এই স্থানেই তাহার শাস্তি-জীবনের শেষ যবনিকার পতন হয় নাই। তিনি জেল খাটিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলে, একদিন তাঁহাকে ষ্টেশনের পথে একা পাইয়া, বিষম প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া দিয়াছে; এখন যে যেখানে পাইতেছে, সেইখানেই অবমান ও প্রহার করিতেছে। দা ঠাকুর অনেক পাপ করিয়া যে অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা মামলা মোকদ্দমায় উঠিয়া গিয়াছে; বর্ত্তমানে অভাবের নিদারুণ দংশন উপস্থিত হইয়াছে, হাকিমগিরির চাকুরীও দূর হইয়া গিয়াছে।

সে সংবাদে বিনয় নিতান্ত অসুখী হইল না। বিনয়ের বরুদ্ধে যে একশ দশ ধারার মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কোন উচ্চ বাচ্য শুনিল না। তাহার আগমনে বরং অনেককেই আনন্দ প্রকাশ করিতে দেখিল। বেলা আটটা বাজিবার পূর্ব্বেই সে গৃহে ফিরিল। বিনয়ের পিতা রোগমুক্তির পর তাঁহার কলিকাতায় স্থিত কয়েকজন

চাকুরে বর্দ্ধমানের সহিত দেখা করাতে কুড়ি বাইশ টাকা সাহায্য পাইয়াছিলেন এবং তাহাই লইয়া বাড়ী আসিয়াছিলেন। তিনি তাহা হইতে একটি টাকা দিয়া পল্লীর নানাবিধ তরি তরকারী ও দুগ্ধ আনাইয়া লইলেন। বিনয় গাড়ীতে একবস্তা সুচিক্কণ চাউল, এক বস্তা আলু ও তৈল ঘৃত চিনি এবং যথেষ্ট পরিমাণে রন্ধনের মসলাদি আনিয়াছিল। বিনয়ের মাতা তাহা সকালে খুলিয়া লইয়া বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বউমা রাঁধিবেন? না আমি রাঁধিব?"

বৃদ্ধ দৃঢ়তার স্বরে বলিলেন,—"বলিয়াছি ত বুড়ী, বরং তোমাকে ও বিনয়কে পরিত্যাগ করিব ও নিজে রন্ধন করিয়া খাইব বা অন্যত্র কোথাও চলিয়া যাইব, তথাপি ঐ চণ্ডাল পুত্রের ভাত কিংবা ঐ পিশাচীর রাঁধা খাইব না!"

বি-মা। শোন বুড়ো;—

বি-পি। থাম বুড়ী। যেদিন আমার রাখালীকে ঐ পিশাচ পিশাচী দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে,—মা আমার পরের বাড়ী দু'টি চাহিয়া খাইয়া চলিয়া গিয়াছে, সেদিন—সেদিনের কথা এখনও মনে হ'লে আমার বুকের আগুন জ্বলিয়া উঠে। আমি ওর ভাত খাব? আমার রাখালী শুনে কি ব'লবে?

এই সময় বিনয় পাড়া হইতে ঘুরিয়া আসিল।

বিনয়ের মাতা পুত্রকে বলিলেন,—"কি ক'রবি রে, তোর দাদার সঙ্গে পৃথক্ হবি?"

বিনয় চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—"দাদার সঙ্গে পৃথক্ হবি—একথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ মা? দাদার সঙ্গে কি তোমাদের বড় ঝগড়া ঝাটি হয়েছিল? আমি বাড়ী থেকে গেলে, দাদা কি বাবাকে খেতে দেন নাই?"

মা। সে অনেক কথার কথা বাবা! কিন্তু সকলের মূল ঐ বৌ; সে ভাল মানুষ; বৌ যা' ক'রেছে তাই হ'য়েছে।

বিনয়ের পিতা দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"তবেই আমি কৃতার্থ হইলাম আর কি! যে পুত্রশোকার্ত্ত রোগ-দীর্ণ পিতা মাতার অযত্ন, অপমান ও আহার বন্ধ স্ত্রীর কথায় করিতে পারে—সহোদরা ভগ্নীকে শেয়াল কুকুরের মত দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতে পারে—কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে শত্রু সঙ্গে মিশিয়া জেলে তুলিয়া দিতে প্রস্তুত হয়, সে ভাল মানুষ—সে ভদ্রবংশ-সম্ভূত; তাহার পিতা যদি তাহার অন্ন ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তাহার মহাপাপ হয়। আমি তাহার পিতা; গ্রামের লোক আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া যখন হাঁসপাতালে লইয়া গেল, তখন একবার চখে দেখিল না,—একটি মুখের কথা শুধাইল না; মরিব কি বাঁচিব, তাহা স্থির ছিল না; কিন্তু একবার গিয়াও যে দেখিয়া আসিতে পারিল না, তাহার সহিত সম্বন্ধ কি বুড়ী? তোমার ভাল না লাগে, তুমি পুত্রের কাছে যাও; বিনয়ের মনে ব্যথা লাগে, বিনয়ও তাহার সহিত মিশুক,—আপত্তি নাই। আমি এখন চক্ষু পাইয়াছি,—আমি যজমানের কাজ করিয়া যাহা পাইব, তাহা দিয়া নিজের পেট চালাইব। শোন বুড়ী, এ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবার নহে। আমি বিপিনের সঙ্গে কখনও একান্নভুক্ত হইয়া থাকিব না। তাহার সেবা আর ঐ ছোট লোকের মেয়ের হাতে রাঁধা অন্ন গ্রহণ করিব না,—মরণান্তে তাহার পিণ্ডও গ্রহণ করিব না।"

বিপিনের মাতা তাহাতে হৃষ্ট হইলেন না,—বিনয়ও সুখী হইল না; কিন্তু উভয়েই তখন সে কথার প্রতিবাদ করিতে ও তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সাহসী হইল না।

অবশেষে মাতা ও পুত্রে এই পরামর্শ স্থির করিল যে, বৈকালে

রাখালদাসীকে আনিবার জন্য একখানি গাড়ী পাঠান হউক। রাখাল দাসী আসিয়া মিটাইয়া দিতে পারিবে।

অতঃপর বিনয় তত টাকার মালিক হইয়া কি প্রকারে গৃহে ফিরিল, বৃদ্ধ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বিনয় পিতৃ-সমীপে বসিয়া সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত বিবরণ বর্ণন করিল। তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই :—

যখন গোয়ালন্দ হইতে কুলী হইয়া কুলীর সঙ্গে চলিয়া যাই, তখন আর ভাবি নাই যে আবার আসিয়া চরণ দর্শন করিব,—আবার আসিয়া সেবাধিকার পাইব। হিমালয়ের উপত্যকায় শুকনা নামক স্থানে ত্রিশ জন হেয় কুলীর সহিত এক সাহেবের কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইলাম। সেখানে কেবল জঙ্গল; শাল, সেগুন, বাঁশ প্রভৃতির ভীষণ জঙ্গল। জনমানবের বাসহীন সেই জঙ্গল সাহেব জমা করিয়া লইয়া সেখানকার কাষ্ঠ কাটিয়া কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে কাষ্ঠ ব্যবসায়ীদিগের নিকট বিক্রয় করিতেন। সাহেব সেখানে পাঁচ ছয় বৎসর গিয়াছেন; তিনি বয়সে নবীন, সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী মাত্র ছিল। আমি কুলীদিগের সঙ্গে পর দিবস কুঠারি লইয়া জঙ্গলে প্রেরিত হইয়াছিলাম,—সাহেব যখন আমাদের কার্য্য দর্শনার্থ গমন করিলেন, তখন আমার কার্য্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। আমাকে পৃথক করিয়া লইয়া, আমার বংশ পরিচয়াদি গ্রহণ করিলেন এবং অকর্ম্মণ্য লোক দিয়া ফাঁকি দিয়া টাকা লইয়াছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তারপরে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি লেখা পড়া জান?

আমি। জানি।

সাহেব। ইংরেজি লিখিতে পড়িতে পার?

আমি। খুব ভাল পারি না, এণ্ট্রেন্স্ থার্ডক্লাস পর্য্যন্ত পড়িলে যেমন পারা যায়, তা পারি।'

সাহেবের নিকট পেন্সিল ও কাগজ ছিল,—আমাকে লিখিতে বলিলেন। আমি লিখিলাম; মুখভাবে বুঝিলাম, সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন,—ইংরেজীতে হিসাবপত্র রাখিতে পার?

আমি। পারি।

সাহেব। কুলীদের ভাষা বুঝিয়া উহাদের দ্বারা কাজকর্ম্ম করাইয়া লইতে পারিবে?

আমি। নিজেই এখন কাজকর্ম্ম কিছু বুঝি না সাহেব;—আপনি যদি দয়া করিয়া মাসখানেক আপনার সঙ্গে রাখিয়া আমাকে কাজকর্ম্ম শিখাইয়া লন, তাহা হইলে পারিব। জগতে আমার কেহ নাই, আশ্রয় নাই: আপনি মা বাপ, আপনিই আশ্রয়। কুলী আইন অনুসারে আমি আপনার ক্রীতদাস; আপনার কর্ম্ম ভিন্ন জগতে আমার কোন কাজ নাই; কর্ম্মবিপাকে ভদ্রলোকের ঘরে জন্মিয়া কুলী হইয়া আপনার আশ্রয়ে আসিয়াছি; দয়া করিয়া যদি গ্রহণ করেন এবং ভদ্রলোকের কার্য্য করিতে দেন, যথাসাধ্য আমি আপনার কার্য্য করিব। আমি দেখিলাম, সাহেবের মুখ আনন্দ প্রফুল্ল হইল এবং সেই দিবস হইতে তিনি আমার কুলীজীবন মুক্ত করিয়া, তাঁহার সহকারিরূপে নিযুক্ত করিলেন এবং একটি উত্তম পোষাকের সহিত কেরাণীর কর্ম্মভার ও জঙ্গলের কুলীদিগকে খাটান ও তাঁহার সহিত কার্য্য শিক্ষা করিতে দিলেন। আমিও প্রাণপণে সে সকল শিক্ষাও সম্পাদন করিয়া, তাঁহার সন্তোষবিধান করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এইরূপে ছয়মাস অতীত হইয়া গেল। ইহার মধ্যে সাহেব আমাকে পুত্রাধিক ভালবাসিলেন এবং সমস্ত কার্য্যে সহকারিরূপে গ্রহণ করিলেন। সাতমাস কাটিয়া গেল—আট মাসেয় একদিন আমি ও সাহেব কতকগুলি কুলী লইয়া একটা নূতন জঙ্গলে প্রবেশ করি। সেই দিক হইতে কতকগুলি বৃক্ষ কাটাইবার ইচ্ছা ছিল। যে সকল গাছ কাটিতে হইবে,

দেখিয়া পছন্দ করিয়া আমি তাহাতে মার্কা দিতে লাগিলাম সাহেব একাকী বোধ হয় জঙ্গল পরিদর্শন করিবার জন্য আরও কিছু দূরে চলিয়া গেলেন। আধ ঘণ্টা পরেই একটা ভীষণ ব্যাঘ্রের গর্জ্জন আমি শুনিতে পাইলাম। হঠাৎ আমার মনে হইল, সাহেব একা গিয়াছেন, নিশ্চয়ই তাঁহার বিপদ ঘটিয়া থাকিবে। আমি কুলীদিগকে কিছু না বলিয়াই সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া, সেই অবিরল জঙ্গল ভেদ করিয়া ছুটিলাম; কিয়দ্দূর যাইয়া দেখি, যাহা অনুমান করিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক। সাহেবকে একটা ভয়ানক ব্যাঘ্রে চাপিয়া ধরিয়াছে! আমার হস্তে গুলিপোরা বন্দুক ছিল; তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া ব্যাঘ্রের ললাট লক্ষ করিয়া গুলি ছুড়িলাম; আমার লক্ষ্য ব্যর্থ হইল না—গুলি গিয়া ব্যাঘ্রের ললাট বিদ্ধ করিল; কিন্তু সেই দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্র সেই গুলি খাইয়াও অদম্য তেজে সাহেবকে ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিয়া আমার বাম বাহু কামড়াইয়া ধরিল। আমার পশ্চাতে কুলীরা ছুটিয়া আসিতেছিল; ঠিক এই সময় তাহারা উপস্থিত হইল এবং হস্তস্থিত টাঙিদ্বারা ব্যাঘ্রদেহ তিন চারি খণ্ডে কর্ত্তন করিয়া ফেলিল। আমার হস্ত দিয়া রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। সাহেবেরও সর্ব্বাঙ্গ দিয়া রক্তস্রোত বহিতে লাগিল! ব্যাঘ্র আমাকে তেমন কায়দা করিতে পারে নাই; কিন্তু সাহেবের অবস্থা দেখিয়া আমাদের সকলেরই বড় ভয় হইল। তাঁহার জীবনআশা ছিল না; কিন্তু বেশ জ্ঞান ছিল। তাঁহাকে কুলীদিগের দ্বারা ধরাধরি করাইয়া তখনই বাসায় গেলাম এবং বাসায় গিয়া কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে দার্জ্জিলিং ইউরোপিয়ানদিগের হাঁসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলাম; মেম সাহেবও সঙ্গে গেলেন। ইহার পনর দিন বাদে মেম সাহেব অপর একজন সাহেবকে লইয়া বাঙলায় আসিলেন। দেখিলাম আমার মুনিব নয়। শুনিলাম আমার মুনিব মরিয়া গিয়াছেন। আমার বড় দুঃখ

হইল। না কাঁদিয়া থাকিতে পারিলাম না। মনে হইল,—আমি হতভাগ্য যাহার আশ্রয়ে যাই, তাঁহারই বিপদ ঘটে,—আমি যে ডাল ধরি, সেই ডালই ভাঙিয়া পড়ে।

মেম সাহেব আমাকে প্রবোধ দিলেন; তারপরে বলিলেন,—বাবু; আমার স্বামীত মরিয়া গিয়াছেন; এই জঙ্গলে আমি আর থাকিব না; সাহেব মরিবার সময় এক উইল করিয়া গিয়াছেন; তাহাতে এই লিখিয়া গিয়াছেন যে, বাগান ও নগদ টাকা যাহা তাঁহার পুঁজি আছে, সে সকলের দশ আনা আমার ও ছয় আনা তোমার। কিন্তু আমি এক ইচ্ছা করিতেছি; তুমি যদি তাহাতে স্বীকৃত হও, আমি কালই তাহা সম্পাদন করিয়া বিলাত চলিয়া যাই। আমার আর এস্থান তিলার্দ্ধও ভাল লাগিতেছে না।

আমি করযোড় করিয়া বলিলাম, আমি আপনার দাসানুদাস; আমাকে যে আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাতে প্রস্তুত আছি। মেম সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন। অফিসের বহিতে হিসাব করিয়া দেখা গেল, মোটে তিন হাজার টাকা ক্যাশ আছে; লোহার সিন্দুক খুলিয়া টাকা গণিয়া দেখা হইল, তাহাই ঠিক আছে। মেম সাহেব তাহা হইতে এক হাজার টাকা মাত্র লইলেন এবং পরদিবস আমাকে সঙ্গে লইয়া দার্জ্জিলিং গমন করিলেন। নবাগত সাহেবও সেই সঙ্গে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া তৎপর দিবস মেম সাহেবের কথা মত একখানি দলিল প্রস্তুত করাইয়া উভয়ে রেজেষ্টারি করিলাম। তার পরে জানিলাম, দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্কে সাহেবের সত্তর হাজার টাকা ডিপোজিট ছিল। মেম সাহেব তাহা তুলিয়া লইয়া, সেই দিবসই দার্জ্জিলিং মেলে চাপিয়া কলিকাতাভিমুখে গমন করিলেন। পরে জানিতে পারিলাম, যে সাহেবটি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছিল, তাঁহার সহিত কোর্টসিপ হইয়া গিয়াছে; বিলাতে গিয়া উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন।

সাহেবের মৃত্যুর পরেই তিনি বাগান বিক্রয়ের জন্য কলিকাতার দালাল দিগকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু খরিদ্দার আসা পর্য্যন্ত আর সহ্য করিতে না পারিয়া, তিনি নগদ টাকা লইয়াই প্রস্থান দিলেন।

মেম সাহেব চলিয়া যাইবার এ সপ্তাহ পরে, দুইজন সাহেব ও পাঁচজন মাড়োয়ারি খরিদ্দার আসিলেন। শেষ দর এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ঐ বাগানের মূল্য অবধারণ হইল। প্রথমে ভাবিলাম, বাগান রাখিয়া ব্যবসায় করি ; তার পরে ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম, কি জানি কোন দিক দিয়া কোন বিঘ্ন ঘটিয়া বাগানটি হস্তচ্যুত হইবে,—বিড়ালের ভাগ্যে যদি ছিকা ছিঁড়িয়াছে, টাকা লইয়া দেশে যাওয়াই ভাল। তাহাই করিয়াছি।

বৃদ্ধ মহা আনন্দিত হইলেন। বিনয়ের মাতা বুঝিলেন, ছেলে যে টাকা আনিয়াছে, তাহা দিয়া আর একখানি ঘর, ছেলের বিয়ে এবং একটি ছোট খাট মুদীখানার দোকান করিয়া, ছেলে আমার জীবন যাপন করিত পারিবে।

বিনয়ের পিতা ভাবিলেন,—এইবার আমার সুখের দিন সমাগত হইয়াছে। এই বাস্তুভিটায় জমিদারি কিনিয়া, প্রাসাদ বানাইয়া, দাসদাসী ও গৃহপালিত পশুপক্ষীতে গৃহস্থলী পরিপূর্ণ করিয়া, শেষ জীবন সুখে যাপন করিতে পারিব।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০○০—

ছয়মাস গত হইয়াছে, ইহার মধ্যে প্রত্যেক মানবজীবনের মধ্য দিয়া যে কত কর্ম্ম সাধিত হইয়া গিয়াছে, কে তাহার সংবাদ রাখে? কত লোকের হাসি কান্না লইয়া এই ছয়মাস দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল, কে তাহার জমাখরচ রাখিয়াছে? অতীতের অবধারণে কেহই মনঃসংযোগী নহে। বর্ত্তমান লইয়াই সকলে বিব্রত। আর যাহা ঘটিবে, তাহারই আশায় আশায় মধুপানলুব্ধ মধুকরের ন্যায় ছুটিতে থাকে। কাহারও আশা পূর্ণ হয়,—কাহারও আশাতীত ফল ফলে;—কেহ বা নিরাশার বেদনাবিদগ্ধ প্রাণে ভাঙ্গিয়া পড়ে; সংসারের নিত্য গতিই এই প্রকার।

বিনয়ের পিতা বিপিনকে কোন প্রকারেই সাহায্য করিতেন না। বিপিনও সাহায্য প্রার্থনা করিত না। কিন্তু তাহার দিন আর চলে না। ধান্য চাউল ও সংসার খরচের দ্রব্যাদির মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে যজমানেরা প্রায় আর কাজ করিত না; সুতরাং বিপিনের আয় ছিল না। পরন্তু মুখরা স্ত্রীর অভাবজনিত বাক্য-যন্ত্রণা তাঁহাকে নিতান্ত জ্বালাইয়া তুলিল। এদিকে এই ছয় মাসের মধ্যে বিনয়ের পিতা চার লক্ষ ইষ্টক পোড়াইলেন; পুকুর কাটাইলেন এবং বৃহৎ একটি দ্বিতল প্রাসাদ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

বেলা চার ঘটিকা বাজিয়া গিয়াছে,—রাজমজুর ছুতারমিস্ত্রি প্রভৃতিতে চারিধার পরিপূর্ণ ছিল, তাহারা তখনও পূর্ণ মনঃসংযোগ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতেছিল,—ছুটীর প্রায় দুই ঘণ্টা কাল বাকি, অন্যান্য পঞ্চাশ জন লোক

কর্ম্ম করিতেছিল—একটু দূরে তিনটা ঢেঁকিতে অন্ততঃ দশ জন সাঁওতাল স্ত্রীলোক সুরকী গুঁড়া করিতেছিল। তাহাদের ঢেঁকির শব্দ, ছুতার-মিস্ত্রির যন্ত্রাদির শব্দ, লৌহকারের লৌহ পিটান শব্দ, রাজমিস্ত্রির কর্ণিকের শব্দ, ইষ্টক তোলা ফেলা এবং পরস্পরে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির শব্দ—এই সমুদয়ে প্রায় তিরিশ বিঘা সীমানা লইয়া খুব সোর গোল তুলিয়াছিল। বাড়ীর একতালা পর্য্যন্ত গাঁথা শেষ হইয়া, দ্বিতলের কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। বিনয়ের পিতা, তাহার অদূরে একখানি আরাম চৌকিতে বসিয়া বিনয় কর্ত্তৃক সমানীত একটা গড়গড়ায় সুদীর্ঘ নল লাগাইয়া ফৌজদারি বালাখানার তামাকের ধূম পান করিতে-ছিলেন এবং রাজমিস্ত্রিদিগের কার্য্য দর্শন করিতেছিলেন। বিনয় কলিকাতায় গিয়াছিল; কল, কব্জা, শীক, তার, বেড়া প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া গত কল্য অনেক রাত্রিতে বাড়ী আসিয়াছে। কয়েক দিনের পরে কার্য্য-পরিদর্শন জন্য সেও এতক্ষণ বাহিরে আসিয়া, চারিদিকে কার্য্য দেখিয়া ফিরিতেছিল। সে যখন সুরকী দেখিতে সুরকী-কোটা সাঁওতাল রমণীগণের দিকে যাইতেছিল, তখন শুনিতে পাইল এক বৃদ্ধ ছুতারমিস্ত্রি তাহার বার্দ্ধক্যের কফজড়াকণ্ঠে, আপন কর্ম্ম সমাধা করিতে করিতে আপন মনে গাহিতেছে—

যায় না বোঝা, মা তোমার কাজের ফাঁদ
তুমি পঙ্গুকে লঙ্ঘাও গিরি, বামন দিয়ে ধরাও চাঁদ;
বিপদ সম্পদ সমান কোরে
যে তোমায় মা ডাকতে পারে
দেখলাম এতদিন ধোরে
ও তার মেঘের ভিতর রৌদ্র ফোটে
নিত্য পূরে মনের সাধ।

বিনয়ের চক্ষু পূরিয়া জল আসিল; অশ্রুভারাকীর্ণ নয়নে একবার নিজ বাড়ীর চারিদিকে চাহিল, তারপরে আর সেখানে দাঁড়াইল না। কোঁচার কাপড়ে চোখ মুছিয়া পিতার কাছে ফিরিয়া গেল। কলিকাতা হইতে আনীত পশ্চিম দেশীয় ভৃত্য নাথুয়া এই সময় আর একটা বড় কলিকায় নূতন তামাকু সাজিয়া আনিয়া কর্ত্তার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ফু দিতেছিল। বিনয় ভৃত্যের হাত হইতে কলিকা লইয়া নিজে ফুঁ দিতে লাগিল। ভৃত্য গড়গড়ার মাথার পূর্ব্ব সংস্থাপিত কলিকা তুলিয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছিল। ঠিক এই সময়ে একটা বৃহৎ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মথুর বাবু উপস্থিত হইলেন এবং অদূর হইতেই অশ্ব হইতে নামিয়া পড়িয়া অশ্ববল্গা দৃঢ়তর স্থলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া, হাসিমুখে আগমনপূর্ব্বক বৃদ্ধের পাদবন্দনা করিলেন। বিনয়ের পিতাও তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, ভৃত্যকে একখানি চেয়ার আনিতে অনুমতি করিলেন। ভৃত্য আদেশ পালন করিল। চেয়ার আসিলে তাহাতে উপবেশন করিয়া মথুর বাবু অন্যান্য কথোপকথনের পর বিনয়ের পিতাকে বলিলেন,—"আমি দুইটা কারণে আপনার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি; প্রথম কথা এই যে, আপনি এখন কর্ম্মক্ষম হইয়াছেন, আপনি আমাদের কুল-পুরোহিত, আপনি আমাদের সমস্ত কাজ দেখিয়া শুনিয়া করুন।"

বিনয়ের পিতা মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"আমার সে ইচ্ছা ছিল; কিন্তু আমার ছোট ছেলে বিনয় ওকাজ করিতে দিল না; সে বলে, আমি যে টাকা রোজগার করিয়া আনিয়াছি, আপনি কেন? আপনার দশ পুরুষ বসিয়া খাইলেও তাহা ফুরাইবে না; তবে এক মান সম্ভ্রম;—তা বিপদকালে—আপনার অসময়ে আপনার সঙ্গে গিয়া দেখিয়াছি, তাহার বহর কতদুর! সুতরাং ও আর করিতে হইবে না। আর একটি কাজ কি; মথুর?"

মথু। আমার সে ইচ্ছাটি পূর্ণ করিতেই হইবে। আমি আপনার বড় ছেলেকে দিয়া সেকথা বলিয়া পাঠাইয়া ছিলাম। আমার কন্যা সুশীলার সহিত আপনার পুত্র বিনয়ের বিবাহ দেন,—ইহাই আমার প্রার্থনা।

বৃদ্ধ একটু মাজা টানিয়া উঠিয়া বসিয়া, করধৃত গড়গড়ার নলে একটি দম দিয়া ধুঁয়াখানি শূন্যে পরিত্যাগ করিলেন; তারপরে বলিলেন,—"শোন মথুরা নাথ, বিনয় আমার বড় ভাল ছেলে নয়,—নানা দোষে দোষী—একদিন উহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া তোমার দুয়ার হইতে নিতান্ত ঘৃণ্য জীবের ন্যায় ফিরিয়া আসিয়াছি; আবার কি বলিয়া আজ তাহাকে বরসাজে সজ্জিত করিয়া তোমার বাড়ীতে উপস্থিত হইব? তাহা পারিব না।

মথুর বাবু অনেক সাধাসাধি স্তব স্তুতি করিলেন। বৃদ্ধ যখন দুইটি কার্য্যের একটিতেও সম্মতি দান করিলেন না, তখন মথুর বাবু অত্যন্ত অবমানিত হইয়া ম্লানমুখে অশ্বারোহণে বাড়ী ফিরিয়া চলিয়া গেলেন।

শ্যামপুরের জমিদার নরহরি বাবু ব্যাঙ্কে টাকা তুলিতে গিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে বিনয়ের রক্ষিত টাকার সংখ্যা জানিতে পারিয়া, বাড়ী আসিয়াই তাঁহার কন্যা সুভাষিণীর সহিত বিনয়ের বিবাহ দিয়া মেয়েকে সুখী করিবার মানসে বিনয়ের পিতার নিকট ঘটক পাঠাইলেন। ঘটক আসিয়া বিনয়ের পিতার নিকট সেকথা নিবেদন করিল।

বিনয়ের পিতা মনে মনে বড় খুসী হইলেন। তাঁহার শেষ জীবন যে এত উন্নত—এত সম্মানিত—এত আনন্দময় হইবে, ইহা কে জানিত! কোথায় তিনি চারি আনা দৈনিক দক্ষিণা প্রাপ্তির পুরোহিত ব্রাহ্মণ, আর আজ কোথায় নরহরি বাবুর বৈবাহিক হইবার জন্য আহূত।

কিন্তু ঘটককে বলিলেন,—"দেখুন মহাশয়, অন্য আপত্তি আমার কিছুই নাই ; কেবল এক আশঙ্কা, হাজার পয়সা হইলেও আমরা গৃহস্থ মানুষ, আর তাঁহারা বুনেদী বড়লোক। আমাদের ঘরের মেয়ে-ছেলেকে নিত্য কাজ করিয়া রাঁধিয়া বাড়িয়া সংসার করিতে হয়, তাঁদের মেয়ে আনিয়া আমরা কি সুখী হইতে পারিব ?"

ঘটক হাসিলেন বলিলেন,—"মহাশয় গো ; আজকালকার বাঙলার ছোটখাট জমিদার প্রায় সব 'বাহিরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কীর্ত্তন'। রন্ধনের যোগনা কড়া টানিতে টানিতে মা লক্ষ্মীদের হাতে কড়া পরিয়া যায়। যে মেয়েটি আপনার পুত্রবধূ হবেন, আমি হলপ করিয়া বলিতে পারি, সেটি বাস্তবিকই গৃহলক্ষ্মী স্বরূপা ; সর্ব্বদা হাস্যমুখী, সংসারের কাজ কর্ম্মে ও শিল্পকার্য্যকর্ম্মে দক্ষা। রন্ধনে পারদর্শিনী, মিষ্টভাষিণী এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্না।

বি পি। ঘটকের উপযুক্ত বর্ণনাই করিয়াছেন ; তবে আমরা মেয়েটি দেখিয়া শুনিয়া যদি পছন্দ হয়, পুত্রের বিবাহ দিব ; কিন্তু আমার বাড়ী সমাপ্ত না হইলে কি করিয়া একার্য্য করিতে পারি ? সে জন্য অন্ততঃ আর ছয় মাস সময় দিতে হইবে।

ঘট। সেইটিতেই একটু আপত্তি আছে। তাঁহার মেয়েটি সেয়ানা হইয়াছে—বয়স প্রায় পনর বৎসর,—আর রাখা চলে না। বাড়ীর একতালা ত প্রায় সারা হইল দেখিতেছি ; ইহার মধ্যে আগামী মাসে বিবাহ দিয়া ফেলুন। এখন ঝড় জলেরও কাল নয়, নেহাৎ অসুবিধা হইবে না। ছয় মাস পরে বাড়ী সারা হইলে পুত্রবধূ দ্বিরাগমনে আনিয়া পুত্রকে লইয়া সংসার করিতে পারিবেন।

বিনয়ের পিতা স্বীকৃত হইলেন। ঘটক চলিয়া গিয়া কন্যার পিতাকে বরপক্ষের আগমনের দিন শুনাইয়া দিল। বিনয়ের বিবাহের কন্যা

দেখিতে যাইবে। বিনয়ের মাতা ভাবিলেন,—বিপিন আমার বড়ছেলে, বিনয়ের দাদা সে না গেলে মানাইবে কেন? আজ একবার বুড়োর পায়ে ধরিব। তাঁহার চিন্তা শেষ না হইতেই বিনয়ের পিতা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; স্ত্রীকে এই সুখের দিনে ম্লানমুখে বসিয়া চিন্তা করিতে দেখিয়া, তিনি বুঝিতে পারিলেন, এই সুখের দিনেও তাঁহার স্ত্রী কি ভাবিয়া অত ক্লিষ্ট হইতেছেন! মনে মনে ভাবিলেন—তুমি আমাকে কর্ত্তব্যচ্যুত করিবে? কখনই না। তবে আমি নিষ্ঠুর নহি,—অবিবেচক নহি—পিতার উপযুক্ত কর্ম্মসাধনে অক্ষমও নহি। প্রকাশ্যে বলিলেন,—"বুড়ী! তোমার মুখে কি হাসি ফুটিবে না? ঐ পৌষমেদে প্রভাতের কুয়াসা-আচ্ছন্ন মুখে কি আর ফাগুনের প্রভাত দেখা দিবে না? আজ সকাল সকাল দুটি রেঁধে দাও—পাঁচ জনের রান্না রেঁধ,—খেয়েই আমরা মেয়ে দেখতে যাব। আর বেশী-দিন রাঁধতে হবেনা—বিনয় বাড়ী এসে পর্য্যন্তই তোমার কষ্ট হবে ব'লে একজন রাঁধুনী বামুন আনার জন্য আমার অনুমতি চাহিয়াছিল; কিন্তু সে অনুমতি তখন দেই নাই; ব্যাঙ্কের টাকা তুলিয়া আনিয়া রাঁধুনীর খরচ চালাইতে গেলে, সে টাকা কয়দিন টিকিবে—এই বলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিয়াছিলাম। এবার পঁচিশ হাজার টাকা দিয়া যে সম্পত্তি খরিদ হইয়াছে, তাহার বার্ষিক আয় প্রায় তিন হাজার টাকা। কাজেই সে আর আমার কথা শুনিল না; অপর কার্য্য করিতে কলিকাতায় গিয়াছে,—বামুন লইয়া আসিবে—তখন রাঁধা ভাত বসিয়া খাইও।"

বি-মা। আমার যে জন্যে মুখে হাসি ফুটছে না, তুমি বাপ হ'য়ে তা কি বুঝ্‌চোনা বুড়ো? বিপিন যে আমার বড়ছেলে। তাকে বাদ দিয়ে বিনয়ের সম্বন্ধ তুমি ক'রতে যাবে, এ দুঃখের কি ওর আছে?

বি-পি। বেশ, পাঠাও তোমার গুণধর পুত্রকে,—সে গিয়া বলিয়া

আসিবে, বিনয় ত ডাকাতের সর্দ্দার; সে কোন স্বাধীন নরপতির বাড়ী লুঠ করিয়া টাকা আনিয়াছিল—এইবার তার সন্ধান হইয়াছে,—মোকর্দ্দমা উঠিয়াছে,—শীঘ্রই জেল হইবে।

বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিলেন। নিরাশা-নিমগ্ন-চক্ষুর ত্রাস-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"দূর, তা কি পারে?"

বি-পি। পারেনা,—যজমানদের দুয়ারে দুয়ারে কেমন করিয়া প্রচার করিয়াছিল—সে মাতাল, সে চোর, সে হীন-চরিত্র!

বৃদ্ধা নিরস্ত হইলেন। বৃদ্ধ বলিলেন,—"ভাল, আমাদের সঙ্গে যাইতে পারে, জিজ্ঞাসা কর, যাইবার জন্যে বল।"

বিপিনের মা তখনই বিপিনের গৃহে ছুটিয়া গেলেন।

তখন স্বামী ও স্ত্রীতে কলহ অরম্ভ হইয়াছিল। বিপিন বলিল,—"আমার যদি ক্ষমতায় না কুলায়, কোথায় পাইব? তুমি তোমার পথ দেখিতে পার। তোমারই কথায় পিতা, মাতা, ভ্রাতা সব ত্যাগ করিয়াছি; নতুবা আমার এমন দুর্গতি কেন ঘটিবে? আজ যদি পৃথক না হইতাম,—তোমার মোহজালে পতিত হইয়া পিতা মাতা ও ভ্রাতাকে তেমন করিয়া না জ্বালাইতাম, তবেকি আমি অভাবের এমন দারুণ জ্বালা সহ্য করিতাম? আমাদের যে আজ অগাধ টাকা,—আমাদের বাড়ী যে দ্বিতল প্রাসাদে পরিণত হইতে বসিয়াছে—আমাদের যে পুকুর কাটা হইয়াছে—অনেক সম্পত্তি খরিদ হইয়াছে—বাড়ীতে তিরিশ চল্লিশ জন লোক দৈনিক খাটিতেছে—আমার দুইটি লোক কোথায় কোন দলে মিশিয়া খাইয়া যাইতেছে কেহই তাহার সংবাদ রাখিতেছে না। আর আমি তোমাকে লইয়া শুধু দুটি ভাতের জন্য বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি।"

মাতার চক্ষুদিয়া জল ঝরিল। পুত্রের নিকটস্থ হইয়া বলিলেন—"বিপিন, শ্যামপুরের নরহরি বাবুর মেয়ের সঙ্গে তোর বিনয়ের বিবাহ সম্বন্ধ হোচ্চে;

মেয়ে দেখ্‌তে যাবে—তোকেও যেতে হবে। আমি রান্না চড়াতে যাচ্ছি,—যারা যাবে, সবাই ওখানে খাবে,—সকাল সকাল যেতে হবে,—তুইও দুটি খেয়ে যাবি—তোর বাপ আমাকে বোল্‌তে পাঠালেন।”

বিপিন কথা না কহিতেই বিপিনের স্ত্রী বলিলেন,—“ও উড়ো চালাকি আমি ঢের জানি গো, ঢের জানি। শ্যামপুরে আমার মাসীর বাড়ী—আমি দু তিনবার সে গাঁয় গিয়েছি—তারা রাজা লোক—তার মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের বিয়ে দিবে,—কখনও না, কখনও না। আর কার মেয়ে হবে। তা উনি কেমন কোরে যাবেন? আমরা গরিব মানুষ,—আমাদের অভাব রাত্তির দিন; আমরা পরের বিয়ের সম্বন্ধ দেখে বেড়াতে পারি না।”

বি-মা। কি বোলছ বৌমা,—তুমিই আমার সর্ব্বনাশ ঘটালে—তুমিই আমার ছেলেটার মাথা খেলে। কি কুলগ্নেই তোমাকে ঘরে এনেছিলাম বাছা, আমার কত আদরের ছেলে—যেখানে উঁচু ঢিবিটি দেখেছি, সেইখানেই ওর মঙ্গল কামনা কোরেছি,—তুমি এসে রাক্ষসী মায়াতে আমার সেই আদরের ধন—সোহাগের নিধিকে আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন কোরে ফেলে, আমারই সম্মুখে বোসে ওর অস্থি চর্ম্ম চিবাইয়া খাইতেছ! রক্ষা কর বৌমা, এখনও মায়া পরিত্যাগ কর—এখনও উহার গা হইতে তোমার বেড়া আগুনের মায়াজাল সরাইয়া নাও,—উহাকে উহার বাপ ও ভ্রাতার সহিত মিশিতে দাও—আমায় আর কষ্ট দিও না।

বি-স্ত্রী। আমি না ওঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছি! যান, তোমার ছেলের হুকুম-খাটা চাকর হোন,—নতুন বৌ আসছে—আমিও গিয়ে তার চাকরাণী হবো,—তোমাদেরও বেশ লাগবে,—আমারও জন্ম সার্থক হবে।

বিপিন উভয়ের কথাই শুনিল; কিন্তু মায়ের কথার চেয়ে স্ত্রীর কথাই তাহার ভাল লাগিল। তাহার মনে হইল,—পূর্ব্বহইতে যদি একান্নে

থাকিতাম; তাহার কথা ছিল না; কিন্তু এখন এক হইতে গেলে, যা বলিতেছে, তাই বটে।

তিনি সম্বন্ধ করিতে যাইতে স্বীকৃত হইলেন না এবং মাতাকে স্পষ্ট বলিয়া দিলেন,—"না মা; ওসকল কথায় আমি আর নই। দোয়া দুধ, বাঁটে যায় না,—বোঁটা হ'তে ফুল খ'সলে আর বোঁটায় জোড়া লাগে না।"

মাতা যেমন দুঃখিতান্তঃকরণে—যেমন বেদনাবিপ্লুত হৃদয়ে—পুত্রের নিকট গিয়াছিলেন, তাহা অনেক বর্দ্ধিত আকারে লইয়া, দুঃখিত চিত্তে, নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

বিনয়ের পিতাও সেই সময় কোথা হইতে ঘুরিয়া আসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে স্ত্রীকে বলিলেন,—"কি বুড়ী! তোমার বড়ছেলে যাবে?"

হতাশের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধা ম্লানমুখে বলিলেন,—"না।"

বি-পি। সে সম্মত হইল না? না বধূমাতার আজ্ঞা পাইল না?

বি-মা। উভয়তই।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

অপরিসমাপ্ত বাড়ীর মধ্যেই একদিন সকালবেলা গাত্র-হরিদ্রার মঙ্গল-বাজনা বাজিয়া উঠিল এবং প্রাঙ্গণে চন্দ্রাতপ টাঙান হইল,—নহবৎখানায় নহবৎ বাজিল—কুটুম্ব কুটুম্বিনীতে গৃহ পরিপূর্ণ হইল—হুলু ও শঙ্খধ্বনির সহিত বিনয়ের গাত্রহরিদ্রা হইয়া গেল।

সেই গাত্রহরিদ্রার অবশিষ্ট হরিদ্রা, মৎস্য, দধি, খেলিবার পুতুল, তাস এবং নানাবিধ দ্রব্যভার লইয়া লোক 'কনের' বাড়ী চলিয়া গেল। কয়েকখানি স্ত্রী-পাঠ্য সুন্দর বহি নির্ব্বাচন করিয়া বাক্সে দেওয়া হইল; কিন্তু ঠিক মনেরমত একখানি পুস্তকও তাহার মধ্যে ছিল না। একখানি উপহারের বইয়ের পৃষ্ঠা সাদা পাইয়া, বৃদ্ধা তাহাতে কন্যা রাখালদাসীকে দিয়া কয়েকটি ছত্র লেখাইয়া দিলেন এবং বধূ আসিলে, কবিতার মর্ম্ম বধূকে বুঝাইবার জন্য কন্যাকে ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

গাত্র-হরিদ্রার দিন সন্ধ্যার পরে বিপিন ও বিপিনের স্ত্রীতে কথা হইতেছিল। বিপিন বলিল,—"কাজটা ভাল হয় নাই,—লোকে নিন্দা করিতেছে।"

বি-স্ত্রী। লোকেত আমার নিন্দে ক'রবেই। আমি গরীব মানুষ, আমার নিন্দে ক'রতে আর ভাবনা কি; পাঁচ বাড়ীর পাঁচ বৌ এল,—পাঁচ মেয়ে এল দেখলে,—তাদের গা-জোড়া গহনা—পরনে ভাল কাপড়, শায়া সামিজ সুগন্ধি তৈল এসেন্স প্রভৃতির ভরভরে সুগন্ধ। আর

আমি দুঃখিনী,—তার মধ্যে যাই কেমন কোরে? তোমার মা মধুপর্কের বাটী-কাটা যা দুইখানা গহনা দিয়েছিলেন, তা তুমি বাঁধা দিয়ে মেয়ে দিলে,—যাদের বাড়ী বিয়ে, তারা রাজার তুল্য লোক; তোমারই ভাই—তোমারই বাপ—তোমারই মা। আর তুমি মুখ্যু মানুষ,—এক পয়সা রোজগার করবার উপায় নেই—ঐ পিণ্ডি-মাখা চা'ল ভিন্ন গতি নেই—তাই খেয়ে এই পাতার কুঁড়ের মধ্যে থাকি,—মানুষের মধ্যে আর বেরব না—গৌরব কি! আর ও তোমার ঐ রাখালদাসী—তোমার ঐ গুণের দিদি—ওর হাসি দেখলে—ওর টিটকির কথা শুনলে,—মরা মানুষেরও রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়। আমি কখনও যাব না। ঐ নিয়ে বিয়ের দিন যদি আমাকে দশ জনার মধ্যে এসে টানাটানি করেন,—তুমি যদি কিছু বল,—তবে আমি গলায় দড়ি দেব। তোমার যদি ভাল লাগে,—ভঁড়ারি গিরি কোরো—আর কলুই-ডাল দিয়ে ভাত খেয়ো। ছি ছি, যে দিক দিয়ে ঘেন্না গিয়েছে, সে দিকে তুমি যাওনি।

বিপিনচন্দ্র অনেকক্ষণ দম ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। তার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"আমার মরণ হোলেই বাঁচ্‌তাম।"

অবিকম্পিত-কণ্ঠের মৃদু-স্বরে বিপিনের স্ত্রী বলিলেন,—"তা হ'লে আমি অসুখী হ'তাম না,—সুধবা স্ত্রীলোকের কাপড় গহনা এ সকলের আবশ্যক হ'ত না। থানের কাপড় প'রে লোকের বাড়ী রেঁধে খেতে পা'রতাম; আর ঐ ছেলেটা যেকোন লোকের বাড়ী ভাঁড়ারি হ'য়ে দিন কাটাত।"

বিপিনের মনে হইল,—'মানুষটা রাগী বটে, কিন্তু যা বলে তা যে, নিতান্ত মিথ্যা, তাও না। বিনয় বড় লোক—বিনয়ের বাপ বড় লোক—রাখাল দাসী বড়লোকের বোন; আর আমি কাঙ্গাল—আমার স্ত্রী

কাঙ্গালিনী—তাদের সহিত মিশিব কি প্রকারে? মা, বাবা, বিনয় যা বলে, অহঙ্কার করিয়া বলুক,—ঠাট্টা করিয়া বলুক,—তবু তাহার মধ্যে একটু সহানুভূতি আছে; কিন্তু রাখাল দাসী যা বলে, তা যেন একেবারেই বিদ্রূপ। সূর্য্যোত্তাপ সহ্য করা যায়, কিন্তু তত্তাপ-তপ্ত বালির তাপ সহ্য হয় না। গায় হলুদের সময় মা যখন ডাকিতে আসিলেন, তখন তিনি নিজেই বলিলেন,—"মা, তোমার বাড়ীর কাজ—তোমার দেওরের বিয়ে—তুমি না গেলে মানাবে কেন? আর আজই বা তোমার গহনা বা ভাল কাপড়ের দরকার কি? যে দিন জল সাধিবার জন্য সাজিয়া গুজিয়া বাহির হইতে হইবে, সে ব্যবস্থা আমিই ক'রব। অমিত তোমার শাশুড়ী, এখনও জীয়ন্ত আছি।" রাখাল দাসী তাহা শুনিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল,—"তা ত ঠিক" সে হাসি বৈশাখের ঘোর মেঘের বিদ্যুদ্দাম। আর সে কথা ভীষণ বজ্রপাত।

তখন স্বামী স্ত্রীতে একমন হইয়া পরামর্শ পাকাইলেন। এই স্থির হইল যে, প্রভাত হইলেই বিপিন বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবেন এবং যেখানে চাকরীর সুবিধা পাইবেন, সেই খানে গিয়া চাকরী করিবেন। বিপিনের স্ত্রী বিনয়ের বিবাহ-উৎসবে কিছুতেই যোগ দিবে না।

পরদিবস তাহাই হইল। বিপিন প্রভাতে উঠিয়াই বাটী হইতে চলিয়া গেল। যাইবার সময় পথে বিনয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল,—বিনয় প্রভাত-ভ্রমণ জন্য মাঠের রাস্তায় গিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল,—"দাদা! কোথায় যাবেন?"

মৃত্যুকালে সজ্ঞানে মৃত্যুর জন্য গঙ্গাযাত্রীর কানে তাহার পুত্র বা কনিষ্ঠ ভ্রাতার করুণার্ত্ত-স্বরের সম্বোধন যেমন মর্ম্মবেদনা-দায়ক হয়, বুঝি তেমনই সে স্বর তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলে গিয়া ঘাত প্রতিঘাত করিল। সে কোথায় যাইতেছে—এ উদ্দেশ্যহীন গমনের লক্ষ্য কোথায়—

তাহা সে কেমন করিয়া বলিবে? তাহার চক্ষু ভরিয়া জল আসিল। সে বলিল,—"জানি না ভাই, কোথায় যাইব,—কবে ফিরিব—বা আর ফিরিব কি না, তাহারও স্থির নাই; চলিয়াছি চাকুরীর জন্য—উদরান্নের সংস্থান জন্য। যত দিন তাহা না করিতে পারিব, ততদিন ফিরিব না।"

বিনয়ের চক্ষু পুরিয়া জল আসিল। সজল-নয়নের তরল দৃষ্টিতে দাদার মুখের দিকে চাহিয়া বাষ্পরুদ্ধ-স্বরে বলিল,—"সে কি দাদা, তোমার ছোট ভাইয়ের যে বিয়ে; তুমি গেলে—তুমি বাড়ী না থাকিলে, কে তাহা সম্পন্ন করিবে? বাবা যে বৃদ্ধ হইয়াছেন।"

বিপি। যে গরীব—পয়সার কাঙ্গাল, সে বাড়ী থাকিয়া কি করিবে? ভ্রাতৃবধূকে কিছু যৌতুক দিতে পারিবে না,—বাহক বাজনাদারেরা পুরস্কার চাহিলে, একটি পয়সা খরচ করিতে পারিবে না,—যাহার স্ত্রীর গায় এক খানি অলঙ্কার,—পরিধানে একখানি ভাল কাপড় নাই, সে বাড়ী থাকিয়া কি করিবে দাদা? দুঃখ করিও না,—যদি ফিরি, আবার সাক্ষাৎ হইবে। আশীর্ব্বাদ করি, বিবাহ করিয়া সুখে থাক। আমার পথ ছাড়িয়া দাও—আমি চলিয়া যাই।

বিনয় পথ ছাড়িল না; দাঁড়াইয়াছিল, বসিয়া পড়িল; দাদার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া চক্ষুর জলে পা ভিজাইয়া দিয়া ক্রন্দন-কম্পিত-স্বরে বলিল,—"পথ ছাড়িব না—তোমাকে ছাড়িব না—ফিরিয়া বাড়ী চল। কলিকাতায় কাপড় আনিবার বাবা যে ফর্দ্দ করিয়াছেন, মার অনুরোধে বাবা তার মধ্যে বৌদিদির একখান ভাল কাপড় ও খোকার পোষাক এবং তোমার জামা জুতা আনিবার ফর্দ্দ করিয়া দিয়াছেন। তোমার টাকার নিতান্ত অভাব হইয়া থাকে, বাবাকে অনুরোধ করিয়া কিছু সাহায্য করিতে পারিব।"

বিপিন সে কথা ভাল বলিয়া জ্ঞান করিল না। বলিল,—"না ভাই,

উপরোধ অনুরোধের কাপড় চোপড় বা অর্থ সাহায্য চাহি না; দিলে তুমিই দিতে পারিবে; টাকা তোমার উপার্জ্জিত,—বাবার নয়।”

বিনয় হাঁ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; দাদার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, —“দাদা! এই টুকুই তোমার ভুল হইতেছে, তোমার উপার্জ্জিত, আমার উপার্জ্জিত এ কথা বা জ্ঞানের কোন মূল্য নাই। পিতা যতদিন থাকিবেন, ততদিন পুত্রের স্বাতন্ত্র্য নাই; আমরা যাহা রোজগার করিব, তাহা সব বাবার। বাবাকে রোজগার করিয়া আনিয়া দিব, তিনি যাহা ব্যবস্থা হয়, করিবেন। একটি পয়সা আমাদের ব্যয় করিবার সাধ্য নাই। বিবাহ করিয়া বৌ আসিলে, সে মায়ের দাসী; মা যেমন করিয়া ইচ্ছা, খাটান; যেমন করিয়া গড়াইয়া পিটাইয়া লউন, ছেলের তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। আমি যাহা রোজগার করিয়া ঘরে আনিয়াছি, তাহা সব বাবার হইয়াছে।”

বিপিনের হৃদয়ে ক্রোধ জাগিয়া বসিল। বলিলেন,—“তুমি বাবার সুপুত্র,—তোমার এভাব হইতে পারে। আমি কুপুত্র, আমার পথ ছাড়িয়া দাও। বাবার আমার প্রতি এখন অকৃপা; আবার যদি রোজগার করিতে পারি,—অনেক টাকা ঘরে আনিতে পারি,—তখন আমিও তাঁর সুপুত্র হইতে পারিব।”

এই কথা বলিয়া বিপিন আর দাঁড়াইলনা; পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। বিনয় দাঁড়াইয়া তাহার দাদার দিকে চাহিয়া রহিল। যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, চাহিয়া চাহিয়া, একদৃষ্টিতে দেখিল; তার পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। বাড়ী গিয়া পিতা ও মাতার নিকট সে সমুদয় কথা বলিল; মাতা আঁচলে চক্ষুর জল মুছিলেন; তারপরে বলিলেন,—“আমি জ্বলিতে আসিয়াছি, কেবলই জ্বলিব; সুখ সোয়াস্তি আমার কপালে একবিন্দুও নাই।

বৃদ্ধ ধমক দিলেন। বলিলেন,—"ছেলে রোজগার করিতে গেলে, যার অসুখ জ্ঞান হয়, তার সুখ জগতের কোথাও নাই। বেশত ভাইয়ের আনা টাকা বা পিতার দেওয়া টাকা যে ছেলে না লইয়া আপনার রোজগারে আপনি সুখী হইতে চেষ্টা করে, সেইত ছেলে। তার জন্য দুঃখ কি বুড়ী? তবে বিবাহে অনুপস্থিত? তাহাতে আসিয়া যায়না; সে তাহারই হৃদয়ের মহত্ত্ব প্রকাশ। আর ঐ ছোট লোকের মেয়ে বধূর বুদ্ধি-বিবেচনার বিকাশ। ছেলে আমার বেদিয়ার হাতের বানর! বধূ-বেদিয়া তাহাকে যেমন করিয়া নাচায়, সে তেমনই নাচে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহের দিন পূর্ব্বাহ্ণে যখন, বাড়ীর অনেকখানি জায়গা নানাবিধ বাদ্য-কোলাহলে মুখরিত হইতে লাগিল এবং বাড়ীর মধ্যে হুলু ও শঙ্খধ্বনিতে উৎসবের আনন্দ জাগিয়া বসিল, তখন শাশুড়ী গিয়া পুত্রবধূকে ডাকিলেন,—"বৌ মা; উঠে এস। আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিওনা। এই যে, এত আনন্দ—এত বাজি বাজনা—এত লোক জনের সমাগম, কিন্তু আমার যে সব খালি,—আমার বিপিন কোথায়! বিনয়ের বিয়ে, বিপিন যে তার কর্ত্তা হয়ে ঘুরে বেড়াবে। সে বিনে আমার সব শূন্য জ্ঞান হচ্চে বৌ মা!"

বৌমা কিন্তু উঠিলেন না। গম্ভীর দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"সে জন্যে ত আর আমি দায়ী নই, তবে আমি যাবনা। কেন রোজ রোজ ডেকে আমাকে বিরক্ত কর মা? আমি গরীব মানুষ, বাঁধি বাড়ি এক কোণে পোড়ে থাকি। এত গরীবের সঙ্গে তোমাদের মত বড় লোকের খাপ খাবে কেন গো? আমি যদি তোমাদের মত বড় লোক হ'তাম, আমিও একজন হয়ে তোমাদের বাড়ী গিয়ে ব'সতে পেতাম।"

শা। হাঁ গা আমরা পর? তোমার ছোট দেওরের বিয়ে, আমি তোমার শাশুড়ী, কর্ত্তা তোমার শ্বশুর; বিয়ে তোমার দেওরের, তুমি মূল।

আমি বরণ-ডালা মাথায় ক'রব, তুমি বৌ কোলে ক'রে ঘরে তুলবে। তুমি তাদের খেলা দেবে—আর তুমি তাদের পর !!

"বি-স্ত্রী। জানি মা, সব জানি ; যদি একান্নভুক্ত থাকতাম, বা আমার অবস্থা তোমাদের মত হ'ত ত ও সকল সাজত ; আর এখন ক'রতে গেলে লোকে ভাববে মাগী খেয়ে প'রে বাঁচলো! ভাত ভিন্ন হ'লে, বাপ প্রতিবাসী হয়।

বধূ কিছুতেই আসিলেন না। পাড়ার অনেকেই যখন অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া তাঁহাকে উঠাইতে পারিল না, তখন অগত্যা সকলেই ফিরিয়া আসিল। অনেকেই বিপিনের স্ত্রীর নিন্দা করিল ; কেহ কেহ বা বলিল,—"বৌটা কথাগুলো নেহাৎ মন্দ বলেনি ; তবে নামডাকা ক্ষাওরা—কাজেই আমাদের কানে ভাল লাগিল না।

সন্ধ্যার পরে আলোকমালা, বাজি বাজনা, গাড়ী ঘোড়া ও পাল্কী সমস্ত একত্র হইয়া বিবাহ-সজ্জা বাহির হইলে, বর সাজিয়া গোছিয়া মাতৃচরণে প্রণাম করিল ; চিরাগত প্রথামত ওবাড়ীর গিন্নি বিনয়ের মাতাকে শিখাইয়া দিলেন—"তুমি জিজ্ঞাসা কর—বাবা, তুমি কোথায় যাচ্চো ?"

বহুকালের অভ্যস্ত পুনঃ পুনঃ কথিত মন্ত্র যেমন পুরোহিতের মুখ দিয়া বাহির হইলে, যজমান বলিয়া থাকেন, তেমনই বহুকালের এই প্রচলিত কথাটুকু ওবাড়ীর গিন্নির মুখ দিয়া বিনির্গত হইলে, তখন বিনয়ের মাতা বর-সাজে সজ্জিত প্রণত ও গম্যমান পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা, তুমি কোথায় যাচ্ছে ?"

ওবাড়ীর গিন্নি তখনই বিনয়কে শিখাইলেন,—"তুমি বল বাবা—মা, আমি তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি।"

বিনয় কষ্টের হাসি হাসিল। বলিল,—"সত্যই মা আমি প্রতিশ্রুত

হইতে পারিলাম না, যে তোমার দাসী আনিতে গেলাম, কি ফাঁসি প্রস্তুত করিতে চলিলাম। তবে এই পর্য্যন্ত বলিয়া যাইতেছি, যাহাকে আনিব, সে যাহাতে তোমার দাসী হয়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিব।"

তাহার কথা লইয়া অনেকে ঠাট্টা করিল,—অনেকে হাসিল,—পদ্মপিসি বলিল,—"বাস্তবিক বড় বৌটা ওদের সংসারে অশান্তির আগুন জ্বেলে দিয়েছে,—তাতে বৌ নামে ওদের আগুন হয়ে উঠেছে।"

বিনয়ের আর দাঁড়ান হইল না। সমুদ্র-কল্লোলের ন্যায় জয়ঢাক, বিউগল, ঢোল সানাই, মাদ্রাজি বাদ্য প্রভৃতি বাজনার ডাকাডাকি হাঁকা-হাঁকি, মনুষ্যকণ্ঠের শব্দ, চারি পাঁচটা শঙ্খের ও যোষিৎ-কুলের হুলুর শব্দ, বাজি বাজনার আওয়াজ প্রভৃতি জোট পাকাইয়া ঘসিল। একজন আসিয়া বর ধরিয়া লইয়া পাল্কীর মধ্যে বসাইয়া দিল। উৎসব গ্রাম হইতে বাহির হইয়া গেল।

দুই দিবস পরে বিবাহের বাজি বাজনা, লোক জন ও বরযাত্রিগণের সহিত পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া বৃদ্ধ যখন গৃহে ফিরিলেন, তখনও বিপিনের মাতা বিপিনের স্ত্রীকে আনিবার জন্য সাধিতেছিলেন; কিন্তু সে যখন কিছুতেই আসিল না, তখন অগত্যা পাড়ার পাঁচজন বরণ করিয়া পুত্র ও পুত্রবধূকে ঘরে তুলিলেন। বাঁড়ুয্যেদের বর্ষীয়সী মেঝ বৌ সম্পর্কে ভ্রাতৃবধূ; তিনি যখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঠাকুর পো! বৌ পসন্দ হোয়েছে ত?"

বিনয় বলিল,—"বৌদিদি, হিন্দুর ছেলে, হিন্দুর মেয়ে পসন্দ করিয়া বিবাহ করেনা; পিতা মাতায় দেখিয়া শুনিয়া যাহা সাব্যস্ত করিয়া দেন, অগ্নিসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং আমরণ কাল এক হৃদয় হইয়া এক উদ্দেশ্য লইয়া এক ভাবে পরামর্শ করিয়া এই বহু আপদ-বিপদ-সঙ্কুল বিঘ্ন বিপদজনক

কণ্টকাকীর্ণ সংসার-পথে চলিয়া থাকে। আশীর্ব্বাদ করুন, তাহা হইতে যেন বিচ্যুত না হই। কিন্তু বৌদিদি, এই বিবাহের মহা সমারোহের মধ্যেও সুখী হইতে পারিলাম না; সানাইয়েরই সাহানা রাগিণীর শেষ রেষটুকু যেন আমার মর্ম্মের পরতে পরতে শুনাইয়া দিতেছে,—'সে কোথায়? যে তোমাকে আবাল্য স্নেহের বাহুযুগল মধ্যে প্রতিপালন করিয়াছিল, তোমার সে দাদা কোথায়?' অদূরে তাহার মাতা দাঁড়াইয়া ছিলেন; তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িল; এমন যে দূরসম্পর্কীয়া বাঁড়ুযো বৌদিদি তিনিও কাঁদিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহের উৎসব ফুরাইয়া গেল ; সঙ্গে সঙ্গে আরও তিন মাস কাটিল ; বিপিনের কোন সংবাদই আসিল না। বিপিনের স্ত্রী পাড়ার মধ্যে মহা সোর গোল তুলিয়া দিলেন যে, আমার আর দিন চলে না—কেহ নাই মুখের কথা জিজ্ঞাসা করে,—ঘরে এক মুঠা চাল নেই, ডাল নেই—কি খাইয়া জীবনধারণ করি ; তেমন স্বামীর মুখে আগুন। নিশ্চয়ই সে মরিছে ; একটা খবর পাইলে হাতের লোয়া ভেঙ্গে সিঁথের সিঁদুর মুছে ছোঁড়াটাকে নিয়ে দশ দুয়ারে ভিক্ষা মেঙে খেতে পারি।

এদিকে বিনয় ও বিনয়ের মাতা সাহায্য করিতে চাহিলে, কিছুতেই তিনি তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত নহেন। তারপরে যখন তাঁহারা পাড়ার লোকের নিকট বধূক্ত ঐ সকল কথা শ্রবণ করিলেন, তখন তাহার মধ্য হইতে দুই একজন গিন্নীকে ডাকিয়া আনিয়া বিনয়ের মাতা সাহায্যের প্রস্তাব করিলেন। বধূ গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া বিরক্তি ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন,—"হ্যাঁ, আজ আমি দশ জনের সামনে ঐ নিয়ে খাই, আর কাল আমার উহার জন্যে গোপনে গোপনে খোঁটায় খোঁটায় প্রাণ যাক। কদিন খোকাকে দুটো খেতে দিয়ে, তারই খোঁটাতে আমার বাড়ী থাকা

ভুষট! না, খেতে পেয়ে ম'রে যাব,—দশ দুয়ারে মেগে খাব; গরীব আমি—কাঙ্গাল আমি—তবু বড় লোকের তা নিতে চাহি না।"

বিপিনের মাতা চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"হ্যাগা, বৌমা; তুমি কি মিথ্যা কথা বলতে একটুও এদিক ওদিক করনা? বিনয় যে খোকা না গেলে খেতে বসে না—খোকা ত তার গলার হার; সর্ব্বদাই তার কাছে থাকে।"

বধূ নাকিস্বরে কাঁদিয়া বলিলেন,—"ওগো আর লাথি মেরোনা গো, আর লাথি মেরোনা; আজ থেকে তাকে নয় নাই যেতে দেবো।"

তার পরে এমন ভাবে নাকি স্বরে বাক্য বিন্যাস করিতে লাগিলেন যে, সমাগত গিন্নাগণ ও বিপিনের মাতা ছুটিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

ইহার তিন দিন পরে কটক হইতে বিপিনের এক পত্র তাঁহার স্ত্রীর নামে আসিল; তাহাতে লেখা ছিল যে, সেখানে তিনি অত্যন্ত পীড়িত; বাড়ী আসিবার কোন উপায় নাই। দশটি টাকা না পাঠাইলে সেই বিদেশেই তাঁহাকে মরিতে হইবে।

পত্র পাইয়া বিপিনের স্ত্রী নিজের কণ্ঠস্বর তর্জ্জন গর্জ্জনের দিকে তুলিয়া দিলেন এবং বলিলেন,—"আর বাড়ী এসে কাজ নেই—মরুন সেই খানে—আমি বাঁচি—আমার কাছে না টাকার থলে রেখে গিয়েছেন, তাই আমি পাঠাব! মরুক—আমার জ্বালা চুকে যাক।"

বিনয়ের মাতা সে কথা শুনিয়া স্বামীকে বলিলেন, এবং পাড়ার লোকেরা দ্বারা কোন রকমে বিপিনের ঠিকানা জানিয়া লইয়া, তৎপর দিবসেই বিনয়ের দ্বারা টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

পনর দিন পরে বিপিন গৃহে ফিরিল; জীর্ণ শীর্ণ দেখিয়া মাতা কাঁদিলেন,—বিনয় বড় অস্থির হইল। বৃদ্ধ আন্তরিক কিরূপ ভাব পোষণ

করিতেছিলেন, বলা যায় না; কিন্তু বাহিরে দৃঢ়স্বরে পূর্ব্ববৎ ভাবেই বলিলেন,—"উহার যাহা ঘটে ঘটুক, আমার দেখিবার বা শুনিবার কিছুই নাই।"

বিনয় না ছোড় হইল। সে পিতাকে বলিয়া কহিয়া দাদার চিকিৎসার্থ ভাল ডাক্তার ও ঔষধ পথ্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ টাকা মঞ্জুর করিয়া লইল এবং অবাধে ব্যয় করিতে লাগিল।

বিপিনের স্ত্রী বড় আশা করিয়াছিলেন, বিনয় যেমন বিদেশে গিয়া অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছে, তাঁহার স্বামীও তেমনি একদিন সন্ধ্যাকালে আসিয়া একটা মস্ত টাকার থলিয়া তাঁহার নিকট নামাইয়া দিয়া, বিনয়ের তুল্য বড়লোক হইয়া বসিবে। কিন্তু তাহা না হইয়া এ কি হইল! সেই বিনয়ের সাহায্য লইয়া দেশে ফিরিতে হইল! আবার সে ঔষধ পথ্য দিতেছে, তবে জীবন ধারণ করিতে হইতেছে! ঘৃণায়, লজ্জায়, অভিমানে এবং তৎসঙ্গে হিংসাদ্বেষে তিনি ফাটিয়া পড়িতেন —স্বামীকে গালাগালি দিয়া, ঝগড়া করিয়া বিরক্ত করিতেন। বিপিনও স্ত্রীকে তখন গালাগালি দিতে ছাড়িতেন না। ফলকথা, রাত্রি দিন উভয়েই কলহ চলিতেছিল। এইরূপে দুই তিন মাস কাটিল। বিপিন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। এদিকে এতদিনের অনুপস্থিতিতে যজমান কয় ঘর অন্য পুরোহিতের দ্বারা কার্য্য করাইতে আরম্ভ করিয়াছিল; সুতরাং বিপিনের আয়ের সে পথও রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

এখন সংসারই বা চলে কি দিয়া, আর সেই মুখরা স্ত্রীর মনের মত শাড়ী অলঙ্কার প্রভৃতি দেনই কি প্রকারে? বিপিনের বাড়ী তিষ্ঠান দায় হইয়া উঠিল। যানই বা কোথায়—চাকুরিই বা মিলে কোথায়? বহুদিন ধরিয়া গ্রাম, নগর, বন্দর, এমন স্থান নাই, যেখানকার লোকের দুয়ারে দুয়ারে না ঘুরিয়াছেন। তখন একদিন সন্ধ্যার সময় বিপিন বিনয়ের

নিকটে বসিয়া বলিল,—"ভাইরে, আমার জীবনে আর সুখ নাই—আমার স্ত্রী অত্যন্ত মুখরা এবং অবুঝ; পিতামাতা আমার উপর ক্রুদ্ধ—অদৃষ্টও আমার বাম—এক পয়সা রোজগার করিতে পারিতেছি না,—সংসার আর চলেনা—কি করি বল দেখি?"

বিন। আমি তাহা ভাবিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছি দাদা; ছুটিয়া বেড়াইলে টাকা মিলেনা; একটা আশ্রয় অবলম্বন করিয়া টাকা উপার্জ্জনের চেষ্টা করুন,—কেন দুঃখ থাকিবে? যাক্, আমি বলি কি,—আপনি দাদা, আমি ভাই, একান্নভুক্ত থেকে, মিলে মিশে রোজগার করি; যেমন ছিলাম, তেমনি থাকি। বলুন, বাবার কাছে যাই; তিনি যে ব্যবস্থা করেন, তাই হবে।

তখন উভয় ভ্রাতায় উঠিয়া পিতৃসন্নিধানে গমন করিল। উভয় ভ্রাতাকে একসঙ্গে আসিতে দেখিয়া নির্জ্জন কক্ষে উপবিষ্ট বৃদ্ধ মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"কি গো,—কি মনে ক'রে?"

বিপিন অপ্রতিভ হইল। যেন একটা ভীষণ ঝড়ের দমকা-বায়ু তাহার গতি রোধ করিয়া দিল। সে সেই স্থানেই বসিয়া পড়িল। বিনয় বিনম্রস্বরে বলিল,—"আমি দাদাকে লইয়া আসিয়াছি; আমরা দুই ভাইতে এক হইয়া আবার সংসার করিব; তারই অনুমতি লইতে আসিয়াছি।"

পি। বিশেষ আপত্তি আমার কি আছে? প্রকৃত প্রস্তাবে তুমি ত পৃথক হও নাই—তোমার দাদাই পাশ কাটাইয়া সরিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এই স্থলে আমার একটি কথা আছে; যখন বড় কষ্টে পড়িয়াছিলাম, তখন আমাকে অন্ন না দিয়া, বিপিন যে ধৃষ্টতা করিয়াছিল, তজ্জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, উহার অন্ন আর গ্রহণ করিব না। সে প্রতিজ্ঞা আমার অটুট থাকিবে। আর তুমি যাহা রোজগার করিয়া আনিয়াছ, সে সকল

টাকা তোমারই থাকিবে। তাহার একটা তালিকা রেজেষ্টারি করা থাকিবে। এখন হইতে দুই ভ্রাতায় সেই টাকার দ্বারা যাহা উপার্জ্জন করিবে, তাহাই মাত্র উভয়ের হইবে এবং যদি কখন পৃথক হও, তখন কেবল তাহাই পৃথক করিয়া লইবে।

বিপিন তাহাতেই স্বীকৃত হইল। বিনয় স্বীকৃত হইল না; সে বলিল,—"না বাবা, এ বিচার ভাল হইল না; এ বিচারে আমাদের দুই ভাই ভিতরে ভিতরে পৃথকত্বের একটা বাঁধ লইয়া বসিয়া রহিলাম। আমার আনীত টাকার মধ্যে এখনও যাহা ব্যাঙ্কে আছে, তাহার সংখ্যা আশী হাজার। সেই আশী হাজারও আপনার। আপনি উহা আপনার ছোট বধূর নামে উইল বা দান পত্র লিখিয়া দিতে পারেন। আর বাকি সমস্তও আপনার। আপনি মাকে সমুদয় বাড়ীঘর দুয়ার বিষয়-বিভবের অভিভাবিকা রাখিয়া, আমাদের উভয় ভ্রাতার নামে সমান অংশে উইল করিয়া দিয়া যাইবেন। দিদির আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ; এখানে একটা ছোট বাড়ী করাইয়া আপনার ঝি জামাইকে বাস করান এবং তাহাদের সংসার চলিবার উপযুক্ত কিছু ধানের জমি, চাষবাস করাইবার দুইটি বলদ ও কিছু পুঁজি দিন।

বিনয়ের পিতা নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন। বলিলেন,—"বিনয় রে, আজ যে তোর উপরে আমি কি সুখী হইলাম, বলিতে পারি না। বিপিনের দুঃখে আমি যে সুখী ছিলাম, তা নয়। আমি তার পিতা,—পিতামাতার নিকট সন্তান সহস্র দোষে দুষ্ট হইলেও পুত্রস্নেহ কোথাও যায় না। তবে বাহিরে আমি যে ভাব দেখাইতাম, তাহা উহারই দোষে। একদিনও বিপিন ত আমার নিকট আসিয়া বলিতে পারে নাই, বাবা আমায় ক্ষমা কর। আর বাস্তবিক টাকা তোর,—আমার নহে; তুই না দিলে আমি দিবার প্রকৃত অধিকারী নহি—তুই দীর্ঘজীবী হ। তোর মতন পুত্রের পিতা হইয়া আমি আমাকে ধন্য জ্ঞান করিলাম।"

বিপিন পিতার চরণে মস্তক গুঁজিয়া নয়নাশ্রুতে সে পায়ের পূজা করিল। অতঃপর আর আর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা না বলিলেও আমাদের আখ্যায়িকার কোন অঙ্গহানি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

পরিশিষ্ট

---০---

তারপর এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। একদিন সবে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, শুক্লা পঞ্চমীর অর্দ্ধচন্দ্র পশ্চিমাকাশে বসিয়া জ্যোৎস্নালোকে ধরাতল আলোকিত করিতেছেন। একটা "বৌ কথা কও" পাখী তাহার কোন্ অতীত যুগের বধূকে কথা কহাইবার জন্য চীৎকার করিয়া 'বৌ কথা কও' বলিয়া গলা ফাটাইতেছে। চকোরী চাঁদের পানে চাহিয়া সুধাপানাশয়ে নীরবে সময় কাটাইতেছে। পল্লীতলে এইমাত্র সন্ধ্যার শঙ্খ বাজিয়া বাজিয়া নীরব হইল। বিনয়দের বাড়ীতে তখনও মহাসমারোহে গৃহদেবতা নারায়ণ ঠাকুরের আরতি হইতেছিল। বিনয়ের পিতা সন্ধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া আসিয়া, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে উপবেশন করিলেন এবং একটা দাসীকে বলিলেন,—"ক্ষীরী, বৌমাদের এখানে একবার ডাকত।"

ক্ষীরী গিয়া বড় বৌ ও ছোট বৌ উভয়কেই ডাকিয়া আনিল। বিনয়ের মাতাও সে সঙ্গে আসিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বলিলেন,—"তোমরা বস; আমি কিছু বলিব বলিয়া মনস্থ করিয়াছি।"

ইতঃপূর্ব্বে পুত্র দুইটিকেও ডাকিতে পাঠাইয়াছিলেন। তাহারাও আসিয়া পঁহুছিল। বৃদ্ধ তাহাদিগের বসিবার স্থান নিজ পার্শ্বে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন; তাহারা বসিয়া পড়িল।

তখন বৃদ্ধ গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"আমি তোমাদিগকে ডাকাইয়াছি; কিছু উপদেশ দিতে চাই। বর্ত্তমানে তোমরা দুই ভাই ও বধূ দুইটি যে প্রকার ভাবে কার্য্য করিতেছ, তাহা সংসারের মঙ্গলজনক সন্দেহ নাই। কিন্তু এখনও সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হইবে; কেন না, কুপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিতে বড় অধিক সময় লাগে না। মানবজীবন খেলার জন্য নহে। এই বিশাল ধরিত্রীর মধ্যে আসিয়া ভোগদেহ গ্রহণ কর কেবল পরীক্ষা দিবার জন্য। বলি শোন;—গোড়ায় অর্থ আনিয়াছিল বিনয়,—তারপরে এখন দুইটি ভ্রাতায় নানাবিধ কার্য্য করিয়া উপার্জ্জন করিতেছ। অর্থও অনেক বৃদ্ধির দিকে গিয়াছে ও যাইতেছে। আমিও তদ্দ্বারা তোমাদের সুখের জন্য ঘর দুয়ার, পুষ্করিণী বাগান এবং পশুপাল সংগ্রহ করিয়াছি; আর আমার সারাজীবনের অভিজ্ঞতা লইয়া তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়া আসিয়াছি। আজিও কিছু দিব বলিয়া ডাকিয়াছি।

দেখ, দাম্পত্য ধর্ম্ম গৃহস্থের একটি মহৎ গুরুভার। বেদমন্ত্র পড়িয়া বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, এক যোগে—একমনে—একভাবে, একটি গৃহস্থাশ্রম স্থাপন করিয়া দাম্পত্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হয়; তোমরাও তাহাই করিয়াছ। তোমাদের সেই আশ্রমের গুরু আমি; সারাজীবনের অভিজ্ঞতায় শাস্ত্র ও সংসার-রহস্যের যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি,—এ যজ্ঞের হোতা স্বামী,—যজমান স্ত্রী;—আর যতদিন আমি ও আমার স্ত্রী জীবিত থাকিব, ততদিন আমরা উভয়ে একাত্মরূপে তোমাদের সদস্যের কাজ করিব। আমাদের মৃত্যুর পর, সে কার্য্যের ভার নারায়ণে অর্পণ করিয়া, তোমরাই নির্ব্বাহ করিবে। সদস্য অর্থে যজ্ঞের মন্ত্র ও কর্ম্মগুলি পরিদর্শন করা এবং যাহা আচার্য্য ও যজমানের ভুল হয়, তাহা বলিয়া দেওয়া; আমাদের মত তোমাদের হিতার্থী, বোধ হয়, জগতে দ্বিতীয় নাই; কেবল যে তোমরা

পুত্র ও পুত্রবধূ আর আমরা শ্বশুর শাশুড়ী, তাহা নহে ; জগতে জগতের সকল শ্বশুর শাশুড়ী এবং পুত্র পুত্রবধূ সম্বন্ধেই এই কথা ; আমার স্ত্রী ও আমি যখন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া এই সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, তখন আমার পিতামাতা তাঁহাদের বহুদিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও সংসার আমাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। তোমরা বেদ পড় নাই, বৈদিক মন্ত্র বুঝিতে পার না। বিবাহে অগ্নি-সাক্ষী করিয়া স্বামি-স্ত্রীতে প্রতিজ্ঞা করেন যে, আমরা অর্দ্ধাংশে অবস্থান করিতেছিলাম, এক্ষণে উভয়ে মিলিয়া এক হইলাম,—উভয়ের ধর্ম্মে আজ হইতে উভয়ে এক হইয়া কার্য্য করিব—দুইটি আত্মাকে একটিতে পরিণত করাই বিবাহের উদ্দেশ্য। মানব সৃষ্টির দ্বিতীয়যুগ হইতে হিরণ্যগর্ভ দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছেন,—তখন হইতেই আমরা দুইটি দুইটি করিয়া কর্ম্ম করিতে ধাবিত হইয়াছি। সেই দুইটির সম্মিলন এই বিবাহে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ, যোগ নামক এক উত্তম সাধনার পথ আছে। উভয়ের মিলনের নাম যোগ। তোমাদের আত্মায় আত্মায় মিলন জন্য এই সংসারাশ্রমে যোগী হইতে হয় ; এই মিলনের মধ্যবর্ত্তী আকর্ষণের নাম প্রেম।—ভক্তির পরিণতিই প্রেম। ভক্তি জ্ঞানের পরিণতি, জ্ঞান কর্ম্মের পরিণতি। কর্ম্ম দুইপ্রকার,—সকাম ও নিষ্কাম। যাহা নিজ ইন্দ্রিয়সুখার্থী হইয়া করা যায়, তাহাই সকাম ; আর যাহা ভগবানের প্রীতির জন্য করা যায়, তাহাই নিষ্কাম।

এই গৃহস্থাশ্রমে—এই সংসার-যজ্ঞে তোমরা যে কাজ করিবে, নিজের ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য করিও না। ঐ বধূদ্বয় বাস্তবিক এক একটি অস্থি-চর্ম্মাবশিষ্ট নারীমূর্ত্তি নহে। উহা থাকিবে না,—এখনও নহে—আমাদের ভ্রান্তি-জ্ঞান মাত্র। এই ভ্রান্তিজ্ঞান টুকু দূর করিতে পারিলে,

দেখিতে পাইবে, উহা ভগবানের অনন্ত 'সময় শ্রীমূর্ত্তি। উনি নারী নন,—পুরুষ।

আর বৌমা, তোমরা জানিও—যে কিছু কর্ম্ম করিবে, যাহা দান করিবে, যে অঙ্গরাগ করিবে, শরীরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য যে কার্য্য করিবে, তৎসমুদয় ঐ স্বামীর সুখের জন্য জানিয়া করিবে,—নিজের ইন্দ্রিয় সুখের জন্য কিছু করিবে না। তাহা হইলে উভয়েরই নিষ্কাম কর্ম্ম করা হইবে। এই নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে উজ্জ্বল জ্ঞান এবং সেই জ্ঞান হইতে ভক্তি, আর ভক্তি হইতে প্রেম হইয়া থাকে। প্রেম লাভ করিতে হইলে, নিজের ইন্দ্রিয়সুখ বিসর্জ্জন দিতে হয়,—সংসারে সন্ন্যাসী সাজিতে হয়। কিন্তু মঙ্গলময়ের এমনিই মাঙ্গল্য প্রথা বর্ত্তমান, কয়েক দিন মাত্র উভয়ে উভয়ের চিন্তা করিলে, উভয়ে উভয়কে সুখী করিবার প্রবল বাসনা হৃদয়ে জাগাইয়া তুলে। তখন যুবক ভাবে আমার প্রণয়িনীকে আকাশের চাঁদ নিঙড়াইয়া,—মলয়ের স্পর্শ টুকু লইয়া,—কুসুমের পরিমল মাখাইয়া উপহার প্রদানে সুখী করি। আর যুবতী ভাবে, আমার দেহ,—আমার বেশ,—আমার সৌন্দর্য্য,—এ সব তিনি ভাল বাসেন। অতএব প্রসাধনে বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার পদ-প্রান্তে ঢালিয়া দেই। কিন্তু মঙ্গলময়ের মঙ্গল "হস্ত সরাইয়া দিয়া, আমরা যদি কামনা-বাসনার চিন্তা-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করি, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়-প্রেতগুলি জাগিয়া বসিয়া নানাবিধ বিভীষিকা প্রদর্শনে আমাদের সে সুখের সাধনায় বিঘ্ন উৎপাদন করে,—সুখের মোহ-বাসরে ভয়ঙ্করী বিষধরী কালিন্দী সপীকে ডাকিয়া আনে।

তারপর বলি শোন,—এই সাধনার মূলে একটি প্রধান সাধনা আছে; সে সাধনার নাম ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা না করিলে, আদৌ এ সাধনা হইতে পারে না। কেন পারে না, তাহা এখনই বুঝিতে পারিবে না।

সময়ে বুঝাইয়া দিব। * তবে এখন এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখ, ব্রহ্মচর্য্য সাধনায় তোমাদিগকে জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেমের অধিকারী করিয়া দিবে এবং তাহা হইলে, তোমরা দাম্পত্য-প্রেমের বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে এবং দৈহিক বল, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার শক্তি দীর্ঘ আয়ু ও পরমাশান্তি লাভ করিতে পারিবে। আর পারিবে,—নীরোগ, বলিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান্ সন্তানের জনক জননী হইতে।

মানুষ সর্ব্বদাই আপনাকে অপূর্ণ বলিয়া জ্ঞান করে; এই অপূর্ণতা জ্ঞানই মানুষকে মানুষ বানাইয়া রাখে। পূর্ণতার জ্ঞান হইলে মানুষ দেবতা হয়। কিন্তু আর এক উপসর্গ আছে,—অপূর্ণ ভাবকে পূর্ণ জ্ঞান করিয়া মানুষ দানব হইয়া যায়। সে অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে অহং ভাবে। যাক, সে সকল বড় কথায় তোমাদের কোন উপকার হইবে না। যদি বাঁচিয়া থাকি, ক্রমেই শিক্ষা দিব। এখন জানিয়া রাখ, সুশ্রী কুশ্রী বলিয়া কোন জিনিষ নাই। ভালবাসায় সুশ্রী কুশ্রী বানাইয়া দেয়। অনেক লোক অন্ধকারের গাঢ়তাকে প্রিয় জ্ঞান করে। অন্ধকারই তাহাদের আবশ্যক বলিয়া তাহারা অন্ধকারকে ভালবাসে। আবার কাহারও কাহারও আবশ্যক বলিয়া তাহারা আলোকে প্রমত্ত হয়। আমার কথা তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ বৌমা?

বৌমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—না।

শ্ব। বাদুড় জান?

---

* মৎ প্রণীত ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষা নামক পুস্তকে এ সকল বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। নব-বিবাহিত ব্যক্তিগণের তাহা বিশেষ ভাবে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আর দুই একখানি অল্পমূল্যে এই শ্রেণীর গ্রন্থ দেখিয়াছি; তাহাতে এ বিষয়ে কয়েকটি শ্লোক মাত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে, কাজের কথা কিছুই স্থান পায় নাই। বিবাহের উদ্দেশ্য, স্ত্রী-পুরুষের মন্ত্রগুলির অনুবাদ, তাহাতে করিয়া দিয়াছি।

বৌ। জানি,—আমাদের গাছের লিচুগুলি বাদুড়ে খেয়ে ফেলে।

শ্ব। সে বাদুড় দিনে দেখতে পায় না, যে রাত্রিতে আলো হয়, সে জ্যোৎস্না রাত্রিতেও তারা ভাল দেখতে পায় না। তারা অন্ধকারে ভাল দেখে। তুমি আমি অন্ধকারে দেখতে পাই না,—আলোয় দেখতে পাই। আমরা আলো ভালবাসি; আবার বিড়াল কুকুর প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণী আছে, তারা আলো আঁধার উভয়েই তুল্যদৃষ্টি,—উভয়ই ভালবাসে। এ জগতে তেমনি কেহ রূপ ভালবাসে, কেহ গুণ ভালবাসে, কেহ রূপ গুণ দুইই ভালবাসে। এখন অস্ত্র ও ঔষধের এমন ক্ষমতা আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহার প্রয়োগ দ্বারা ঐ দৃষ্টি সমুদয়ের পরিবর্ত্তন করা যায়। তেমনি এমন একটি পদার্থ আমাদের মধ্যে নিহিত আছে, যাহার দ্বারা যে রূপ ভালবাসে, তাহাকে আমরা গুণে মগ্ন করিতে পারি, এবং যে গুণ ভালবাসে, তাহাকে রূপে মগ্ন করিতে পারি। ছোট বৌমা তুমি মাকাল ফল চেন?

বৌ। চিনি বাবা;—আমি সে ফলগুলিকে আগে বড় ভালবাসিতাম।

শ্ব। ভালবাসিতে কেন?

বৌ। বড় সুন্দর দেখিতাম,—উপরে কেমন চক্‌চকে, কাঁচা ফলগুলি সবুজ,—পাকিলে ঘোর লাল।

শ্ব। আর এখন?

বৌ। না বাবা; এখন ভালবাসি না।

শ্ব। কেন?

বৌ। একদিন একটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সেটার মধ্য হইতে—ভারি দুর্গন্ধ ও বিদিকিচ্ছি জিনিষ বাহির হইয়া পড়িয়াছিল; সেই পর্য্যন্ত আমি আর তাহা নিকটে আনি না।

শ্ব। সেইরূপ, রূপ থাকিলে মানুষ চিরদিন ভালবাসে না। তুমি

নিশ্চয়ই কালজাম খাইয়াছ। সেগুলি দেখিতে অত্যন্ত কাল এবং ক্ষুদ্র। তথাপি তাহার উত্তম আস্বাদ এবং তাহারী, হজমকারি এই শক্তি বা গুণ থাকাতে উহা সকলের প্রিয়বস্তু বলিয়া গণ্য।

কিন্তু কোন বালকের সম্মুখে অথবা মাকাল ও কালজামের বিষয়ে অনভিজ্ঞ কোন বয়স্ক ব্যক্তির সম্মুখে, যদি ঐ দুইটি ফল পাশাপাশি রাখা যায়, তবে তাহারা নিশ্চয়ই কালজাম ফেলিয়া মাকালটিকে গ্রহণ করিবে। কিন্তু জানিতে পারিলে মাকালের লোভ পরিত্যাগ করিয়া কালজামটিকে লইবে। লালবর্ণের আম সুন্দর দেখিয়াই গ্রহণ করে বটে; কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য ভিতরের মিষ্টরস সেবন করা। খোসায় লালবর্ণ, খোসা ছাড়াইয়া ফেলিলে ভিতরের রস যদি মিষ্ট হয়, তবেই আনন্দিত হইতে পারে, নতুবা টক হইলে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে। কাল আমগুলিকে প্রথমে অযত্ন করিলেও যদি তাহাতে মিষ্ট রস থাকে, পরিণামে সে যত্নের জিনিষ হয়। মানুষ প্রকৃত মুগ্ধ হয় গুণে—রূপে নয়। আমি এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহাতে কি কিছু বুঝিলে, বৌ মা?

বৌ। কিছু কিছু বুঝিয়াছি—আপনি বলিলেন, গুণ থাকিলেই তাহার যত্ন হয়।

শ্ব। সকলকেই বলি শোন;—ছোট বৌমার গুণের এখনও পূর্ণ বিকাশ হয় নাই,—বড় বৌমার হইয়াছে। সেই গুণ, গুণ নহে; দোষ হইয়া এতদিন আমার সংসার এবং এই সংসারে নর-নারী কয়টিকে জ্বালাইয়া পোড়াইয়া খাক করিয়া তুলিয়াছিল; আজ কয় মাস ধরিয়া দেখিতেছি, বড় বধূমাতা সেই দোষগুলিকে গুণে পরিণত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও পূর্ণরূপে সাফল্য লাভ করিতে পারিতেছেন না। আগেকার চেয়ে অনেক ভাল হইলেও দোষ একেবারে যায়

নাই। অনেক দিনের অভ্যাসে চিত্তের বৃত্তিগুলি যেরূপভাবে বাঁ দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদিগকে সুপথে আনিতে একটু সময় লাগবে বৈ বিরক্ত হইও না, কুপ্রবৃত্তি বা হিংসা দ্বেষ শারীরিক সুখ প্রভৃ কথা মনে হইলে, পূর্ব্বাপর জীবনের ইতিহাস মনে করিও অ কুপ্রবৃত্তির বিপরীত সুপ্রবৃত্তিকে মনে আনিও; তাহাহইলে ক্রমে দেবী হইতে পারিবে; ইহলোকে যশ ও সুখ প্রাপ্ত হইয়া অন্তে আ ধামে গমন করিতে সক্ষম হইতে পারিবে। ইহাকেই অভ্যাস-যে বলে। আর ছোট বৌ মা, তুমি গোড়া হইতেই অভ্যাস করিবে তোমার কিছু নয়, অগ্নি-সাক্ষী করিয়া স্বামীর সহিত বি বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছ,—তাহাই প্রতিপালন করা তোমার ধর্ম্ম। স্বা কর্ম্মে—স্বামীর ধর্ম্মে—স্বামীর মর্ম্মে তোমার আসন। সে আসন ত করিও না; তোমার স্বামীর সুখ এবং তোমার স্বামীর পিতা, মা ভগিনী, ভ্রাতা, দাস, দাসী, গৃহপালিত পশু-পক্ষী, অতিথি অভ্যা প্রভৃতির যথাযোগ্য সেবা প্রভৃতির নামই গার্হস্থ্য যজ্ঞ। উত্তর বিব ইহা করিবে বলিয়াই প্রতিশ্রুত হইয়াছ। ইহার জন্য সাক্ষী রাখিয়াছ অরুন্ধতী, সতীলোকের সপ্তসতী এবং সপ্তপদী গমনকালে যো নামক অগ্নি-সাক্ষী।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।